অশ্রুমতী নাটক।

পুরুবিক্রম ও সরোজিনী নাটক

প্রণেতা কর্ত্তৃক প্রণীত।

"There is not a pass in the alpine Aravalli that is not sanctified by some deed of Pertáp,—some briliant victory, or oftener, more glorious defeat. Huldighat is the Thermopylæ of Méwar; the field of Déweir her Marathon."

Tod's Rajasthan.

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সপ্তম সংস্করণ।

৫৫ নং অপার চিৎপুররোড।

২৩ শ্রাবণ ১৩০৩ সাল।

মূল্য ১৷৹ টাকা।

উৎসর্গ পত্র।

ভাই রবি

তুমি অশ্রুমতীকে দ্যাখ্‌বার জন্য উৎসুক হয়ে আছ। এই লও, আমার অশ্রুমতীকে তোমার কাছে পাঠাই। ইংলণ্ড-প্রবাসে, তাকে দেখে, তোমার প্রবাস-দুঃখ যদি ক্ষণকালের জন্যও ঘোচে, তা হ'লে আমি সুখী হব।

৯ই শ্রাবণ }
১৮০১ শক }

তোমার
____

পাত্রগণ।

প্রতাপসিংহ	মেবারের রাণা।
অমরসিংহ	প্রতাপসিংহের পুত্র।
আক্‌বরশা	মোগল সম্রাট্।
সুল্‌তান সেলিম	আক্‌বরের পুত্র ও উত্তরাধিনক্ মহারাজ। আহার
মানসিংহ	অম্বরের (জয়পুর) রাজা ও অ
ফরিদখাঁ	একজন সামান্য সেনানায় হলেম।
ভামশা	প্রতাপসিংহের মন্ত্রি।
ঝালাপতি	প্রতাপসিংহের একজন মিত্র রাজা।
মল্লু	ভীল-পতি।
শক্তসিংহ	প্রতাপসিংহের ভ্রাতা।
পৃথ্বীরাজ সিংহ	বিকানেরের রাজকুমার। (আক্‌বারের বন্দী)
উদয়সিংহ ও অন্যান্য পতিত রাজপুতগণ	উদয়সিংহ মারোয়ারের রাজা।
মোহবব্বৎখাঁ	আক্‌বরের একজন সেনাপতি।

ভীলগণ মুসলমান ও রাজপুত রক্ষকগণ পুরোহিত বৈদ্য দূত ইত্যাদি।

রাজমহিষী	প্রতাপসিংহের স্ত্রী।
অশ্রুমতী	প্রতাপসিংহের দুহিতা।
মলিনা	অশ্রুমতীর সখী।
হাম্বা	মল্লুর দুহিতা।

অশ্রুমতী নাটক

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদয় সাগরের তীরস্থ ভূমি।

(খাদ্যসামগ্রী সজ্জীভূত।)

প্রতাপ সিংহ, অমর সিংহ, মন্ত্রী ও রক্ষকগণের প্রবেশ।

প্রতাপ। মন্ত্রিবর! মানসিংহের ভোজনের সমস্ত আয়োজন আছে তো?

মন্ত্রী। ঐ দেখুন মহারাজ সমস্তই প্রস্তুত—কেবল তাঁর আগমনের অপেক্ষা। পরিবেশনের সময় কি মহারাজ উপস্থিত থাক্‌বেন?

প্রতাপ। কি বল্লে মন্ত্রি ? যে ক্ষত্রিয়াধম মুসলমানের হস্তে আপনার ভগিনীকে সম্প্রদান করেছে, তার পরিবেশনে সূর্য্যবংশীয় মেবারের রাণা উপস্থিত থাক্‌বে ?

রাজ, আতিথ্য-সৎকার মহৎ ধর্ম্ম, ইহার ত্রুটি হলে

। বিশেষতঃ তিনি অনাহূত অতিথি।

ৎকার যে মহৎ ধর্ম্ম তা আমি জানি—সাধ্য-

র্‌ব না। আমার পুত্র অমরসিংহ উপস্থিত

নীচতা যে স্বীকার কচ্চি—সেও কেবল আতিথ্য-ধর্ম্মের অনুরোধে, নচেৎ যে নরাধম পিতৃভূমি পরিত্যাগ করে মুসলমানের সঙ্গে কুটুম্বিতা করেছে, তার আমি মুখ-দর্শন কর্ত্তেম না।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাজের জয় হোক্!—অম্বরের রাজা মানসিংহ এসেছেন।

প্রতাপ। আচ্ছা তাঁকে নিয়ে এস।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(রক্ষকের প্রস্থান।)

প্রতাপ। (মন্ত্রী ও অমরসিংহের প্রতি) আমি একটু অন্তরালে থাক্‌ব। তোমরা তাঁর অভ্যর্থনা কোরো। আমি চল্লেম।

মন্ত্রী ও অমরসিংহ।—যে আজ্ঞা মহারাজ।

(একদিক দিয়া প্রতাপসিংহের প্রস্থান ও অন্য দিক দিয়া ২। ৪ জন রক্ষকের সহিত মানসিংহের প্রবেশ।)

মন্ত্রী ও অমরসিংহ। আস্তে আজ্ঞা হোক্ মহারাজ। আহার সামগ্রী প্রস্তুত।

মানসিংহ। আপনাদের আতিথ্যে চরিতার্থ হলেম।

(আহারে উপবেশন।)

সোলাপুর হতে বরাবর আস্‌চি—যুদ্ধবিগ্রহে অত্যন্ত শ্রান্ত হওয়া গেছে।

মন্ত্রী। তা হবেই তো।—যুদ্ধে কোন্ পক্ষ জয়ী হল মহারাজ?

মানসিংহ। যে পক্ষে মানসিংহ, যে পক্ষে মোগল সম্রাট্, সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন্ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা?

(নেপথ্য হইতে গম্ভীর স্বরে—)

"কি!—যে পক্ষে মানসিংহ—যে পক্ষে মোগল সম্রাট, সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন্ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা?"

মানসিংহ। (অন্ন-দেবকে দুই চারিটি অন্ন দিয়া আহারে উদ্যত হইতেছিলেন এমন সময়ে নেপথ্য-নিঃসৃত বাক্য শ্রবণে চমকিত হইয়া চতুর্দ্দিক অবলোকন করত স্বগত।) এ কি! এখানে তো

আর কেহই নাই কে উপহাসচ্ছলে আমার বাক্যের প্রতিধ্বনি করলে?—উদয় সাগরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কি আমাকে ভর্ৎসনা কল্লেন? আমি ভীষণ ব্যাঘ্রের বাস-গহ্বরে গিয়ে ব্যাঘ্রশাবক হরণ করে এনেছি-বজ্রনাদী কামানের মুখে গিয়া শত্রুসৈন্য ধ্বংশ করেছি-কই কখনও তো আমার হৃদয় কাঁপেনি-কিন্তু ঐ প্রতিধ্বনি শুনে কেন এরূপ হ'ল?—রাজপুত হয়ে মোগলের দাসত্ব?—তাতে আমার দোষ কি?-সে অদৃষ্ট। যখন একবার দাসত্ব স্বীকার করেছি, তখন ভাল করেই দাসত্বব্রত পালন করব।

(নেপথ্য হ'তে)

"কি! যে পক্ষে মানসিংহ—যে পক্ষে মোগল সম্রাট—সে পক্ষ ভিন্ন কোন্ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা?" (চতুর্দ্দিক অবলোকন করত) কোথা থেকে এ আওয়াজ আস্‌চে?

অমরসিংহ। মহারাজ! আহারে প্রবৃত্ত হোন্।—

মানসিংহ। আমি লোকাচার বিস্মৃত হয়েছিলেম—ভাল কথা, রাণা প্রতাপসিংহ কোথায়?—তিনি পরিবেশন করতে আস্‌বেন না?

মন্ত্রী। আজ্ঞা—মহারাজের শিরঃপীড়া হওয়ায়——

মান। মন্ত্রিবর ক্ষান্ত হোন্—রাণাকে বলবেন আমি তাঁর শিরঃপীড়ার কারণ বুঝতে পেরেছি—কিন্তু এ ভুল আর সংশোধন হবার

নয়—তিনি পরিবেশন না কর্‌লে আমি অন্ন গ্রহণ কর্‌ব না। আমি উঠ্‌লেম।

মন্ত্রী। হাঁ হাঁ মহারাজ করেন কি!——

প্রতাপসিংহের প্রবেশ।

প্রতাপ। মন্ত্রি! মিথ্যা ছলের প্রয়োজন নাই——মহারাজ মানসিংহ! মার্জ্জনা কর্‌বেন—যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে, যে বোধ হয় এমন কি তুর্কের সহিত একত্র ভোজন করেছে, তাঁর সহিত সূর্য্যবংশীয় রাণা একত্র কখনই আহার-স্থানে উপবেশন কর্‌তে পারে না।

মান। মহারাজ প্রতাপসিংহ!—আপনার গৌরব বর্দ্ধন কর্‌বার জন্যই তুর্ককে ভগ্নী কন্যা অর্পণ করে আমাদের নিজ গৌরব বিস-র্জ্জন করেছি সত্য। কিন্তু চিরকাল বিপদের ক্রোড়ে বাস করাই যদি আপনার মনোগত সঙ্কল্প হয় তো সে সংকল্প আপনার সিদ্ধ হোক্—আমি এই কথা বলে যাচ্চি—আপনি এ প্রদেশে বহুদিন তিষ্ঠিতে পার্‌বেন না। কে আছিস্—শীঘ্র আমার ঘোড়া——

প্রতাপ। দেখুন মহারাজ মানসিংহ! আমি বরঞ্চ পর্ব্বতে পর্ব্বতে, বনে বনে, অনাহারে ভ্রমণ করে বেড়াব, সকল প্রকার বিপ-দকে অসঙ্কোচে আলিঙ্গন কর্‌ব, অদৃষ্টের সকল অত্যাচারই অনায়াসে অক্লেশে সহ্য কর্‌ব, তথাপি তুর্কের দাসত্ব কখনই স্বীকার কর্‌ব না। আপনিই না বল্‌ছিলেন—"যে পক্ষে মানসিংহ—যে পক্ষে মোগল

সম্রাট্‌—সে পক্ষ ভিন্ন আর কোন্‌ পক্ষে জয়ের সম্ভাবনা?"——তুর্কের লবণ-ভোজী দাসের উপযুক্ত কথাই বটে!

মান। হাঁ মহারাজ আমি তুর্ক-সম্রাটের একজন নিতান্ত অনুগত দাস বলে আপনার পরিচয় দিতে কিছুমাত্র লজ্জিত নই—আর কার্য্যেও শীঘ্রই সে দাসত্বের পরিচয় পাবেন। (বেগে গমন ও রঙ্গভূমির দ্বারদেশে আসিয়া পুনর্ব্বার প্রতাপ সিংহের দিকে মুখ ফিরাইয়া)—রাণা প্রতাপসিংহ! তোমার যদি অহঙ্কার চূর্ণ করতে না পারি তো আমার নাম মানসিংহ নয়——

প্রতাপ। কি! মানসিংহ তুমি, তুমি আমার অহঙ্কার চূর্ণ করবে? বাপ্পারাওর বীর-রক্ত, সর্ব্বলোক-পূজনীয় রামচন্দ্রের অকলঙ্কিত রক্ত, যে ধমনীতে বহমান, তার অহঙ্কার চূর্ণ করা কি দাসব্রতে রত পতিত, মান-ভ্রষ্ট মানসিংহের কর্ম্ম?

মানসিংহ। সে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দেখা যাবে।

প্রতাপ। বড় সুখী হব যদি যুদ্ধ-ক্ষেত্রে সাক্ষাৎ হয়।

(মানসিংহের প্রস্থান)

মন্ত্রী। (রক্ষকগণের প্রতি) দেখ এই স্থান কলঙ্কিত হয়েছে—গঙ্গাজলের ছড়া দাও—এস আমরা সকলে স্নান ক'রে পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করে ফেলি।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কমলমেরু-গিরি-দুর্গস্থ প্রাসাদ-শালা।

প্রতাপ মন্ত্রী ও কতিপয় মিত্ররাজ আসীন।

মন্ত্রী। মহারাজ! আপনাকে চিন্তাযুক্ত দেখ্‌ছি কেন?

প্রতাপ। দেখ মন্ত্রি—পূজনীয় সঙ্গরণা ও আমি এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী যদি আর কেহই না থাকৃত—যদি উদয়সিংহের অস্তিত্বমাত্র না থাকৃত—তা হ'লে কখনই তুর্কেরা রাজস্থানের পবিত্র বক্ষে পদার্পণ কর্ত্তে পার্‌ত না।

মন্ত্রী। তা সত্য মহারাজ।

প্রতাপ। তিনিই চিতোরের বিজয়-লক্ষ্মীকে তুর্কের হস্তে বিসর্জ্জন দিয়েছেন—হা! সে চিতোর এখন বিধবা—স্বাধীনতার জন্মভূমি—বীরের জননী—সেই চিতোর এখন বিধবা! (উত্থান করিয়া ও কোষ হইতে অসি নিষ্কোষিত করিয়া) রাজপুতগণ!—তরবাল হস্তে এস আমরা সকলে শপথ করি—যত দিন না চিতোরের অস্তমান গৌরবকে পুনরুদ্ধার কর্‌তে পারি—তত দিন আমরা ও আমাদের উত্তরাধিকারিগণ একটিও বিলাস সামগ্রী ব্যবহার করব না - রজত ও কাঞ্চন পাত্র সকল দূরে নিক্ষেপ ক'রে তার পরিবর্ত্তে বৃক্ষ পত্র ব্যব-

হার কর্‌ব—আমাদের শ্মশ্রুতে আর ক্ষুর-স্পর্শ কর্‌ব না—আর শুষ্ক তৃণ-শয্যায় আমরা শয়ন কর্‌ব।

অন্য রাজপুতগণ। এই তলবারি স্পর্শে আমরা শপথ করলেম—তার অন্যথা হবে না।

মন্ত্রী। মহারাজ! মারবারের রাজা, অম্বরের রাজা প্রভৃতি প্রধান প্রধান সকল রাজাই তুর্কের নিকট আপনার কন্যা ভগিনী বিক্রয় করেছে—কেবল এই দশহাজার রাজপুত পর্ব্বতের ন্যায় অটল আছেন।

প্রতাপ। সে ক্ষত্রিয়াধমদের নাম মুখেও এন না—তাদের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নাই। দেখ মন্ত্রি, এইরূপ ঘোষণা করে দেও যে আজ থেকে, কি যুদ্ধ-যাত্রায়—কি বিবাহ-যাত্রায় বিজয়-দুন্দুভি অগ্রবর্ত্তী না হয়ে যেন পশ্চাতে থাকে। আরও, সমস্ত প্রজাদের নিকট এই ঘোষণা প্রচার কর, যত দিন চিতোর উদ্ধার না হয় তত দিন যেন তারা অবিলম্বে মেবারের সমভূমি পরিত্যাগ করে এই সকল পর্ব্বত-প্রদেশে এসে বাস করে। বুনাস্ ও বেরিস নদীর মধ্যবর্ত্তী সমস্ত উর্ব্বর প্রদেশ যেন অরণ্যে পরিণত হয়—ব্যাঘ্র ভল্লূক শিবা যেন দিবসেই সেখানে নির্ভয়ে বিচরণ করে——রাজপথ সকল তৃণাচ্ছাদিত হয়ে যেন একবারে বিলুপ্ত-চিহ্ন হয়, ও সেখানে যেন ভীষণ বিষাক্ত সর্প-সকল নিরন্তর ফণা বিস্তার করে থাকে। নন্দন-কানন মরুভূমিতে পরিণত হোক্, জনপূর্ণ লোকালয় শ্মশানে পরিণত হোক্, দীপমালা-উজ্জ্বলিত নগর উপনগর দীপশূন্য হোক্, শত্রুর চির-আশা চিরকালের জন্য উন্মূলিত হোক্!

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে মহারাজ, আমি এখনি ঘোষণা করে দিচ্ছি।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

দিল্লির প্রাসাদ।

আকবর সা—মারোয়ারের রাজা—পৃথ্বীসিংহ প্রভৃতি রাজপুতগণ ও মহব্বত খাঁ আসীন।

রক্ষকের প্রবেশ।

আকবর। রাজপুত বীরগণ! তোমরাই আমার রাজ্যের স্তম্ভ ও অলঙ্কার স্বরূপ।

মারোয়ারের রাজা। সে বাদসার অনুগ্রহ।

রক্ষক। হজুর—মহারাজ মানসিংহ দ্বারে উপস্থিত।

আকবর। তিনি আসুন।

মানসিংহের প্রবেশ।

আকবর। (অল্প উত্থান করিয়া মানসিংহের হস্ত ধারণ-পূর্ব্বক স্বীয় দক্ষিণ দিকে উপবেশন করিতে ইঙ্গিত) এই রাজপুত-বীরের বাহুবলে আমি অর্দ্ধেক রাজ্য জয় করেছি।

মান। সে বাদসার প্রতাপে—এ দাসের বাহুবলে নয়।

আকবর। মহারাজ মানসিংহ, সোলাপুরের খবর কি?

মান। শাহেন্‌-শার শ্রীচরণ-প্রসাদে যুদ্ধে জয় লাভ হয়েছে।

আকবর। আমি বড় সন্তুষ্ট হলেম। কিন্তু আশ্চর্য্য হলেম না—কারণ আমি বিলক্ষণ জানি যেখানে মানসিংহ সেই খানেই বিজয়-লক্ষ্মী—কিন্তু মহারাজ মানসিংহ—তোমাকে আজ ম্লান দেখ্‌ছি কেন?—যুদ্ধে জয় লাভ ক'রে কোথায় উৎফুল্ল হবে না বিষণ্ণ?—

মান। শাহেন্‌-শা, বিষাদের কারণ আছে। মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ আমাকে অত্যন্ত অপমান করেছে—

আকবর। কি! মানসিংহের অপমান?

মান। শাহেন্‌-শা!—আমি সোলাপুর থেকে আস্‌বার সময়—রাণাকে বলে পাঠিয়েছিলেম যে আমি উদয়-সাগরের তীরে তাঁর আতিথ্য গ্রহণ কর্‌ব—কিন্তু তিনি ভোজনের সময় স্বয়ং না এসে তাঁর পুত্রকে পাঠালেন—আর এতদূর স্পর্দ্ধা, তিনি নিজে এসে বল্লেন—যে "যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে—তার সঙ্গে সূর্য্যবংশীয় রাণা কখনই একত্র আহার-স্থানে উপবেশন কর্‌তে পারে না।"

আকবর। কি! এতদূর স্পর্দ্ধা?—মহারাজ মানসিংহের অপমান?—এখনি, মহারাজ, সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত ক'রে সেই গর্ব্বিত বর্ব্বরকে সমুচিত শিক্ষা দাও——আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব করো না——যাও——

মানঁ। শাহেন শা—আমি তাঁকে এই কথা বলে এসেছি, "আমি যদি তাঁর দর্প চূর্ণ কর্‌তে না পারি তো আমার নাম মানসিংহ নয়।"

আকবর। মানসিংহের উপযুক্ত কথাই হয়েছে।

উদয়। বাদসাহের ঘরে বিবাহ দেওয়া তো পরম সৌভাগ্য—প্রতাপ আমাদের চেয়ে বড় কিসে?—কুলে, শীলে, মানে, ঐশ্বর্য্যে, কিসে বড়—যে তাঁর এত অহঙ্কার?——

অন্যান্য পতিত রাজপুত। ওঃ ভারি অহঙ্কার দেখ্‌চি।

আক্‌বর। দেখো, মহারাজ, শীঘ্রই সে অহঙ্কার চূর্ণ হবে——শীঘ্রই তাঁর রাজ্য ছার্‌খার হবে——শীঘ্রই তাঁকে আমার সিংহাসন-সমীপে নতশির দেখ্‌বে। মহারাজ মানসিংহ—মহব্বত খাঁ!—এখনি সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত কর। এ ক্ষুদ্র যুদ্ধে আমার যাবার প্রয়োজন নাই—আমার পুত্র সেলিম গেলেই যথেষ্ট হবে।

মানসিংহ ও মহব্বৎ খাঁ। যে আজ্ঞা—আমরা সৈন্য-সামন্ত সজ্জিত কত্তে চল্লেম।

(মানসিংহের প্রস্থান)

আক্‌বর। (স্বগত) রাজপুতদিগের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে আমাদের সিংহাসন অটল কর্‌ব মনে করেছিলেম—আমার সে রাজনৈতিক অভিসন্ধি অনেক পরিমাণে সিদ্ধও হয়েছে—কিন্তু প্রতাপসিংহ দেখ্‌ছি সেই সব পুরাতন হিন্দু কুসংস্কার আবার উদ্দীপন করে দিচ্চেন, আবার সেই চিরন্তন জাতি-বৈরিতা উত্তেজিত

করে দিচ্চেন। তাঁকে দমন না করলে আমার এই রাজ-নৈতিক অভি-সন্ধি একেবারে বিফল হবে। (প্রকাশ্যে) চল—চল—আমি সৈন্যদের স্বয়ং পরিদর্শন করব।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

মেবারের সমভূমি-প্রদেশস্থ একটি গ্রাম।

গ্রাম্যদিগের কুটীর এবং গ্রাম্য পথ।

দুই জন গ্রাম্য ভদ্রলোকের প্রবেশ।

১ গ্রাম্য। শুনেছেন মহাশয়, আমাদের চাস্ বাস্ বাড়ি ঘর-দোর ফেলে পাহাড়ে গিয়ে বাস করতে হবে?

২ গ্রাম্য। হাঁ মশায় শুনেছি। মুসলমানেরা যাতে এই সমস্ত উর্ব্বর প্রদেশ মরুভূমি দেখে ব্যর্থ-মনোরথ হয়, তাই শুনচি রাণা এই হুকুম দিয়েছেন।

১ গ্রাম্য।—রাণার হুকুম শিরোধার্য্য!———তিনি যেখানে

যেতে বল্‌বেন আমরা সেই খানেই যাব—তিনি আমাদের পিতৃতুল্য পূজনীয়।

২ গ্রাম্য। মারবারের রাজা প্রভৃতি সকলেই মুসলমানের নিকট নতশির হয়েছে, কিন্তু আমাদের রাণা অটল। মৃত্যুকালে উদয়সিংহ জ্যেষ্ঠাধিকারের নিয়ম অতিক্রম ক'রে তাঁর যে প্রিয়পুত্র জগমলকে আপনার উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচন করেছিলেন, তিনি যদি সিংহাসনে উঠ্‌তেন তা হলে এত দিন কি হত বলা যায় না। উদয়সিংহ যেমন কাপুরুষ তাঁর প্রিয় পুত্রও যে সেইরূপ হ'ত, তা বেশ বোধ হয়।

১ গ্রাম্য। তবে জগমলের স্থানে কি ক'রে প্রতাপসিংহ সিংহাসনে উঠ্‌লেন?

২ গ্রাম্য। ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে উদয়সিংহের মৃত্যু হলে তাঁর অন্যান্য পুত্র ও সম্ভ্রান্ত কুটুম্বেরা তাঁর অগ্নি-সংস্কার কর্‌তে যান—এদিকে উদয়পুরের অভিনব রাজধানীতে জগমল সিংহাসন অধিকার কর্‌লেন। একদিকে তুরী-ভেরী-রব হচ্চে—ভাটেরা জগমলের রাজমহিমা ঘোষণা ক'রে "মহারাজ চিরজীবী হোন্" বলে আশীর্ব্বাদ কচ্চে—ওদিকে উদয়সিংহের মৃত দেহের চতুষ্পার্শ্বে, রাজপুতানার প্রধানদিগের মধ্যে একটা পরামর্শ বসে গেছে। উদয়সিংহ যে শনিগড়ার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, তাঁর গর্ভে প্রতাপসিংহের জন্ম—তিনিই জ্যেষ্ঠ পুত্র। শনিগড়ার রাজকুমারীর ভাই ঝালোররাও—তাঁর ভাগ্নে প্রতাপের স্বত্ব সমর্থন

কর্‌বার জন্য মেবারের পুরাতন প্রধান মন্ত্রী রাবৎকৃষ্ণকে বল্লেন যে এ অন্যায় কার্য্যে তিনি কিরূপে সম্মতি দিলেন ?

১ গ্রাম্য। তাতে রাবৎকৃষ্ণ কি বল্লেন ?

২ গ্রাম্য। রাবৎকৃষ্ণ বল্লেন যে—রোগী যদি অন্তিম দশায় দুগ্ধপান কত্তে চায়—তো কেন তাকে বারণ করা ? তোমার ভাগিনেয় প্রতাপসিংহই আমার মনোনীত উত্তরাধিকারী—আমি তাঁরই পক্ষ অবলম্বন কর্‌ব।

১ গ্রাম্য।—তার পর ?

২ গ্রাম্য। তার পর—এদিকে জগমল সভা-গৃহে প্রবেশ করেছেন—ওদিকে প্রতাপসিংহের প্রস্থানের জন্য ঘোড়া প্রস্তুত—এমন সময় রাবৎকৃষ্ণ ও গোয়ালিয়রের পূর্ব্বতন রাজকুমার সেখানে উপস্থিত হলেন।

১ গ্রাম্য। রাবৎকৃষ্ণ কি কল্লেন ?

২ গ্রাম্য। জগমলের এক্‌হাত রাবৎকৃষ্ণ ও আর এক হাত গোয়ালিয়ারের রাজকুমার ধ'রে তাঁকে গদি থেকে আস্তে আস্তে নাবিয়ে গদির সামনের এক আসনে বসালেন, আর রাবৎকৃষ্ণ তাঁকে এই কথা বল্লেন যে, "আপনার ভ্রম হয়েছিল মহারাজ, ও আপনার ভ্রাতার আসন।" এই কথা বলেই তিনি দস্তুরমত একটা তরবার মাটিতে তিনবার স্পর্শ ক'রে সেই তরবার প্রতাপসিংহের কোমরে বেঁধে দিলেন—বেঁধে দিয়ে বল্লেন "মহারাজ প্রতাপসিংহ আপনিই মেবারের অধিপতি, আপনাকে আমরা অভিবাদন করি।"

১ গ্রাম্য। আচ্ছা মহাশয়—প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্ত-সিংহ না কি নির্ব্বাসিত হয়েছেন ?

২ গ্রাম্য। আজ্ঞে হাঁ, তিনি নির্ব্বাসিত হয়েছেন—তাতে প্রতাপ সিংহের একটু অন্যায় হয়েছিল।

১ গ্রাম্য। কিরূপ অন্যায় ?

২ গ্রাম্য। প্রতাপসিংহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হবার পরেই বল্লেন যে,—"আজ 'আহিরিয়া' উৎসব-দিন—পুরাতন প্রথা ভোলা উচিত নয়, এস আমরা সবাই অশ্বারোহী হয়ে শীকারে বহির্গত হই, ভগবতী গৌরীর নিকট বরাহ বলি দিয়ে আগামী বৎসরের ফলা-ফল নির্ণয় করি"—এই বলে সবাই শীকারে যাত্রা কল্লেন। শক্ত-সিংহ সেই সঙ্গে গেলেন।

১ গ্রাম্য। তার পর ?

২ গ্রাম্য। তার পর—শীকার কর্‌তে কর্‌তে দুই ভ্রাতায় বিবাদ উপস্থিত হল—বর্ষাঘাতে একটা বরাহ বিদ্ধ হওয়ায় একজন বল্লেন আমার আঘাতেই বরাহ নিহত হয়েছে—আর এক জন বল্লেন—আমার আঘাতেই প্রাণত্যাগ করে—এই নিয়ে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হল। প্রতাপসিংহ ক্রোধে অন্ধ হয়ে বল্লেন—দেখ শক্তসিংহ, ঐ বৃহৎ বরাহ বিদ্ধ করা তোমার ন্যায় দুর্ব্বলবাহুর কর্ম্ম নয়। শক্তসিংহ ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে বল্লেন—আচ্ছা মহারাজ কে দুর্ব্বল-বাহু দ্বন্দ্বযুদ্ধে তার পরীক্ষা হোক্‌ প্রতাপসিংহ বল্লেন আচ্ছা এস——

১ গ্রাম্য। কি সর্ব্বনাশ!

২ গ্রাম্য। তার পর—যুদ্ধভূমিতে পরিক্রমণ কর্‌তে কর্‌তে যখন উভয়ই উভয়ের প্রতি বর্ষা লক্ষ্য কচ্চেন—এমন সময় রাজ-পুরোহিত তাঁদের উভয়ের মধ্যে গিয়ে বল্লেন—মহারাজ! নিরস্ত হোন্—নিরস্ত হোন্—আমি অনুনয় কচ্চি, বংশ-লক্ষ্মীকে উৎসন্ন দেবেন না—কিন্তু সে কথা কে শুনে—কেহই নিরস্ত হবার নয়———

১ গ্রাম্য। কি আশ্চর্য্য, পুরোহিতের কথাতেও নিরস্ত হলেন না?

২ গ্রাম্য। তার পর—যখন উভয়ের বর্ষা উভয়ের শরীরে সাঙ্ঘাতিক আঘাত দেবার জন্য উদ্যত হয়েছে—পুরোহিত যখন তা নিবারণের আর কোনও উপায় দেখ্‌তে পেলেন না, তখন তিনি তাঁর ছোরা বের করে আপনার বুকে বসিয়ে যোদ্ধৃদ্বয়ের মধ্যে গিয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌লেন।

১ গ্রাম্য। কি ভয়ানক!—কি ভয়ানক!—

২ গ্রাম্য। এই ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হওয়াতে—তাঁরা ক্রোধান্ধ হয়ে পরস্পরের প্রতি যে বর্ষা লক্ষ্য করেছিলেন, তা হতে উভয়ই নিরস্ত হলেন——

১ গ্রাম্য। তবু রক্ষে! তার পর মশায়?

২ গ্রাম্য। তার পর প্রতাপ হস্ত দ্বারা ইঙ্গিত করে বল্লেন "আমার রাজ্য হতে প্রস্থান কর"——শক্ত সিংহ "সময়ে প্রতিশোধ" এই কথাটি মাত্র বলে অভিবাদন-ছলে মস্তক ঈষৎ অবনত করে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কল্লেন।

১ গ্রাম্য। প্রস্থান ক'রে কোথায় গেলেন ?

২ গ্রাম্য। শুন্‌চি তিনি প্রতিশোধ নেবার জন্য আক্‌বরের আশ্রয় নিয়েছেন।

১ গ্রাম্য। তবেই তো দেখ্‌ছি সর্ব্বনাশ। ঘর-শত্রু বিষম শত্রু—বিভীষণের দ্বারাই তো লঙ্কা ছারখার হয়।

২ গ্রাম্য। তার সন্দেহ কি।

১ গ্রাম্য। যাই হোক্‌, শক্ত সিংহকে দুর্ব্বলবাহু বলায় প্রতাপ সিংহের অন্যায় হয়েছিল।

২ গ্রাম্য। অন্যায় হয়েছিল বৈ কি—শক্ত সিংহ সাহস ও বীর্য্যে প্রতাপসিংহের তো কোন অংশেই ন্যূন নন। আমি গল্প শুনেছি——যখন শক্তসিংহ অতি শিশু ছিলেন, তখন একজন অস্ত্রকার একটা নূতন ছোরা বিক্রয় কর্‌বার জন্য উদয়সিংহের নিকট আনে—শিশু শক্ত রাণাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন "এ কি হাড় মাংস কাট্‌বার জন্য" ? এই বলে তিনি নিজ হস্তের উপর পরীক্ষা করেন - ঝর্‌ঝর করে রক্ত পড়্‌তে লাগ্‌ল কিন্তু শক্ত-সিংহ আদপে বিচলিত হলেন না।

১ গ্রাম্য। উঃ কি আশ্চর্য্য! কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সাহসিকতা—এই বীরত্ব অবশেষে কি না স্বদেশের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হল। এখন যাই মহাশয় –পাহাড়ে উঠে যাবার উদ্যোগ করিগে।

২ গ্রাম্য। আমিও মহাশয় চল্লেম।

(উভয়ের প্রস্থান)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কমলমেরুর গিরি-দুর্গস্থ রাজ-ভবন।

প্রতাপসিংহ ও রাজমহিষী।

মহিষী। মহারাজ! শুধু শুধু কেন কষ্ট ভোগ কচ্চ? যে চির কাল সুখের কোলে পালিত হয়েছে—তার কি এ সব সহ্য হয়!—তোমাকে যখন খড়ের বিছানায় শুতে দেখি—পাতার পাত্রে আহার কত্তে দেখি, তখন মহারাজ আমার প্রাণটা যেন ফেটে যায়।

প্রতাপ। দেখ মহিষি—এ সব অভ্যাস করা ভাল—পৃথিবীতে সকলি অস্থির। সসাগরা পৃথিবীর অধিপতি ও নিসম্বল পথের ভিকারী—এ উভয়ের মধ্যে অল্পই ব্যবধান। সকলেই অদৃষ্টের অধীন। আজ যে সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, কাল হয়তো সে পথের ভিকারী—আজ যে পথের ভিকারী, কাল সে রাজরাজেশ্বর।—বিশেষতঃ বিলাসই আমাদের সর্ব্বনাশের মূল—বিলাসেই আমরা উৎসন্ন যাই—বিলাসকে বিষবৎ পরিত্যাগ করাই উচিত।

মহিষী। কিন্তু মহারাজ সৌভাগ্য-লক্ষ্মী যত দিন প্রসন্ন থাকেন, তত দিন কৃতজ্ঞ হয়ে তাঁর প্রসাদ কি ভোগ করা উচিত নয়?

প্রতাপ। কি বল্লে মহিষি—সৌভাগ্য-লক্ষ্মী? সৌভাগ্য-লক্ষ্মী কি আর আছে?—সৌভাগ্য-লক্ষ্মী অনেক দিন যে চিতোর পরিত্যাগ

করেছেন তা কি তুমি জান না?—হা! যে অশুভ দিনে চিতোর মুসলমানের হস্তগত হয়েছে, সেই অবধি লক্ষ্মী আমাদের পরিত্যাগ করেছেন। আর এখন আমাদের কি আছে?—চিতোরের যখন স্বাধীনতা গেছে তখন সকলই গেছে - (উঠিয়া) যে চিতোর পূজনীয় বাপ্পারাওর স্থাপিত—যে চিতোর আমার পূর্ব্ব-পুরুষের বাসস্থান—যে চিতোর স্বাধীনতার লীলা-স্থল—সে চিতোর যখন গেছে, তখন আর আমাদের কি আছে?—মহিষি, তোমরা স্ত্রীলোক, তোমরা বস্ত্র অলঙ্কার ধন ধান্যকেই লক্ষ্মী বলে জ্ঞান কর—কিন্তু তোমরা জান না স্বাধীনতাই সৌভাগ্যের প্রাণ——স্বাধীনতাই ——

মহিষী। মহারাজ—ক্ষান্ত হও—আমি তোমার সঙ্গে যে কথাই কইতে যাই, তারই মধ্যে থেকে তুমি চিতোরের কথা এনে ফেল—মনে এত উদ্বেগ হলে কি কখন শরীর থাকে? রাত্রিতে স্বপনেও "চিতোর—চিতোর" করে ওঠ—শরীর অপারগ হলে কি করে চিতোর উদ্ধার করবে বল দিকি? ও কথা এখন থাক্—অশ্রুমতীর বিবাহের কি কচ্চ মহারাজ?

প্রতাপ। তোমাদের ঐ এক কথা—কেবল বিবাহ—বিবাহ—বিবাহের কথা পেলে আর কিছুই তোমরা চাও না।—বিবাহ! এই কি বিবাহের সময়?—এখন চতুর্দ্দিকে বিবাদ-বিসম্বাদ—কখন মুসলমানেরা আসে তার ঠিক নেই—এখন ক্রমাগত যুদ্ধের আয়োজন কত্তে হচ্চে—এখন ও-সব চিন্তা কি মনে স্থান পায়?—তাতে এত অল্প বয়স—

মহিষী। এই জন্যই আরও মহারাজ বিবাহের শীঘ্র একটা স্থির করা উচিত। যুদ্ধের সময় কার কি দশা হয় বল্‌তে তো পারা যায় না—মেয়েটীর বিবাহ দেখে যেতে পাল্লেই আমরা নিশ্চিন্ত হই। আমার ইচ্ছে মহারাজ, বিকানিয়ার-রাজকুমার পৃথ্বীরাজের সঙ্গে এই বেলা সম্বন্ধ করে রাখি। পৃথ্বীরাজ যেমন বীর তেমনি আবার একজন প্রসিদ্ধ কবি। আর তোমার উপর তার যার পর নাই শ্রদ্ধা ভক্তি আছে।

প্রতাপ। ও শ্রদ্ধা ভক্তির উপর কিছুই বিশ্বাস নেই—কে এখন মুসলমানদের সঙ্গে যোগ দেয়—কে না দেয়, তার এখন কিছুই স্থিরতা নেই। মুসলমানদের উৎকোচের প্রলোভন অতিক্রম করতে পারে, দুঃখের বিষয় এমন বিশুদ্ধ-রক্ত রাজপুত অতি অল্পই আছে। মেবারের রাজার অম্বরের রাজার বিষবৎ দৃষ্টান্ত রাজপুতদের প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যেই সংক্রমিত হচ্চে। এমন কি, সেই কুলাঙ্গার—সেই পাষণ্ড শক্ত-সিংহও শুন্‌চি না কি তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। দিক্ তাতে ক্ষতি নাই—ভাই বন্ধু সকলি, এমন কি আমার পুত্র অমরসিংহও যদি মুসল-মানদের পদানত হয়—তবু প্রতাপসিংহ এই কমলমেরু-গিরির ন্যায় অটল থাক্‌বে। তার মাথার একটি কেশও বিচলিত কর্‌তে পার্‌বে না।

মহিষী। কিন্তু মহারাজ তোমার আদেশেই তো শক্তসিংহ দেশ হ'তে নির্ব্বাসিত হয়েছেন?—

প্রতাপ। ভায়ে ভায়ে যতই শত্রুতা হোক্ না কেন—দেশ-বৈরীর বিরুদ্ধে কি সকল ভ্রাতার তলবার একত্র হবে না?—যাক্, তার কথা

আর বোলো না। সে প্রতিশোধ নেবে বলে আমাকে শাসিয়ে গেছে—দেখা যাক্ কি প্রতিশোধ নেয়।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাজ!—একজন চর এসে এই মাত্র সম্বাদ দিলে, মুসলমানেরা অতি নিকটে এসেছে—আরাবল্লি পর্ব্বতের নিকটেই শিবির সন্নিবেশ করেছে।

প্রতাপ। এসেছে?—চল চল - সবাইকে প্রস্তুত হতে বল—সেই দেশ-দ্রোহী মানসিংহের রক্তে এই অসি ধৌত কর্‌বার অবসর হয়েছে - চল।

(বেগে প্রস্থান, পরে সকলের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

আরাবল্লি পর্ব্বতের উপত্যকায়

সেলিমের শিবির।

মানসিংহ ও ফরিদ খাঁর প্রবেশ।

মান। দেখ ফরিদ, প্রতাপসিংহের কন্যাকে বন্দী করবার জন্য, আমি তিন চার দল সৈন্য আরাবল্লি পর্ব্বতের পৃথক পৃথক্ পথে

পাঠিয়েছি, তুমিও কতকগুলি সেনার নেতা হয়ে আর এক দিকে যাও। যে দল তাকে হরণ করে নিয়ে আস্‌তে পারবে, তার নেতাই সেই কন্যা-রত্নের অধিকারী হবে। বুঝ্‌লে?—

ফরিদ। আজ্ঞা হাঁ বুঝেছি—কিন্তু (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে)

মান। কিন্তু আবার কি?—তোমার এখন যুবা বয়েস—বিবাহ হয় নি—এখনও কিন্তু?

ফরিদ। আমি তবে পষ্ট কথা বলি মহাশয়—তিনি রাণার মেয়ে এই মাত্র যদি তাঁর সুপারিস্ হয়—তা হলে মহাশয় আমি এত পরিশ্রমে রাজি নই। তবে এম্নি আমাকে হুকুম দেন—আমি এখনি যাচ্চি। রাণার মেয়েকে বিবাহ ক'রে যে আমার মান বৃদ্ধি করব আমি এমন প্রত্যাশা রাখি নে—গরিব মানুষ রাজরাজড়ার মেয়েকে ঘাড়ে করে শেষকালে কি মারা যাব?

মান। বুঝিচি—তুমি মনে কচ্চ—রাণার মেয়ে হলে কি হয়—রাণার মেয়ে কি কুৎসিৎ হতে নেই? কিন্তু ফরিদ তোমাকে আমি বল্‌চি কি—অমন কন্যা-রত্ন তুমি কখন চক্ষে দেখ নি—আর কোন নেতা যদি তোমার আগে তাকে নিয়ে আস্‌তে পারে তাহ'লে তখন তোমার নিশ্চয়ই আপ্‌শোশ্ হবে—এই বেলা যাও আর বিলম্ব ক'র না।

ফরিদ। অমন সুন্দরীকে আর একজন আমার আগে নিয়ে আস্‌বে? বলেন কি মহাশয়? আমি এখনি যাচ্চি—ওকথা জান্‌লে কি আমি তিলার্দ্ধ দেরি করি? দেখি এখন আমার অদৃষ্টে কি হয়।

(ফরিদের প্রস্থান।)

মান। (স্বগত) "যে রাজপুত আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করেছে, সূর্য্যবংশীয় রাণা তার সঙ্গে কখনই একত্র আহার-স্থানে উপবেশন কর্‌তে পারে না"—কি দর্প! কি অহঙ্কার!—প্রতাপের এ দর্প আমার চূর্ণ কর্‌তেই হবে।—আমাদের কন্যা ভগিনী তো দিল্লির সম্রাট্‌কে দিয়েছি—আমি যদি পারি তো ওর কন্যাকে একজন সামান্য মুসলমানের হস্তে দিয়ে রাণার উন্নত মস্তক অবনত কর্‌ব। এখন দেখা যাক্ কতদুর সফল হই।

পৃথ্বীরাজ ও শক্তসিংহের প্রবেশ।

মান। মহাশয়! আপনাদের দুজনকে সারাদিন এত বিষণ্ণ দেখি কেন?—কারও সঙ্গে বড় কথা কন না, একলা একলা এদিক্ ওদিক বেড়ান্—এখন যুদ্ধের সময়—এখন কি বিমর্ষ হলে চলে?—আপনাদের রহস্য-ভেদ করা বড়ই কঠিন দেখ্‌চি।

পৃথ্বী। মহাশয় এ রহস্য অতি সহজ। দাসত্বে এখনও আমরা ভাল ক'রে অভ্যস্ত হই নি। এখনও আমাদের হীন অবস্থা উপলব্ধি করে কষ্ট পাচ্চি।

মান। আচ্ছা—ভাল—আর কিছুদিন যাক্—তার পরে কিছু মনে হবে না—আমারও এক সময় ও-রকম হয়েছিল।

(মানসিংহের প্রস্থান)

পৃথ্বী। আঃ ওটা গেল—বাঁচা গেল। দেখ শক্তসিংহ—প্রতাপকে ধন্য বল্‌তে হবে—আক্‌বর শা রাণাকে এত প্রলোভন দেখালে—এত

ভয় দেখালে—কিছুতেই তাঁকে নত কর্‌তে পারলে না, আর বোধ হয় পার্‌বেও না—আমার রাজ্য গেছে—সব গেছে, আমি আর প্রতাপকে কি করে সাহায্য করব—আমার এখন এক কবিতা মাত্র সম্বল, মাঝে মাঝে আমি গোপনে তাঁকে কবিতা লিখে উৎসাহিত কর্‌বার জন্য চেষ্টা করি এই মাত্র—দেখ শক্তসিংহ তাঁর সঙ্গে কোন্ কাযে তোমার একটু মনান্তর হয়েছিল বলে তুমি কি চিরকাল তা মনে করে রাখ্‌বে? তুমি যাও—এই সময় গিয়ে তোমার ভ্রাতাকে সাহায্য কর।

শক্তসিংহ। তাঁর রাজ্যে পদার্পণ কর্‌তে আমার নিষেধ—আমি বিদ্রোহী!—আমি দেশ-বৈরী—আমি তাঁর শত্রু ——

পৃথ্বী। দেখ শক্তসিংহ, ও-সব কথা এখন ভুলে যাও। ভায়ে ভায়ে কখন কখন একটু-আধটু মনান্তর হতে পারে, কিন্তু তাই বলে কি তা চিরকাল মনে-মনে পোষণ করে রাখা উচিত? প্রতিশোধ-লালসা কি তোমার মনে চির-জাগরুক থাক্‌বে?

শক্ত। পৃথ্বীরাজ, তুমি তো সমস্তই আনুপূর্ব্বিক শুনেছ, আমি কি কোন অপরাধ করেছিলেম? তিনিই কি প্রথমে আমার অপমান করেন নি? যাক্ ও-সব কথা আর তুলে কাজ নেই—আমি চল্লেম।

(শক্তসিংহের প্রস্থান)

পৃথ্বী। এ শত্রুতা দেখ্‌ছি বিষম বদ্ধমূল হয়েছে, কিছুতেই যাবার নয়, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, এই সময়ে কি না গৃহ-বিচ্ছেদ!

(পৃথ্বীরাজের প্রস্থান)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

আরাবল্লি পর্ব্বতস্থ হল্‌দি ঘাটের গিরি-পথ, সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে প্রতাপ সিংহ দণ্ডায়মান, ছত্রধারী প্রতাপ সিংহের মস্তকের উপর ছত্রধারণ— পর্ব্বতের উপর ভীলসৈন্য।

সৈন্যগণ। জয় মহারাজের জয়! জয় প্রতাপসিংহের জয়! জয় মেবারের জয়!

প্রতাপ। রাজপুতগণ! তোমাদের অধিক আর কি ব'ল্‌ব— দেখ' যেন আজকের যুদ্ধে মাতৃ-দুগ্ধ কলঙ্কিত না হয়।

সৈন্যগণ। আজ আমরা যুদ্ধে প্রাণ দেব—চিতোরের গৌরব রক্ষা কর্‌ব - মুসলমান-রক্তে আমাদের অসির জ্বলন্ত পিপাসা শান্তি কর্‌ব - (রাজপুতদিগের যুদ্ধ-চিৎকার, দূরে মুসলমানদিগের কলরব)

প্রতাপ। ঐ মুসলমানেরা আস্‌চে—এগোও এগোও—

মুসলমান সৈন্যগণের প্রবেশ।

মুসলমান সৈন্য। আল্লা হো আক্‌বর আল্লা হো আক্‌বর—

উভয় সৈন্য যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও রাজপুত সৈন্য সমভিব্যাহারে ঝালাপতি ও প্রতাপ-সিংহের অন্য দিক দিয়া পুনঃ প্রবেশ।

প্রতাপ। (অসি উদ্যত করিয়া) কৈ সে ক্ষত্রিয়াধম—রাজপুত-কলঙ্ক মানসিংহ কোথায়? কোথাও তো তাকে পাচ্চিনে—আঃ তার মুণ্ড যদি স্বহস্তে ছেদন কর্‌তে পারি, তবেই আমার হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়।

ঝালা-পতি। মহারাজ! রাজ-চিহ্ন ছত্র আপনার মস্তকের উপর থাক্‌লে আপনার উপর সকলেই লক্ষ্য কর্‌বার সুবিধা পাবে—মহা-রাজ, এই ছত্রের জন্য আপনার জীবন তিন-তিনবার সঙ্কটাপন্ন হয়েছে তা আপনি জানেন?—ছত্রটা নাবিয়ে রাখ্‌তে অনুমতি হোক্।

প্রতাপ। না ঝালা, ছত্র উত্থিত থাক্—আমি চাই যে এই চিহ্ন দেখে মানসিংহ আমার কাছে আসে—যদি সে কাপুরুষ না হয়, অব-শ্যই আস্‌বে—চল চল—যেখানে মানসিংহ সেই খানে চল।

(প্রতাপ সিংহের একদিক দিয়া প্রস্থান, ঝালাপতি মান্না ছত্রধারীর নিকট হইতে ছত্র কাড়িয়া লইয়া নিজ মস্তকে ধারণ ও মানসিংহ মুসলমান সৈন্য লইয়া অন্য দিক দিয়া প্রবেশ।)

মান। ঐ ছত্র-ঐ ছত্র!-ঐ প্রতাপ!-ঐ উদ্ধত প্রতাপ—এই নে—এই নে—মানসিংহের অবমাননার এই ফল—(মান্নার প্রতি বর্শাঘাত)

ঝালাপতি মান্নার বর্ষাঘাতে মৃত্যু।

মান। একি! এ কাকে মাল্লেম! আঃ আমার লক্ষ্য মিথ্যা হয়ে গেল—আমার প্রতিশোধ-পিপাসা তৃপ্ত হল না—চল সৈন্যগণ—প্রতাপ সিংহ যেখানে সেই খানে চল।

সসৈন্য মানসিংহের প্রস্থান এবং পৃথ্বীরাজ ও শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। দেখ পৃথ্বীরাজ, আমি দাদার সঙ্গে মনে করেছিলেম দেখা কর্‌ব—যেখানে তুমুল যুদ্ধ চল্‌চে, সেখান পর্য্যন্ত প্রবেশ করেছিলেম কিন্তু তাঁকে দেখ্‌তে পেলেম না। তুমি তাঁর কিছু খবর জান?

পৃথ্বী। আমি সেই দিক্ থেকেই আস্‌চি। আর ও-কথা কেন জিজ্ঞাসা কর—রাজপুতেরা পরাজিত হয়েছে।

শক্ত। রাজপুতেরা পরাজিত?—দাদা কোথায়?

পৃথ্বী। রাজপুতেরা পরাজিত বটে কিন্তু এমন বীরত্ব কেউ কখন দেখে নি। বিশ হাজার রাজপুত পঞ্চাশ হাজার বিপক্ষ সৈন্যের সঙ্গে কতক্ষণ যুদ্ধ কর্‌তে পারে বল—এই বিশ হাজারের মধ্যে আট হাজার রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছে—আর প্রতাপসিংহের কি বীরত্ব—তিনি মানসিংহকে খুঁজে না পেয়ে তলবারের দ্বারা পথ পরিষ্কার ক'রে যেখানে সেলিম নেতৃত্ব কচ্ছিলেন, অশ্ব-পৃষ্ঠে সেই খানে উপস্থিত হলেন—সেলিমের রক্ষকগণকে স্বহস্তে নিহত ক'রে সেলিমের উপর বর্ষা চালনা কল্লেন—কিন্তু সেলিমের হাওদা লোহার

পাতে সুরক্ষিত ছিল বলে সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন না হলে আক্‌বরের উত্তরাধিকারীর আর একটু হলেই মক্কা-প্রাপ্তি হচ্ছিল। সেলিমের উপর লক্ষ্য ব্যর্থ হলে, তিনি হাতির মাথার উপর নিজ ঘোড়ার পা চাপিয়ে দিয়ে মাহুতকে নিহত কর্‌লেন—মাহুত নিহত হলে হাতি নিরঙ্কুশ হয়ে সেলিমকে নিয়ে যে কোথায় পালাল তার ঠিক নেই।

শক্ত। তার পর?—তার পর?—দাদার কি হল?

পৃথ্বী। তার পর মোগল সৈন্যের সঙ্গে রাজপুতদের ঘোরতর যুদ্ধ হল। মোগলদের সঙ্গে অসংখ্য কামান—আর রাজপুতদের তলবার ভরসা, সুতরাং সমস্ত রাজপুত-সৈন্যই প্রায় বিনষ্ট হল—প্রতাপসিংহকে তখনও পরাঙ্মুখ না দেখে তাঁর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি বল্লেন যে, মহারাজ এখন আপনার শরীর রক্ষা করুন—এখন আমাদের সমস্তই গেছে, কোন আশা নাই—আপনি এখনি হত হবেন, অথচ হত হয়ে কোন ফল হবে না—আপনি যদি বেঁচে থাকেন তো ভবিষ্যতে আমাদের প্রতিশোধের আশা থাকে—এই রূপ অনেক ক'রে বলে তাঁর ঘোড়ার মুখ রণক্ষেত্রের অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন—ঘোড়া দ্রুতবেগে তাঁকে নিয়ে চলে গেল।

শক্ত। তিনি কি একা গেলেন, না তাঁর সঙ্গে আরও রক্ষক ছিল?

পৃথ্বী। একাকী—তাঁর সঙ্গে আর কেউ নেই।

শক্ত। একাকী?—কেউ সঙ্গে নেই?—একাকী?—এইতো তবে সময়——

পৃথ্বী। কি বল্লে শক্তসিংহ—"এইতো সময় ?"—কি ! এই সময় তুমি তাঁর প্রতিশোধ নেবে ?—ধিক্ তোমাকে—এই অসহায় অবস্থায় ——

দুইজন মোগল সেনার প্রবেশ।

শক্তসিংহ। কোথায় ?

সৈনিকদ্বয়। আমরা প্রতাপসিংহের অনুসরণে যাচ্চি—

শক্তসিংহ। দাঁড়াও আমি যাব।

সৈনিকদ্বয়। আপনার ঘোড়া প্রস্তুত আছে ত ?

শক্তসিংহ। হাঁ প্রস্তুত।

সৈনিকদ্বয়। তবে চলুন।

পৃথ্বীরাজ। তাঁর এ অসহায় অবস্থাতে তুমি প্রতিশোধ নিও না, নিও না। এমন অবীরোচিত কাজ করো না। তাতে তোমার কোন পৌরুষ নাই।

শক্তসিংহ। না পৃথ্বীরাজ—প্রতিশোধ অনিবার্য্য !

(সৈনিকদ্বয়ের সহিত শক্তসিংহের প্রস্থান।)

পৃথ্বী। শক্তসিংহ একটু দাঁড়াও—আমার কথা শোনো—যদি তুমি ওরূপ গর্হিত কার্য্য কর তো দেশ বিদেশে—রাজস্থানের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে ভাটেরা তোমার কলঙ্ক ঘোষণা করবে—তোমার

এই ভ্রাতৃ-দ্রোহ, তোমার এই কাপুরুষতা, আমার কবিতায়—আমার অনন্ত কবিতায় দেখো আমি নিশ্চয় তা হলে——

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করত প্রস্থান।)

পট পরিবর্ত্তন।

পর্ব্বতস্থ শিলাখণ্ডের উপর নির্ঝরের ধারে

প্রতাপসিংহ নিদ্রিত।

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্তসিংহ। (নিকটে গিয়া প্রতাপসিংহের শরীরে অস্ত্রাঘাত নিরীক্ষণ করত)—উঃ—অস্ত্রাঘাতে শরীর ক্ষত-বিক্ষত—বুকে ঐ বর্ষার তিনটে—গুলির একটা—আহা, এই আবার বাহুতে তলবারের তিনটে—এই সাতটা অস্ত্রাঘাত—কিন্তু কি গভীর, কি গভীর নিদ্রা!—যেন নিশ্চিন্ত হয়ে নিজ প্রাসাদে নিদ্রা যাচ্চেন।—ঐ যে, মোগল সৈনিক-দুজনও এসে পড়্‌ল—আর্য্য! এই আমার প্রতিশোধের সময়।

মোগল সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ।

সৈনিক-দ্বয়। ঐ যে প্রতাপসিং নিদ্রিত—এই বার বেশ সুবিধা হয়েছে ——

শক্তসিংহ। কি! সুবিধা হয়েছে?—প্রতাপসিংহ নিদ্রিত কিন্তু প্রতাপসিংহের ভ্রাতা জাগ্রৎ তা জানিস্? (অসি নিষ্কোষিত করিয়া আক্রমণ।)

সৈনিকদ্বয়। বিশ্বাসঘাতক্‌কে মার্—মার্—নেমক্-হারামকে মার্—

শক্তসিংহ। এই দেখ্—আজ এই যবন-ঘাতক হোয়ে বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত করি। (যুদ্ধ)

দুইজন সৈনিক একে একে নিহত হইয়া পতন ও প্রতাপসিংহের নিদ্রা ভঙ্গ।

প্রতাপ। (তলবারে হস্ত দিয়া ও উঠিয়া বসিয়া) (স্বগত) কিসের গোল?—দুইজন মোগল সৈনিকের মৃত দেহ-কে ওদের নিহত কর্‌লে?—আমার এই অসহায় অবস্থায় কে বন্ধুর ন্যায় কার্য কর্‌লে?—ও কে?-শক্তসিংহের মত দেখ্‌চি না?—(দণ্ডায়মান ও শক্তসিংহের আগমন) কি! শক্তসিংহ! তুমি?—

শক্তসিংহ। আজ্ঞা হাঁ আমি সেই নির্ব্বাসিত শক্তসিংহ।

প্রতাপ। কৈ শক্ত তোমার প্রতিশোধ কৈ?

শক্ত। প্রতিশোধ? (মৃত দেহদ্বয়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া) ঐ দেখুন মহারাজ আমার প্রতিশোধ!

প্রতাপ। কি! এই প্রতিশোধ?—আ!—শক্ত শক্ত ভাই—কি আর বল্‌ব—(কণ্ঠ-রোধ) এস এস যুগযুগান্তের পর আজ———

দুজনে আলিঙ্গন—ও শক্ত প্রতাপের পদধূলি গ্রহণ।

শক্ত। মহারাজ! আপনার ঘোড়া কৈ?

প্রতাপ। হা! আমার অনেক দিনের বন্ধু, যুদ্ধের সঙ্গী, বিপদের অংশভাগী, আমার প্রিয় অশ্ব "চৈতক" যুদ্ধে আমার ন্যায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে এই মাত্র প্রাণত্যাগ করেছে।

শক্ত। মহারাজ! এখনও বিপদের সম্ভাবনা—আমার ঘোড়া প্রস্তুত—সেই ঘোড়া নিয়ে আপনি প্রস্থান করুন—আমি সুবিধা পেলেই আপনার সঙ্গে আবার পুনরায় সাক্ষাৎ কর্‌ব—কিন্তু না—একটা কথা আমি বিস্মৃত হয়েছিলেম, আপনার রাজ্যে পদার্পণ করবার যে আমার অনুমতি নাই।

প্রতাপ। শক্ত! আর আমাকে লজ্জা দিও না।

শক্ত। মহারাজ আমি তবে চল্লেম—প্রণাম করি।

প্রতাপ। তোমার বীর-অসি অজেয় হোক্ এই আমার আশীর্ব্বাদ।

(উভয়ের প্রস্থান)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

আরাবল্লি পর্ব্বতের গুহা।

প্রতাপসিংহ ও রাজমহিষী।

প্রতাপ। আমি যে তোমাকে বলেছিলেম—সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর, আর নিঃসম্বল পথের ভিখারী—উভয়ের মধ্যে অতি অল্পই ব্যবধান—সে কথা কত দূর সত্য এখন মহিষি বুঝ্‌তে পাচ্চ?

মহিষী। আমাদের এত দূর দুর্দ্দশা হবে তা মহারাজ কখনও স্বপ্নেও ভাবি নি।

প্রতাপ। আমার আর কি আছে?—কমলমেরু, ধর্ম্মমতী, গগুণ্ডা প্রভৃতি মেবারের প্রধান প্রধান স্থান সমস্তই শত্রুর হস্তগত হয়েছে——রাজকোষ শূন্য—রাজপুত-রক্তে আরাবল্লি প্লাবিত—— রাজপুত-রাজ এখন পথের ভিখারী—ভিখারীরও অধম, ভিখারীরা ভিক্ষা ক'রেও তো নিজ পরিবারের ভরণ পোষণ কত্তে পারে, আমার

সে উপায়ও নাই—এখন বন্য পশুর ন্যায় তাড়িত হয়ে পর্ব্বতের গুহায় গুহায় আমাকে বেড়াতে হচ্চে। আমি পুরুষ মানুষ, আমি সব সহ্য কর্‌তে পারি, কিন্তু মহিষি উপবাসে তোমার মুখ যখন শুষ্ক দেখি, শিলাঘাতে তোমার কোমল পদদুটি যখন ক্ষত-বিক্ষত রক্তময় দেখি, বস্ত্রাভাবে শীতের ক্লেশে তোমাকে যখন থর্ থর্ ক'রে কাঁপ্‌তে দেখি, দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য্য-কিরণে যখন তোমার মুখ-খানি ঝলসিত দেখি, তখন আমার এমন যে কঠোর হৃদয় তাও শতধা বিদীর্ণ হয়ে যায়।

মহিষী। মহারাজ আমার জন্য কিছু চিন্তা করো না, কষ্টই স্ত্রীলোকের ভূষণ, কষ্টভোগ কর্‌বার জন্যই পৃথিবীতে আমাদের জন্ম—মহারাজ তোমরা পুরুষজাতি. তোমরা ইচ্ছা করে বিপদকে আলিঙ্গন কর, আমরা তা পারি নে সত্য কিন্তু বিপদে পড়্‌লে কি রকম করে সহ্য কর্‌তে হয়, সে বিষয়ে তোমাদেরও অনেক সময় আমরা শিক্ষা দিতে পারি। বীর্য্যে যদি তোমরা সূর্য্যের মত হও, ধৈর্য্যে আমরা পৃথিবীর সমান। আমার জন্য মহারাজ কিছু চিন্তা কর না। বিশেষতঃ তুমি কাছে থাক্‌লে আমার কিসের অভাব?—তুমি যেখানে আমার স্বর্গ সেখানে। আমার জন্য আমি কিছু ভাবি নে। তবে যখন ছেলেপিলেদের দেখি, ক্ষুধার জ্বালায় অধীর হয়ে কাঁদচে, ঘাসের চালে দুই চারি খানি রুটি তৈরি ক'রে তাও যখন তাদের টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে ভাগ করে দিতে হয়, আবার তাও যখন কোন কোন দিন তাদের মুখের গ্রাস থেকে বন-বিড়ালে লুফে নিয়ে যায়, তখন মায়ের প্রাণে যে কি

হয় তাঁ'মা ভিন্ন আর কেউ অনুভব কত্তে পারে না। মহারাজ তখন—তখন——

প্রতাপ। মহিষি তুমি স্ত্রীলোক, তোমার দুঃখ তো হবেই—সে দিন যখন আমার ছোট ছেলেটি রুটির টুক্‌রাটি মুখে দিতে দিতে একটা বন-বিড়াল এসে তার মুখের গ্রাস লুফে নিয়ে গেল—আর যখন তুমি ঘরে একটু খুদও পেলে না যাতে তার ক্ষুধা শান্তি হতে পারে, আর সে যখন অধীর হয়ে কাঁদ্‌তে লাগল, তখন—যে নেত্র প্রিয়তম পুত্রদের রণস্থলে হত দেখেও নিরশ্রু ছিল—অস্ত্রাঘাতে শরীর ক্ষত বিক্ষত হলেও যে নেত্র হতে এক বিন্দু অশ্রুবারি বিগলিত করতে পারি নি—সেই নেত্র, সেই মরুভূমি-সম শুষ্ক নেত্রও সেই সময় পর্ব্বতনির্ঝরের ন্যায় অজস্র অশ্রুবারি মোচন করেছিল—এমন কি, এক একবার মনে হচ্ছিল, দূর হোক্‌গে চিতোর থাক্—আক্‌বরকে বলে পাঠাই——না না, ও পাপচিন্তা মনেও আন্‌তে নাই—— (উঠিয়া) কি! আমি—বাপ্পারাওর বংশ-প্রসূত—সমরসিংহের বংশ-প্রসূত—সংগ্রামসিংহের বংশ-প্রসূত—আমি প্রতাপসিংহ—সূর্য্যবংশীয় রাণা প্রতাপসিংহ—কোন মর্ত্ত্য মানবের পদানত হব?—বিশেষত স্বাধীনতাপহারী মোগল-দস্যুর দাসত্ব স্বীকার কর্‌ব?——(করযোড়ে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া) ভগবান একলিঙ্গ! দেবদেব মহাদেব! মনে বল দাও—বল দাও—বল দাও—ও দুর্ম্মতি যেন না হয়!—ও দুর্দ্দশা যেন আমার কখন না হয়! (সজোরে একটা শিঙ্গা ফুৎকার করণ)

দুই চারিজন কারা-প্রদেশস্থ পর্ব্বতবাসী ভীল সম-
ভিব্যাহারে ভীল-পতি বৃদ্ধ মল্লুর লাটি হস্তে
কাঁপিতে কাঁপিতে প্রবেশ।

প্রতাপ। তোমরাই আমার এখন একমাত্র বিশ্বাসের স্থল—তোমাদের ভরসাতেই আমি স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে এই দুর্গম পর্ব্বত-গহ্বরে বাস কচ্চি—আমার মেয়েটি তো আর একটু হলেই মুসলমানদের হস্তগত হয়েছিল, ভাগ্যি তোমরা তাকে জবরার টিনখনিতে লুকিয়ে রেখেছিলে—কত দিন পরে আবার তাকে তোমাদের প্রসাদেই ফিরে পেলেম—তোমরাই ওর পিতা মাতার কাজ করেছ।—একি!—মল্লু যে!—তুমি বুড় মানুষ কেন এলে? তোমার ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেই তো হ'ত।

মল্লু। রাজা—মুই আসিছি কেন শুন্‌বি রাজা? মুই তোর মেয়্যাকে একবার দ্যাখ্‌তে আসিছি। দশ বরষ ধরে ওয়ারে হাতে করি মানুষ করেছি—একবার না দেখ্‌লে পরে মোর হিয়াটা কেমন কেমন করে—চার দিন হল তেহারে তোর হাতে সোঁপে গিছি রাজা—চার দিন ধ'রে মোর বাড়ির ম্যাই-যারা কছু পেটে ভাত দ্যায় নাই—তেহারে একবার ডাক রাজা———

প্রতাপ। অশ্রুমতি——অশ্রুমতি!——

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

প্রতাপ। তোমার প্রতিপালক ভীল-রাজ তোমাকে দেখ্‌তে এসেছেন।

(ভীল-রাজের নিকট গিয়া অশ্রুমতীর প্রণাম করণ)

মল্লু। ভাল আছিস্‌ বুড়ি ?

অশ্রু। ভাল আছি। হাম্বা ভাল আছে বুঢ়্‌ঢা দাদা ?

মল্লু। হাম্বা ভাল আছে, থ্যাম্বা ভাল আছে, তোর পাকে সবার আঁখ্‌ ঝুর্‌ছে বুড়ি। তুই মোর সাথে যাবি ?—উচ্ছেমুতী ?—ওহার নাম কি রাজা মোর মনে থাকে না—মোরা ওহারে "চেনি চেনি" করে ডাকি। কি ওহার নাম রাজা ?—উচ্ছ্যামুতী ?

প্রতাপ। ওর নাম অশ্রুমতী—চিতোর যে দিন মুসলমানের হস্তগত হয়, সেই দুর্দ্দিনে ওর জন্ম—তাই ওর নাম অশ্রুমতী রেখেছিলেম। ওঃ! প্রায় চোদ্দ বৎসর গত হয়ে গেল।

মল্লু। (পরিহাস-চ্ছলে)—রাজা! ও তোর মেইয়া নয়, ও মোদের মেইয়া—মোরে তুই দে—মুই লয়্যা যাই।—যাবি বুড়ি ?

অশ্রু। (ঈষৎ হাস্যের সহিত) যাব বুঢ়্‌ঢা দাদা।

মল্লু। রাজা, ও বল্‌ছে কি—হঃ-হঃ-হঃ—শুনিচিস্‌ রাজা—ও বল্‌ছে যাব—হঃ—হঃ—হঃ—(হাস্য)

রাজ-মহিষী। (সহাস্যে) তা, ও যাক্‌ না—ও আমাদের কুড়িয়ে পাওয়া মেয়ে বৈত নয়।

মল্লু। (সহাস্য ও বাৎসল্যভাবে) অচ্ছুমতি! তু কি ছে? রাজ-পুত্রি ছে, না ভীল্‌নি ছে?

অশ্রু। রাজপুত্রী কি বুঢ্‌ঢা দাদা? মু তো ভিল্‌নী ছো।

মল্লু। হঃ হঃ হঃ হঃ (হাস্য)—রাজা, ও বল্‌চে কি—মুই রাজ-পুত্রী নই—মুই ভিল্‌নী—হঃ হঃ হঃ হঃ ———

(সকলের হাস্য)

(অশ্রুমতী লজ্জিত হইয়া মাতার নিকট গমন) মা আমরা কি মা? আমরা কি সবাই ভীল্‌নি নই?

রাজমহিষী। আ অশ্রু—তাও তুই জানিস্‌নে?—আমরা সবাই যে রাজপুত।

প্রতাপ। মহিষি তুমি ওকে ভাল ক'রে শিখিও, যে সব কবিদের গাথাতে রাজপুত বীরত্বের গুণ-কীর্ত্তন ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ আছে, সেই সব গাথা ওর কণ্ঠস্থ করিয়ে দিও।

অশ্রুমতী। মুসলমান কারা বাবা?

প্রতাপ। সে তোমার মার কাছে সমস্ত শুন্‌তে পাবে।

মল্লু। হেথা ওর খেলার সাথি পায় না, তাই বড় দুঃক্ষে আছে—না রাজা?

প্রতাপ। হ্যাঁ প্রথম প্রথম বড়ই কেঁদে ছিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে যে রাজপুত বালিকাটী আছে, তার সঙ্গে ভাব হয়ে অবধি আর এখন বড় কাঁদে না—দুজনে খুব ভাব হয়েছে—এস ভীলগণ, আমরা পর্ব্বতের চারি দিক্‌টা একবার অন্বেষণ ক'রে আসি—

ভীলগণ। রাজা তোর পাকে মোরা সবাই পরাণ দিব—তুই কুচ্ছু ভাবিস্ না, কোথা যাবি রাজা চল্।

প্রতাপ। মহিষি সকলকে নিয়ে গুহার মধ্যে থেকো, আমরা এলেম বলে।

(ভীলদিগকে লইয়া প্রতাপসিংহের প্রস্থান)

মল্লু। (অশ্রুমতীর প্রতি) বাপ্পা মায়ের কোল পায়্যা মোদের ভুলিস্ না বুড়ি!

(মল্লুর প্রস্থান)

রাজমহিষী। আয় অশ্রুমতি আমরা গহ্বরের ভিতর ঘুমুই গে যাই।

রাজমহিষী ও অশ্রুমতীর গুহার মধ্যে প্রস্থান
ও কিয়ৎকাল পরে অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রুমতী। (স্বগত) এক এক সময় আমার মন কেমন খারাপ হয়ে যায়, কিছুই ভাল লাগে না—এইখানে একটু বেড়াই। আকাশে মেলাই তারা উঠেছে, উঠুক্‌গে, তারা তো রোজই ওঠে—মলিনাকে ডেকে একটু গল্প কর্‌ব?—না একলা একলাই ভাল—

মলিনার প্রবেশ।

মলিনা। তুমি বুঝি ভাই আমাকে ফেলে উঠে এসেছ? আমি উঠে দেখি তুমি কাছে নেই, আমিও তাই তাড়াতাড়ি এলেম, বলি দেখি অশ্রু কোথায়, তা ভাই আমাকে কি একলাটি ফেলে আস্‌তে হয়? ছিঃ ভাই!

অশ্রুমতী। না ভাই, আমার এখন কারও সঙ্গে কথা কইতে ভাল লাগ্‌চে না—তাই তোমাকে আর ডাক্‌লেম না।

মলিনা। কেন অশ্রু, তোমার ভাই কি হয়েছে?

অশ্রুমতী। আমার ভাই কিছুই হয় নি—কেমন এক এক বার মন্‌টা শূন্য হয়ে যায়—কিছুই ভাল লাগে না।

মলিনা। সে কি ভাই? এখন বাপ মাকে পেয়েছ, এখন আর ভাই তোমার অভাব কি?

অশ্রু। তা ভাই বলতে পারি নে—কিন্তু মনটা এক এক সময়ে কি এক রকম হয় তা ভাই—তা ভাই তোমাকে বোঝাতে পাচ্চিনে—

মলিনা। ওঃ আমি ভাই তোমার রোগ বুঝেছি—আমি ভাই তোমার চেয়ে বয়সে বড়—তোমার বয়সে আমারও ভাই ঠিক্ ঐ রকম হত।

অশ্রুমতী। কি রোগ ভাই?

মলিনা। সে রোগ কি তা জাননা ভাই—সে ভালবাসার খাঁক্‌তি।

অশ্রুমতী। ভালবাসার খাঁক্‌তি?—সে কি?—কেন ভাই আমার তো ভাল বাসার খাঁক্‌তি নেই। আমি মাকে ভালবাসি, বাবাকে ভালবাসি,—তোমাকে ভালবাসি—সেই বুড়টা দাদাকে ভালবাসি, আমার সেই কাগাতুয়াটীকে ভালবাসি, আমার ভাই কিসের খাঁক্‌তি?

মলিনা। সে ভাই তুমি এখন বুঝ্‌তে পাচ্চ না, তোমার মনের ভাব আমি তোমার চেয়ে ভাল বুঝচি। সে বাপ মায়ের ভালবাসা, পাখির ভালবাসা, পুতুলের ভালবাসা নয়, সে ভালবাসা আলাদা।

আর যাকেই কেন ভালবাস না, মনের এক কোনে একটু ফাঁক্ থাকেই, সে ফাঁকটি ভাই মনের মানুষ না পেলে কিছুতেই পূরণ হয় না।

অশ্রুমতী। মনের মানুষ আবার কি ভাই?

মলিনা। মনের মানুষ কাকে বলে জান না? যাকে বিয়ে কর্‌তে ইচ্ছে যায়, সেই মনের মানুষ। তুমি যখন ভীলদের সঙ্গে ছিলে তখন কি তাদের কোন বিয়ে দেখ নি?

অশ্রুমতী। তা দেখিছি বৈ কি—তাকেই তুমি বল মনের মানুষ? তা, আমার তো কোন মনের মানুষ নেই।

মলিনা। তাইতে ভাই তোমার মনটা মাঝে মাঝে ঐ রকম হয়।

অশ্রুমতী। তোমার ভাই কি কোন মনের মানুষ আছে?

মলিনা। আছে ভাই, কিন্তু ভাই সে কথা———

অশ্রুমতী। ও কথা বল্‌তে ভাই লজ্জা কচ্চ কেন?

মলিনা। তোমার কাছে লজ্জা কি ভাই?—এই বল্‌চি—ছেলে ব্যালায় একজন আমার খ্যালার সাথী ছিল—তার পর বড় হলে, তার সঙ্গেই একবার আমার বিয়ে হবার কথা হয়—তাঁর নাম পৃথ্বীরাজ—যেমন বীর তেমনি কবি—তোমার মত যখন আমার বয়স ছিল তখন ঐ রকম এক এক সময় মন উড়ু উড়ু কর্‌ত—তার পর বড় হলে, অনেক দিনের পর যখন আবার পৃথ্বীরাজকে দেখ্‌লেম, তাঁর মূর্ত্তিটি কেমন মনের মধ্যে বসে গেল। এখন এক্‌লা

থাক্‌লে সেই মূর্ত্তিকেই ভাবি—সেই মূর্ত্তির সঙ্গে মনে মনে কত কথা বার্ত্তা কই—কখন আদর্‌ করি, কখন রঙ্গ করি, কখন অভিমান করি—এই রকম ক'রেই ভাই আমার সময় চলে যায়। তোমার ভাই যদি কখন সে রকম অবস্থা হয় তো—

অশ্রুমতী। আমার ভাই এখন ঘুম পাচ্চে।

মলিনা। (অপ্রস্তুত ভাবে) তবে চল ভাই শুইগে।

উভয়ের গুহার মধ্যে প্রস্থান ও পরে

অশ্রুমতীর পুনঃপ্রবেশ।

অশ্রুমতী। গুহার মধ্যে বড় গরম—আমি বাইরে এই খাটিয়ার উপর ঘুমুই—

(খাটিয়ার উপরে শয়ন ও নিদ্রা।)

পা টিপিয়া টিপিয়া ২।৪ জন সৈনিক সমভিব্যাহারে

ফরিদখাঁর প্রবেশ।

ফরিদ। চুপ্‌ চুপ্‌ তোমরা ঐখানে দাঁড়াও—কে একটি স্ত্রীলোক ওখানে শুয়ে আছে না?—রোসো দেখি। (নিকটে গিয়া স্বগত) বোধ হয় এত দিনের পর বিধাতা আমার প্রতি সদয় হলেন। রাজপুত স্ত্রীলোকের বেশ—এ নিশ্চয় প্রতাপসিংহের কন্যা—মানসিংহ যা বলেছিলেন তা ঠিক্, এমন সুন্দরী তো আমার বয়সে কখন

দেখিনি—আহা ভুরু দুটি যেন তুলি দিয়ে কে এঁকে দিয়েছে—টানা টানা চোক্-দুটি ঘুমের আবেশে একেবারে যেন ঢলে পড়েছে—অধরে কেমন একটি মধুর হাসির ঈষৎ রেখা পড়েছে—খড়ের উপর শুয়ে আছে, যেন শ্যাওলার উপরে পদ্ম ফুলটি ফুটে রয়েছে—ভাগ্যি আমি মানসিংহের কথায় এসেছিলেম—নইলে এ শীকার তো আমার ভাগ্যে ঘট্‌ত না। এখন নিয়ে যেতে পার্‌লে হয়। এখন ঘুমিয়ে আছে, এই ঘুমন্ত ব্যালায় খাটিয়া শুদ্ধ নিয়ে যাবারও বেশ সুবিধা হবে। যেই একটু জাগো-জাগো হবে অমনি পথের এক জায়গায় নাবিয়ে রাখ্‌ব। আর, আমাদের শিবির ও তো বেশি দূর নয়। (প্রকাশ্যে) দেখ তোমরা এই খাটিয়া শুদ্ধ উঠিয়ে আস্তে আস্তে নিয়ে এস, খুব সাবধানে উঠিও, যেন না ঘুম ভাঙ্গে—খুব সাবধানে, খুব সাবধানে—

(চারি জন সৈনিক খাটিয়া সমেত ঘুমন্ত অশ্রুমতীকে লইয়া প্রস্থান ও পরে ফরিদের প্রস্থান।)

মলিনার প্রবেশ।

মলিনা। (ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া) কোথায়? অশ্রুমতী গেল কোথায়?—এই আমার কাছে শুয়ে ছিল, এর মধ্যে উঠে কোথায় গেল?—চারি দিকে খুঁজলেম কোথাও তো পেলেম না—রাজা এলে, রাজমহিষী উঠ্‌লে যখন জিজ্ঞাসা কর্‌বেন অশ্রু কোথায়, তখন আমি কি উত্তর দেব—তাঁরা জানেন যে যখন অশ্রুমতী আমার

কাছেই শোয়, অবিশ্যি আমি তার কথা বল্‌তে পার্‌ব—কি হবে?—আমি কি করে তাঁদের কাছে মুখ দেখাব?—মুসলমানেরা তো আবার আসে নি?—ওমা কি হবে!—যাই যে দিকে চোক্ যায় সেই দিকেই তার সন্ধানে যাই, তাকে না পেলে মুখ দেখাব কেমন ক'রে?

মলিনার প্রস্থান ও ব্যস্ত ভাবে

রাজমহিষীর প্রবেশ।

মহিষী। অশ্রুমতী কোথায়?—মলিনা কোথায়? দুজনের একজনকেও তো দেখ্‌তে পাচ্চি নে। আমার বুক কেমন কচ্চে—মাথা ঘুরে আস্‌চে—মুসলমানরা তো আসে নি? না, তা হলে তো গোল হ'ত—অত গোলেও কি আমার ঘুম ভাঙ্গে নি—এ কখন কি হতে পারে?—তাকে কি বাঘে নিয়ে গেল?—দুজনকেই কি নিয়ে যাবে? তা কি ক'রে হবে?—এত রাত্রি হ'ল এখনও মহারাজ এলেন না——তিনি বাহিরে পাহারা দিতে গেলেন—এ দিকে ঘরে যে কি সর্ব্বনাশ হয়েছে তা তিনি দেখ্‌ছেন না—আমি কি করি এখন? কোন্ দিকে যাই?—ঐ কার পায়ের শব্দ শুন্‌চি—কে যেন আস্‌চে—নিশ্চয়ই তারা আস্‌চে—বোধ হয় কোথায়ও বেড়াতে গিয়েছিল, এই-বার আস্‌চে———কৈ! শব্দ যে বাতাসে মিলিয়ে গেল——ঐ আবার ঐ আবার!—শব্দটা ক্রমে কাছে আস্‌চে—ঐ যে কাকে দেখ্‌তে পাচ্চি না?—ঐ যে মহারাজ আস্‌চেন—বোধ হয় অশ্রু-

মতীকে পথে দেখ্‌তে পেয়ে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌চেন—আঃ নিশ্চয় তাই, না হলে আর কি হতে পারে? মহারাজকে দেখে তবু ভরসা হচ্চে –

প্রতাপসিংহের প্রবেশ।

মহিষী। (ব্যগ্রভাবে) মহারাজ! আমার অশ্রুমতী? আমার ?-

প্রতাপ। সে কি মহিষি? অশ্রুমতী তো আমার সঙ্গে যায় নি।

মহিষী। মহারাজ তবে সর্ব্বনাশ হয়েচে—অশ্রুমতীকে কোথাও পাওয়া যাচ্চে না—তুমি আমার অশ্রুমতীকে এনে দেও—না হলে আমি আর বাঁচ্‌ব না—চিতোর উদ্ধার থাক্ মহারাজ, আগে আমার অশ্রুকে এনে দাও।

প্রতাপ। চারি দিকে কি সন্ধান করেছ?

মহিষী। আমি মহারাজ চারিদিকে খুঁজেচি কোথাও পেলেম না——

প্রতাপ। বাঘের বাসা থেকে শাবক নিয়ে যায় কার এমন ভরসা? এখনি আমি তার অনুসন্ধানে চল্লেম। মহিষি অতি অশুভ লগ্নে অশ্রুমতীর জন্ম হয়েছিল, অশ্রুমতীর জন্যে তোমাকে আমি বলে দিচ্চি আমাদের অনেক অশ্রুপাত কর্‌তে হবে—আর এ স্থানে থেকে কাজ নেই, যদি অশ্রুমতীকে পাই তো ভাল, নচেৎ এ পর্ব্বত-ময় প্রদেশ ছেড়ে মেবারকে মরু-ভূমিতে সম্পূর্ণরূপে পরিণত করে

সিন্ধুনদী-গর্ভস্থ সন্দিদের পুরাতন রাজধানীতে গিয়া বাস করব-নীরস মরু ভূমিতে মুসলমানেরা কি রস পায় দেখা যাবে।

(উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

সেলিমের শিবির।

ফরিদের ঘরে খাটিয়ার উপর

অশ্রুমতী নিদ্রিত।

মানসিংহ ও ফরিদখাঁর প্রবেশ।

ফরিদ। এই দেখুন মহাশয় আমার শীকার। শীকার ঠিক্ হয়েছে কি না সে আপনি বল্‌তে পারেন। কিন্তু এর চেয়ে ভাল শীকার যে কারু জালে পড়তে পারে তা তো আমার বিশ্বাস হয় না।

মান। (নিদ্রিতা অশ্রুমতীর নিকটে আসিয়া নিরীক্ষণ করত) হ্যাঁ ঠিক্ হয়েছে—এই প্রতাপসিংহের কন্যা বটে। যদিও আমি একে

খুব ছেলেব্যালায় দেখেছিলাম কিন্তু সেই আদল এখনও বেশ উপ-লব্ধি হচ্চে। তবে ফরিদ এই কন্যা-রত্নকে নিয়ে এখন তুমি সুখে ঘর-কন্না কর। তোমার পরিশ্রমের এই পুরস্কার।

ফরিদ। আপনার পুরস্কার শিরোধার্য্য। আমার উপর আপনার যথেষ্ট মেহেরবানি।

মান। কিন্তু দ্যাখ-রীতিমত বিবাহ কর্‌তে হবে।

ফরিদ। তা কর্‌ব বৈ কি মশায়-বিয়ে কর্‌ব না? এমন মেয়েকে লাখ্‌শ বার বিয়ে কর্‌ব—এমন কি, আমার শ্বশুর মশায়কেও একটা নিমন্ত্রণ পত্র পাঠিয়ে দেব। তাতে অনুষ্ঠানের ত্রুটি হবে না।

মান। আমিও তাই চাই। (স্বগত) হুঁ!—"যে আপনার ভগিনীকে তুর্কের হস্তে সমর্পণ করে, তার আহারের স্থানে সূর্য্য-বংশীয় রাণা উপস্থিত থাক্‌তে পারে না!"—এইবার কি হয় দেখা যাবে।

(সদর্পে প্রস্থান)

ফরিদ। (স্বগত) আর কত ঘুমবে? এই ব্যালা ওঠাই—আর, ভোর হতেও তো দেরি নেই—না, তার আগে আমি একটু সেজে গুজে নি না কেন।—যে চেহারা, তাতে যদিও সাজ-গোজের দরকার হয় না, তবু কি জানি মেয়ে মানুষের মন—মোচে একটু আতর লাগাই (একটু আতর লইয়া গুম্ফে প্রদান)—চুলটা ও দাড়িটা একটু আঁচ্‌ড়ে চুম্‌ড়ে নি—আমার দাড়ি দেখে তো ভয় পাবে না?—সেই একটা কথা—আর

এই তাজ টুপিটা একটু ট্যাড়া ক'রে পরি—দেখি আর্শিতে। এখন একবার মুখ-খানা দেখি কেমন দেখাচ্চে (আর্শিতে নানা ভঙ্গি-ক্রমে নিজ মুখ দর্শন) বা! বেড়ে হয়েছে! আপনার রূপেই আপনি মোহিত হয়ে যাচ্চি—এত দিনের পরে তবে আমি সংসারী হলেম! সারা জীবনটা যুদ্ধ করে মরেছি, এইবার একটু আয়েষ কর্‌তে হবে—এ তো যে-সে ঘরের মেয়ে নয়, ও বাবা রাণার মেয়ে—একে ভাল ঘরে রাখ্‌তে হবে। কিন্তু কোথায় এত টাকা পাই?—কেন, শাজাদা সেলিমের দৌলৎ অক্ষয় হোক্‌—তিনি আমাকে খুব ভাল বাসেন আর বিশ্বাস করেন, তাঁরই মস্তকে হাত বুলোনো যাবে—সে যেন হলো, আমার ছেলের নাম রাখব কি?—কে বল্‌তে পারে, তার ভাগ্যেই যদি চিতোরের সিংহাসনটা পড়ে যায়, একটা জম্‌কালো দেখে নাম রাখা তো চাই (চিন্তা করিয়া) কেন—হোঁসেন খাঁ—ছ্যা ও পুরোনো নাম—আচ্ছা—জবরদস্ত্‌ খাঁ—হ্যাঁ এই বেশ গাল-ভরা নাম হয়েছে—এই বার গা মোড়া দিচ্চে—এই বার জাগো-জাগো হয়েছে—আমার বুক যে ধড়াস ধড়াস কচ্চে—রাণার মেয়েকে কি বলে সম্বোধন করব? প্রেয়সি!—ছ্যা ছ্যা ছ্যা—সুন্দরি—ছি—ও সব ছোটলোকের সম্বোধন—হৃদয়ের মাণিক মুক্ত-পান্নাজহর এই সব বলেই রাজা রাজড়ার মেয়েদের ডাক্‌তে হয়—আস্তে আস্তে এগোই—

অশ্রুমতীর নিদ্রাভঙ্গ।

অশ্রুমতী। (ঘুমের ঘোরে) ওঃ! কি একটা ভয়ানক ডাকাতের

স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেম—যেন আমাকে ধরে নিয়ে যাচ্চে, আ! ঘুম ভেঙ্গে বাঁচ্‌লেম—ভাগ্যিস্‌ স্বপ্ন! মলিনা কোথায়?—(ভালরূপে চক্ষু মেলিয়া) একি! আমি কোথায়?-এতো আমাদের পর্ব্বত নয়—মা!—মা!—মলিনা! মলিনা!———আমি কোথায় এসেছি? একি হ'ল?—আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি?-না স্বপ্ন তো নয়, মা কোথায়? কৈ—কেউ নেই-কোথায় এলেম? অ্যাঁ? একি? (বিছানা হতে উঠিয়া) ও কে? সত্যিকের ডাকাৎ না কি?—কি ভয়ানক দেখ্‌তে! ও মা গো! (দৌড়িয়া ঘরের কোণে পলায়ন)

ফরিদ। ভয় নেই মেরা জানি—তুমি আমার হৃদয়ের মাণিক, মুক্ত, জহর, পান্না সকলি—

অশ্রু। (চীৎকার) মা গো—আমাকে রক্ষা কর। আমাকে রক্ষা কর———

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। একজন স্ত্রীলোকের আর্ত্তনাদ শুন্‌লেম না, কে এমন সময়ে স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার করে?-এই যে একজন পরম-সুন্দরী বালিকা দেখ্‌চি।

অশ্রুমতী (সেলিমের নিকটে আসিয়া) তুমি কে গো—আমাকে এই ডাকাতের হাত থেকে বাঁচাও—

সেলিম। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) তোমার আর কোন ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্ত হও।—তুমি ফরিদ? তুমি!—তুমি এই অসহায়

বালিকার প্রতি অত্যাচার কত্তে প্রবৃত্ত হয়েছ?—কোথা থেকে একে নিয়ে এলে?—বল, কথা কও না যে?——

ফরিদ। আজ্ঞা হজুর—আমার কোন দোষ নেই—মানসিংহ আমাকে অনুমতি করাতেই—বল্‌তে কি, তাঁরই অনুমতি ক্রমেই—

সেলিম। যাও আমার নাম ক'রে তুমি মানসিংহকে এখনি ডেকে নিয়ে এস—যাও ———

ফরিদ। যো হকুম হজুর—(স্বগত) গরিবের ধনে ধর্ম্মাবতারের নজর পড়েছে—তবেই দেখ্‌ছি আমার জবরদস্ত্‌ খাঁর দফা মাটি।

(ফরিদের প্রস্থান।)

সেলিম। (অশ্রুমতীর প্রতি) তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে এইখানে বোসো, আর কোন ভয় নেই।

অশ্রুমতী। তুমি বস্‌বে না?—তুমি কাছে থাক্‌লে ও আমাকে আর কিছু বল্‌তে পার্‌বে না। তোমাকে ও ভয় করে।

সেলিম। আচ্ছা আমিও বস্‌চি। তোমার আর কোন ভয় নাই।

ফরিদের প্রবেশ।

সেলিম। কৈ?—মানসিংহ কোথায়?

ফরিদ। আজ্ঞে হজুর তিনি এখনি আস্‌চেন। (স্বগত) ধর্ম্মাবতার যে আমার জায়গায় বেশ জুত করে বসে নিয়েছেন!—এইবার আমার অন্ন মারা গেল দেখ্‌চি। হুজুরের দৃষ্টিও বড় ভাল

ঠেক্‌চে না—লক্ষণ ভাল নয়—বড় গতিক খারাপ। আমার গা-টা গস্ গস্ কচ্চে।—আমি এত পরিশ্রম করে নিয়ে এলেম, উনি কি না উড়ে এসে যুড়ে বস্‌লেন——

মানসিংহের প্রবেশ।

সেলিম। (উঠিয়া) মহারাজ মানসিংহ একি ব্যাপার? এ বালিকাকে কে এখানে আন্‌লে? বীর-পুরুষ হয়ে অবলার প্রতি অত্যাচার? ফরিদ্ বল্‌চে তোমার অনুমতিতেই নাকি এই সব কাণ্ড হচ্চে?

মানসিংহ। শাজাদা গোস্তাগি মাফ্ কর্‌বেন, আপনার অল্প বয়স—তাই একটা বিষয় না জেনে শুনেই হঠাৎ রুষ্ট হয়ে পড়েন, সে বয়সের ধর্ম্ম, আপনার দোষ নেই। আমার মূল্য আপনি কি জান্‌বেন? সম্রাটই আমার মর্য্যাদা বুঝ্‌তে পারেন। আমি রাজ-সরকারে যে সব কাজ করেছি, আর কে বলুন দেখি সে রকম কত্তে পারে? সম্রাট আক্‌বর শা মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলেন যে আমার বাহুবলেই তিনি অর্দ্ধেক রাজ্য জয় করেছেন।

সেলিম। মহারাজ মানসিংহ আমি তোমার অমর্য্যাদা কচ্চিনে, তুমি যে রাজসরকারের একজন পরম হিতকারী বিশ্বাসী মিত্র তা বিলক্ষণ অবগত আছি, সে কথা হচ্চে না—আমি জান্‌তে চাই এ সব ব্যাপারের অর্থ কি? এই অবলা কুমারীটীকে বলপূর্ব্বক কে এখানে এনেছে?

মান। শাজাদা আপনি এ সব ব্যাপারের অর্থ জান্‌তে চান? এই শুনুন, ইনি হচ্চেন মেবারের রাণা প্রতাপসিংহের দুহিতা। রাণাকে বন্দী কত্তে পারা যায় নি, এঁকেই বন্দী করে আনা হয়েছে।

সেলিম। কি! বীরশ্রেষ্ঠ মহারাজা প্রতাপসিংহের দুহিতা! এখনি সমুচিত সম্ভ্রমের সহিত এঁকে তাঁর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাও, অবলার প্রতি অত্যাচার করে কোন বীরত্ব নাই।

অশ্রু। না আমি ওদের সঙ্গে যাব না। ওরা ডাকাৎ।

মান। কি শাজাদা, আপনি সম্রাটের আজ্ঞার বিরুদ্ধে—আপনার পিতৃ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে আপনার এই হুকুম আমাদিগকে তামিল কর্‌তে বলেন?

সেলিম। কি! বাদ্‌শার এই আদেশ?

মান। আজ্ঞে হাঁ শাজাদা।

সেলিম। আচ্ছা তাঁর যদি এই আদেশ হয় তো আমি তার বিরুদ্ধাচারী হতে চাইনে। আচ্ছা এঁর রক্ষণাবেক্ষণের ভার আমি স্বয়ং নিলেম। ইনি যাতে বন্দীভাবে কষ্ট না পান, আমার তা দেখ্‌তে হবে। এতে তো সম্রাটের কোন আপত্তি হতে পারে না?

মান। এতে আর কি আপত্তি হতে পারে? কেমন ফরিদ?

ফরিদ। তার আর সন্দেহ কি (স্বগত) বিলক্ষণ আপত্তি আছে, আপত্তি নেই? (প্রকাশ্যে) স্বয়ং শাজাদা যদি বন্দীশালার রক্ষক হন, তার চেয়ে আর সুরক্ষক কে হতে পারে? (স্বগত) যিনিই রক্ষক তিনিই ভক্ষক না হলে বাঁচি।

সেলিম। এস বালা তুমি আমার সঙ্গে এস - তোমার কোন ভয় নাই - তোমার কি এখনও ভয় হচ্চে ?

অশ্রু। এ কোথায় আমি এসেছি ?—আমাকে আমার বাপ মায়ের কাছে নিয়ে যাও – তোমার সঙ্গে গেলে আমার ভয় হবে না।

সেলিম। (মানসিংহের প্রতি) আমি স্বয়ং গিয়ে এঁর থাক্‌বার বন্দোবস্ত করে দিচ্চি—তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।

(অশ্রুমতীকে লইয়া সেলিমের প্রস্থান।)

ফরিদ। (স্বগত) মরে যাই আর কি! আমাদের কি নিশ্চিন্ত করেই গেলেন। কৃতার্থ কর্‌লেন আর কি!

মান। তুমি যে ফরিদ একবারে মাথায় হাত দিয়ে বসলে ? —

ফরিদ। আর মশায় মাথায় হাত দিয়ে বসব না তো কি কর্‌ব।

মান। তুমি এর মধ্যেই নিরাশ হলে না কি ? শেষকালে দেখো ও রত্ন তোমারই হবে—বুনো পাখিকে যদি কেউ পোষ মানিয়ে দেয়, তাতে তোমার আপত্তি কি ?—যখন বেশ পোষা হবে, তখন পেলে আর পোষ মানাবার কষ্ট তোমাকে ভোগ কত্তে হবে না। বুঝ্‌লে ফরিদ ?

ফরিদ। (উঠিয়া চটিয়া গমনোদ্যত) - বেশ বুঝিছি মহাশয়, আর বোল্‌তে হবে না - ঢের বুঝিছি - আচ্ছা বুঝিছি - বিলক্ষণ বুঝিছি ——

মান। আরে যাও কোথায় ?—কথাটাই শোনো না বলি —— চটে চল্লে কোথায় ? ——

ফরিদ। মান মহাশয়, আপনার কথায় আর ভদ্রলোকের থাক্‌তে নেই-যে আপনার ভরসায় থাকে, তার মত আহাম্মক্‌ দুনিয়ায় নেই।

(বেগে প্রস্থান।)

মান। (স্বগত) আমার যে অভিসন্ধি ছিল ঠিক্‌ সেরূপ ঘটে কি না বিলক্ষণ সন্দেহ হচ্চে—ফরিদের সঙ্গে যদি বিবাহ ঘটিয়ে দিতে পার্‌তেম তা হলেই চূড়ান্ত হ'ত—কিন্তু তাও যদি না হয়—শাজাদা সেলিমের সঙ্গে বিবাহটা ঘট্‌লেও আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে—শাজাদা আপনি রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছেন সে ভালই হয়েছে—কৃপাই প্রেমের পূর্ব্বসূত্র। যদি আমি এইটে ঘটাতে পারি তা হলে প্রতাপ! তোর দর্প চূর্ণ হবে—যে তুর্কের হস্তে নিজ ভগিনী দেয়, তার আহার স্থানে সূর্য্যবংশীয় মেবারের রাণা উপবেশন কত্তে পারে না বটে?—

(মানসিংহের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।
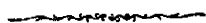
মেবারের প্রান্তভাগে একটা বন—তন্মধ্যে ভগবতীর একটি ভগ্ন মন্দির।—দূরে চিতোরের জয়স্তম্ভ দৃশ্যমান।

দুইটি বালক লইয়া প্রতাপসিংহ ও রাজমহিষীর প্রবেশ।

প্রতাপ। (স্বগত) জন্মভূমি চিতোর—তোমাকে জন্মের মত বিদায় দি—তোমার এ অযোগ্য সন্তানের নিকট আর কোন আশা করো না—আর একটু পরেই তোমার ঐ উন্নত জয়স্তম্ভ আমার চক্ষের অন্তরাল হবে—এইবার ভাল করে দেখে নিই—আমি তোমার কুসন্তান—আমা হতে তোমার কোন উপকার হল না। (অবলোকন করিয়া) হায়! এ সব স্থান পূর্ব্বে লোকালয় ছিল - গীত বাদ্য উৎসব কোলাহলে পূর্ণ ছিল, কত হাস্যময় শস্যক্ষেত্র এখানে প্রসারিত ছিল, এখন এখানে

কি ভীষণ অরণ্য--মধ্যাহ্নেও যেন দ্বিপ্রহর অমাবস্যা রাত্রি -কি গভীর নিস্তব্ধ—আমার নিষ্ঠুর হস্তই এই হাস্যময় প্রদেশকে শ্মশানে পরিণত করেছে—

মহিষী। মহারাজ!—আর কত দূর যেতে হবে?—আমি অবসন্ন হয়ে পড়েছি, আর পারি নে—সিন্ধুনদী তো এখনও অনেক দূর।

প্রতাপ। এই মন্দিরের সোপানে বসে একটু বিশ্রাম কর।

মহিষী। আয় বাছারা আমরা এইখানে বসি—

প্রতাপ। হা! দুর্জ্জয় কাল এই মন্দিরটির উপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য কত অত্যাচারই না কচ্চে—ঝড় বৃষ্টি রৌদ্র ওর মাথার উপর দিয়ে চলে যাচ্চে অশ্বত্থের মূল জাল অন্তর বাহির ভেদ করে কি নিষ্ঠুর রূপেই ওকে বেষ্টন করেছে তবু কেমন নিজ ভিত্তির উপর উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান।—আমার প্রতি অদৃষ্টের যতই অত্যাচার হোক না আমার শরীরের প্রত্যেক শিরায় শিরায় দুঃখের মূল বিস্তৃত হোক না কেন—তবু আমার উন্নত মস্তক মুসলমানদের নিকট কখনই নত হবে না।

মহিষী। মহারাজ!—আমরা এ দুর্দ্দশা আর কত দিন ভোগ করব?—আকবর সন্ধি করবার জন্যে যে দূত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন তার কি হল?—

প্রতাপ। সন্ধি?—মহিষি ও কথা মুখেও এন না—সন্ধি?—তার অর্থ মুসলমানের বন্দী হওয়া—হে মা ভগবতি সে দুর্দ্দশা যেন আমাদের

না হয়—এস আমরা পিতা পুত্র স্ত্রী সকলে মিলে ভগবতীর চরণে প্রার্থনা করি—যোড়-করে এস আমরা হৃদয়ের সহিত তাঁকে ডাকি—তিনি দুর্গা দুর্গতিনাশিনী—অবশ্যই আমাদের দুর্গতি মোচন করবেন।

সকলে সমস্বরে ভগবতীর স্তুতিগান।

রাগিণী মুলতান।

অগতির তুমি গতি বিশ্বমাতা ভগবতি !
ডাকি তোমা সকাতরে পিতাপুত্র দারা সতী।
উপায় নাহিক কোন, হারালাম রাজ্যধন
ওপদে দাও শরণ ভকতের এ মিনতি।
তোমার সেবক হয়ে মর্ত্ত্য মানবের ভয়ে
হব কি মা নত-শির ?—যেন না হয় ও দুর্ম্মতি।
বরঞ্চ গো বনে বনে, বেড়াইব মরুভূমে,
মরিব মা অন্ন বিনে, সহিব না অবনতি।
যদি কভু দাও দিন (এবে মাতঃ বলহীন)
চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধিপতি॥

কতকগুলি রাজপুত সৈন্য লইয়া মন্ত্রী

ভাম-শার বনমধ্যে প্রবেশ।

ভাম। দেখ রাজপুতগণ ঐ দিক্ থেকে সঙ্গীতের ধ্বনি আস্‌ছিল না?—এই মাত্র যেন থাম্‌ল।

সৈন্যগণ। হাঁ মন্ত্রিবর—আমরাও শুন্‌তে পেয়েছি।

ভাম। চল আমরা ঐ দিকে যাই। (মন্দিরের অনতিদূরে আগমন।)

প্রতাপ।

যদি কভু দাও দিন (এবে মাত বলহীন)
চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধিপতি।

সকলে প্রণাম কর। (সাষ্টাঙ্গে সকলের প্রণিপাত।)

ভাম-শা। কি! "চিতোর দেখিবে পুন চিতোরাধিপতি"—রাজপুতগণ, ঐখানে নিশ্চয় আমাদের মহারাজ আছেন—তোমরা কি শুন্‌তে পাওনি?

সৈন্যগণ। হাঁ মন্ত্রিবর আমরা শুন্‌তে পেয়েছি——চলুন ঐদিকে চলুন—শীঘ্র চলুন—মহারাজা প্রতাপসিংহের জয়!—মেবারের জয়!

প্রতাপ। (প্রণাম করিয়া উঠিয়া) কি! এই ভীষণ অরণ্যে

রাজপুতদিগের জয়ধ্বনি!—আমার সৈন্যসামন্ত তো আর কেউ নেই—আমি এখন অসহায় নিরাশ্রয় পথের পথিক—আমি তো আর সে মেবারের রাণা নই—কোথা হ'তে তবে এ জয়ধ্বনি হচ্চে?

সৈন্যগণ। জয় প্রতাপসিংহের জয়!

প্রতাপ। (পশ্চাৎ দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক সবিস্ময়ে) একি! একি! সৈন্যসামন্ত সঙ্গে মন্ত্রিবর!

সৈন্যগণ। মহারাণার জয়!—

প্রতাপ। মন্ত্রিবর তুমি এই সৈন্যসামন্ত লয়ে কোথা থেকে এলে?—(উভয়ের আলিঙ্গন)।

ভাম-শা। আমরা কোন বিশ্বাসী লোকের প্রমুখাৎ অবগত হলেম যে মহারাজ নিরাশ হয়ে সপরিবারে মেবার পরিত্যাগ করে মরুভূমি অঞ্চলে যাত্রা করেছেন—সেই জন্য আমরা মহা-রাজের সন্ধানে নির্গত হয়েছি—আমাদের প্রাণ থাকতে আপনাকে দেশত্যাগী হতে কখনই দেখতে পারব না—আমরা এই কয় জন মহারাজের চির-অনুগত সেবক ও দাস আছি—এই অসময়ে যদি আমরা মহারাজের কোন উপকারে আসি, তা হলেই আমাদের জীবন সার্থক হয়।

প্রতাপ। মন্ত্রিবর, বংশপরম্পরা ক্রমে তোমরা যে আমাদের হিতৈষী বন্ধু তা আমি বিলক্ষণ জানি—তোমার কিছুমাত্র ত্রুটি নেই। কিন্তু এই কয়টি সৈন্য নিয়ে তুমি কি মেবার উদ্ধার করবে?—

তুমি তো জান. মন্ত্রিবর—আমি এখন নিঃসম্বল পথের ভিখারী—আমার ধনাগার শূন্য; সৈন্য সংগ্রহ কর্‌বার কি আমার কিছুমাত্র সম্বল আছে?

ভাম-শা। মহারাজ সম্বলের অভাব কি?—এই নিন, আমার যথাসর্ব্বস্ব আপনার চরণে সমর্পণ কর্‌লেম। এতে বার বৎসর কাল পঁচিশ হাজার সৈন্যের ভরণ পোষণ হতে পার্‌বে।

প্রতাপ। কি মন্ত্রিবর, তোমার কষ্টার্জ্জিত ধন অনায়াসে আমার হাতে সমর্পণ কর্‌লে?

ভাম। মহারাজ এতে কি কষ্ট?—আপনার ধন আপনাকেই দিলেম—দেশের ধন দেশকেই দিলেম।

প্রতাপ। আ!—ভগবতীকে যে স্তব করেছিলেম, তার আশার অতীত ফল পেলেম—মন্ত্রিবর, আমার এ কৃতজ্ঞতা কোথায় রাখ্‌ব—কণ্ঠ রোধ হচ্চে—কি বলে আমার এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর্‌ব?—এই শুষ্ক নেত্রের অশ্রু উপহার লও—আর কি দেব?—এস মন্ত্রিবর হৃদয়ের সঙ্গে তোমাকে একবার আলিঙ্গন করি।

একজন সৈনিক। বিকানিয়রের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ আপনার নিকট এই পত্রটি প্রেরণ করেছেন।

প্রতাপ। পড় মন্ত্রিবর।

ভাম। (পাঠ করণ।)

হিন্দুর ভরসা-আশা হিন্দুর উপর।
সে আশারো পরে রাণা ছেড়েছে নির্ভর।

প্রতাপ ছিলেগো ভাগ্যি—নচেৎ আক্‌বার
করেছিল সমভূমি – সব একাকার।
ক্ষত্রিয় বীরের আর কোথা সে বিক্রম ?
মহিলারো কোথা এবে সতীত্ব সম্ভ্রম ?
যথার্থ যে রাজপুত—"নয় রোজা" দিনে
বিসর্জ্জিতে পারে কি গো আপন সম্ভ্রমে ?
কিন্তু বল কয়জন করেনি বিক্রয়,
সেই যে অমূল্য-ধন খেয়ে লজ্জাভয় ?
ক্ষত্রিয়ের মুখ্য-ধন বেচিল ক্ষত্রিয়,
বিকাবে সে রত্ন কি গো চিতোর তুমিও ?
কখন না, কখন না—নাহি তাহে ভয়,
চিতোর সম্ভ্রম-রত্ন অটুট অক্ষয়।
খুয়ায়ে প্রতাপ আর সরবস্ব ধন
রেখেছে ঐ রত্নমাত্র করিয়া যতন।
বিশ্বজন জিজ্ঞাসিছে "কোন্ গুপ্ত বলে
এড়ালেন মহারাণা শত্রুর কৌশলে ?"
নাহি প্রতাপের—শোনো—অন্য কোন বল,
হৃদয়ের বীর্য্য আর কৃপাণ সম্বল !

আর্য্যবর! ক্ষত্রবর!—চিতোরের রাজ্যেশ্বর!
চিরজীবী হয়ে থাক মর্ত্ত্য এই ভবে,
যত দিন তব প্রাণ, তত দিন আর্য্য-মান
অক্ষত অক্ষুণ্ণ হয়ে অকলঙ্ক রবে।
যবনের তাড়নায়, ক্ষাত্র-লক্ষ্মী মৃতপ্রায়,
তোমা পানে চেয়ে শুধু এখনো অটল;
হৃদে তাঁর আশাপূর্ণ, যবনের দর্পচূর্ণ
তুমিই করিবে একা—তুমিই কেবল!
হীন ক্ষত্ররাজ দলে, আক্‌বরের পদতলে,
লোটাক্ না নত-শিরে—কি ক্ষতি তাহায়?
কাপুরুষ ভীরু যারা, ভারত-কলঙ্ক তারা,
দিল্লীর পথের ধূলি—তাদের কে চায়?
যবন-বিপ্লব-মাঝ, কিসেরি ভাবনা আজ,
ধ্রুব-তারা রূপে যবে প্রতাপ উদয়;
চন্দ্র সূর্য্য থেকো সাক্ষী, আবার বিজয়-লক্ষ্মী
প্রতাপের গুণে শুধু হবেন সদয়।
কিসেরি নিরাশা তবে, কিসেরি বা ভয়,
মুক্ত কণ্ঠে গাও সবে মেবারের জয়!

প্রতাপ। দেবীর প্রসাদ আজ পদে পদে অনুভব কচ্চি—অসহায় ছিলেম, সহায় পেলেম—কোষ শূন্য ছিল, পূর্ণ হল—হৃদয় মুমূর্ষু ছিল, আবার এই কবিতায় জীবন পেলেম।——এখন চল বীরগণ——চল!——

"কিসেরি নিরাশা তবে, কিসেরি বা ভয়?"

মুক্ত কণ্ঠে গাও সবে মেবারের জয়।"

সৈন্যগণ। (চীৎকার করিয়া)

"জয় মেবারের জয়!"

"জয় চিতোরের জয়।"—

প্রতাপ। মন্ত্রিবর! প্রথমে কোন্ স্থান আক্রমণ করা যাবে?

ভাম-শা। দেবৈরে শাবাজ খাঁ শিবির স্থাপন করে আছে—অগ্রে সেইখানেই যাওয়া যাক্।

প্রতাপ। চল তবে সেইখানেই চল—রাজপুতগণ!—আর কিছুই চাই নে।

"হৃদয়ের বীর্য্য আর কৃপাণ সম্বল!"

সৈন্যগণ।

"হৃদয়ের বীর্য্য আর কৃপাণ সম্বল!"

(সকলের যাত্রা।)

জয় মহারাজার জয়—জয় প্রতাপসিংহের জয়—

প্রতাপ। রাজপুতগণ আমাদের জয়ঘোষণা কেন কচ্চ?—ভগবতীর জয়-ঘোষণা কর——এই সমস্ত তাঁরই আশীর্ব্বাদের ফল।

সৈন্যগণ।

জয় ভগবতীর জয়!—গৌরীর জয়!—

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মেলিমের শিবির।

অশ্রুমতী ও মলিনা।

মলিনা। ভাগ্যি সুলতান তোমার কাছে আমাকে রেখে দিলেন, না হলে একলা আবার কি করে ফিরে যেতেম—কোথায় থাক্‌তেম ভাব্‌চি। কত পথ হেঁটে হেঁটে, কত কষ্ট করে যে তোমার সন্ধান পেয়েছি তা ভগবান্ জানেন। আমি তখন ভাই মনের

ঝোঁকে বেরিয়ে পড়েছিলেম বলেই আস্তে পেরেছি—এখন আমি আপনিই আশ্চর্য্য হচ্চি যে অত পথ কি করে একলা একলা এলেম।

অশ্রুমতী। সুলতান সেলিম আমার কোন কথাই ভাই অগ্রাহ্য করেন না—আমি যাতে সুখে থাকি তাই তাঁর চেষ্টা। আমি তাঁকে বল্‌বা মাত্রই দেখ তিনি আমার কাছে তোমাকে রেখে দিলেন।

মলিনা। তা তো দেখ্‌চি।—কিন্তু তোমার ভাই কথা বার্ত্তার ভাবে বোধ হয় সুলতানের উপরে তোমারও যেন খুব ভালবাসা হয়েছে, তাঁর কথা বলতে বল্‌তে তুমি যেন একেবারে গলে যাচ্চ।

অশ্রুমতী। তিনি আমাকে ভাই অত যত্ন কচ্চেন—আমি তাঁকে একটু ভাল বাস্‌তেও পার্‌ব না?

মলিনা। তিনি যে ভাই আমাদের শত্রু। তিনিই তো তোমাকে বন্দী করে রেখেছেন।

অশ্রুমতী। তিনি শত্রু? তুমি বল কি ভাই?—তিনি আমাকে ডাকাতের হাত থেকে রক্ষা করলেন—তিনি শত্রু?—তিনি তাদের কত ধম্‌কালেন—এমন কি বাবার কাছে ফিরে নিয়ে যেতে পর্য্যন্ত বলে দিলেন—আমিই বরং ওদের সঙ্গে যেতে রাজি হলেম না—এই কি ভাই শত্রুতার কাজ?

মলিনা।—তুমি ভাই এত দিন ভীলদের মধ্যে ছিলে—কে মুসল-

মান কে রাজপুত তাই যে তুমি জাননা, তুমি মুসলমানদের ছলকৌশল কি বুঝবে ভাই?—যাকে তুমি রক্ষাকর্ত্তা বল্‌চ সেই ডাকাতদের সর্দ্দার তা তুমি জান?

অশ্রুমতী। ভাই মলিনা—ভাই মলিনা কেন ভাই আমাকে কষ্ট দাও?—ওকে যদি শত্রু বল তো ঐরকম শত্রু যেন আমার জন্মজন্ম——

মলিনা। ও কি ভাই, তোমার চখে জল এল যে!—না ভাই আমি আর ও কথা বলব না।

অশ্রুমতী। ভাই মলিনা! আমি কত আশা করেছিলেম যে তোমার সঙ্গে যদি দেখা হয় তো আমার মনের গোপনীয় কথা তোমাকে বলে কত আরাম পাব—আর তুমিও তা শুনে কত খুসি হবে—বাস্তবিক, সুলতান সেলিমের কথা ভাবতে পর্য্যন্ত আমার এমন একটি আমোদ হয় যে সে রকম আমোদ আমার আর কখন হয় নি।—হ্যাঁ ভাই মলিনা, তুমি ভাই যে "মনের মানুষের" কথা আমাকে বলেছিলে, আমার বোধ হয় সেই মনের মানুষ এতদিনের পর আমিও পেয়েছি, এই কথা ভাই তোমাকে বলবার জন্য আমি কত ব্যস্তই হয়েছিলেম——তা ভাই শেষকালে কি এই হল?

মলিনা। (স্বগত) এযে বড় বিষম ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখ্‌চি—(প্রকাশ্যে) না ভাই আমি তোমাকে পরখ্ করবার জন্যেই ঐ রকম বলছিলেম—আমি দেখ্‌ছিলেম তোমার ভালবাসার কতদূর দৌড়।

অশ্রুমতী। (হাসিয়া) ও!—তাই?—তাই?—আমি তাই বুঝ্তে পারি নি—আমি মনে করছিলেম বুঝি তোমার সত্য সত্যই ও কথা শুনে ভাল লাগে নি। এখন ভাই বাঁচলেম।—(মলিনার গলা জড়াইয়া ধরিয়া) এস ভাই তোমাকে একটি চুম খাই। (চুম্বন) এখন এস ভাই আমরা মন খুলে আমাদের মনের কথা বলাবলি করি। যার সঙ্গে তোমার পূর্ব্বে ভাব হয়েছিল, আর যার কথা তুমি একবার বলেছিলে, তার কি ভাই কোন খবর পেয়েছ?—

মলিনা। তোমাকে সে কথা বল্‌তে ভাই ভুলে গিয়েছিলেম, সে দিন আমি ভাই একটা বাগানে বেড়াচ্ছিলেম, আর বেড়াতে বেড়াতে আপন মনে গান গাচ্ছিলেম, হঠাৎ দেখি পৃথ্বীরাজ—আমার ছেলে ব্যালার সঙ্গী পৃথ্বীরাজ সেখানে সরোবরের চাতালে বসে আছেন, আমি ভাই তাঁকে দেখে যেন স্বর্গ হাতে পেলেম, লজ্জায় আহ্লাদে আমার গা থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগ্‌ল—পৃথ্বীরাজও আমাকে দেখে আশ্চর্য্য হলেন, কত কি কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন, কিন্তু ভাই আমার কথা আট্‌কে গেল—আমি কি বলে সম্বোধন কর্‌ব—কি উত্তর দেব কিছুই ভেবে পেলেম না।—তার পর তিনি যখন আমাকে তাঁর কাছে বস্‌তে বল্লেন—আর সব আগেকার পুরাণো কথা বল্‌তে লাগ্‌লেন—তখন ভাই আমার মুখ ফুটল। তার পর তিনি বল্লেন, মলিনা—তুমি যে গানটি গাচ্ছিলে সে গানটি গাও না—অনেক অনুরোধের পর আমি ভাই গাইলাম, তার পর তিনি ভাই বল্লেন—আমি রোজ এই খানে তোমার গান শুন্‌তে আস্‌ব,

তুমি কি আস্‌বে? আমি বল্লেম আস্‌ব—সেই অবধি ভাই আমি রোজ সেখানে গিয়ে তাঁকে গান শোনাই—আর আমাকে দেখ্‌লে তিনি কত খুসী হন। আমি মনে করেছিলেম, কাউকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে মহারাজের কাছে বলে আস্‌ব যে তোমার এই রকম বিপদ হয়েছে কিন্তু ভাই পৃথ্বীরাজকে ছেড়ে আর কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না।

অশ্রুমতী। এমন সুখের কথা তুমি ভাই আমাকে আগে বল নি?

মলিনা। তোমাকে ভাই বল্‌ব বল্‌ব কোরে আর বলা হয় নি—আমরা ভাই দুজনে এখানে পড়ে রইলেম, রাজমহিষী মহারাজ কত ভাবচেন, আমার ভাই এক একবার সেই ভাবনা হয়—তোমার ভাই বাপ মার জন্যে কি মন কেমন করে না?

অশ্রুমতী। মধ্যে মধ্যে খুব করে। কিন্তু ভাই সেলিমকে দেখ্‌লেই সব ভুলে যাই। তিনি একবার ক'রে রোজ আমাকে দেখ্‌তে আসেন। তিনি আমাকে বলেছেন, আমার বাপ মাকে তিনি খবর পাঠিয়ে দেবেন যে আমি এখানে নিরাপদে আছি। আর, তাঁরা কেমন আছেন তার খবরও আমাকে অনিয়ে দেবেন। ঐ যে সেলিম আস্‌চেন—

মলিনা। আমি ভাই তবে এখন যাই—

(মলিনার প্রস্থান।)

সেলিমের প্রবেশ।

অশ্রুমতী। আমি মনে করেছিলাম তুমি আজ বুঝি আর এলে না।

সেলিম। কেন অশ্রু আমি তো ঠিক্ সময়েই এসেছি। তোমার আর তো কোন কষ্ট নেই?

অশ্রুমতী। তুমি সেলিম আমার কাছে থাক্‌লে আমার কোন কষ্ট থাকে না। তুমি গেলে আমার বাপ মায়ের জন্যে এক একবার মন কেমন করে।

সেলিম। তুমি কি তাঁদের কাছে যেতে চাও।

অশ্রুমতী। তুমি যদি সঙ্গে করে নিয়ে যাও তো যাই।

সেলিম। সে অশ্রু অসম্ভব।—তবে, তোমার কাকা এখানে আছেন তাঁকে তোমার কাছে পাঠিয়ে দিতে পারি—তাঁর কাছে তুমি তোমার বাপ মায়ের খবর মাঝে মাঝে পেতে পার। দেখ অশ্রু, আমি তোমার বন্দীর মত এখানে রাখ্‌তে চাইনে—তোমার আত্মীয় স্বজন যদি কেউ এখানে থাকেন তো যখন ইচ্ছা আমাকে বল্লেই আমি তাঁদের আনিয়ে দিতে পারি।

অশ্রুমতী। সেলিম, আমার কাকা এখানে আছেন? আমি তাঁকে একবার দেখ্‌ব।

সেলিম। আচ্ছা তাঁকে তুমি দেখ্‌তে পাবে।—দেখ অশ্রু আমি একটা মনের কথা তোমাকে খুলে বলি—আমি যে তোমায় এত যত্ন

কচ্চি, তার দরুণ তোমার কৃতজ্ঞতার উদয় হতে পারে—সে কার না হয়? - কিন্তু আমি তোমাকে যতদূর ভাল বাসি, যত দিন না আমি দেখি তুমি আমাকে ততদূর ভাল বাস, তত দিন আমি বিবাহের নাম পর্য্যন্ত কর্‌ব না।—সে বিবাহের পরিণাম কষ্ট ভিন্ন আর কিছুই হবে না।

অশ্রুমতী। (সজলনেত্রে) সেলিম—সেলিম—কি বল্লে সেলিম?—তুমি যতদূর ভাল বাস আমি ততদূর ভাল বাসি নে? - তুমি কতক্ষণে এখানে আসবে, কতক্ষণে তোমাকে দেখব, এই আশায় সমস্ত দিন যে আমি তোমার পথ চেয়ে থাকি—রাত্রিতে যখন ঘুমুই তখন তোমাকেই যে স্বপ্নে দেখি—তোমাকে দেখলে বাপ মার কষ্ট পর্য্যন্ত ভুলে যাই—একে কি সেলিম কৃতজ্ঞতা বলে?—এই যদি কৃতজ্ঞতা হয় তবে তাই।

সেলিম। না অশ্রু তুমি কেঁদ না—তোমার অশ্রুবিন্দু আমার হৃদয়ের রক্ত।—আমি এখন বুঝলেন তুমি আমাকে ভাল বাস। আমি যাই তোমার কাকাকে পঠিয়ে দিই গে।

(সেলিমের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সেলিমের শিবির সমীপস্থ একটী উদ্যান—সেই

উদ্যানের অভ্যন্তরস্থ সরোবরের ঘাটের

প্রস্তর-চাতালে

পৃথ্বীরাজ ও মলিনা উপবিষ্ট।

পৃথ্বীরাজ। দেখ মলিনা—এর উপায় কি বল দেখি?—রাজপুত-কুলে রাণা প্রতাপসিংহের নাম অকলঙ্ক ছিল—তিনিই আমাদের এত দিন মান রেখেছিলেন, তাঁর শুভ্র যশও মলিন হতে চল্ল—এ ভারি দুঃখের বিষয়। আমি সেদিনও তাঁকে লিখেছি—

"ক্ষত্রিয় সর্ব্বস্ব ধন বেচিল ক্ষত্রিয়
বিকাবে সে রত্ন কিগো চিতোর তুমিও?
কখন না কখন না—নাহি তাহে ভয়
চিতোর সম্ভ্রম রত্ন অটুট অক্ষয়।"

কিন্তু এখন যে বিলক্ষণ ভয় হচ্চে—চিতোরের সম্ভ্রমও যে আর থাকে না।

মলিনা। এতে প্রতাপসিংহের দোষ কি?—তাঁর মেয়েকে যে মুসলমানেরা হরণ করে এনেছে—তা তিনি তো জানেন না। তুমি পৃথ্বীরাজ যদি তাঁকে খবর পাঠিয়ে দিতে পার তো বড় ভাল হয়।

পৃথ্বী। তাঁকে খবর পাঠিয়ে দেওয়া বড় সহজ নয়—তিনি কোথায় পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্চেন, তাঁর সন্ধান কে পাবে বল?—তাঁকে খবর পাঠাতে পাঠাতে এ দিকে যদি কলঙ্কের ঢাক বেজে ওঠে তার উপায় কি? আমি এক জন বিশ্বাসী লোক পেলেই তাঁর কাছে পত্র পাঠাব।

মলিনা। দেখ, একটা কাজ করলে হতে পারে। রাজকুমারী অশ্রুমতীর বাড়ন্ত বয়স—এই সময় ভালবাসা লতার মত যাকেই প্রথমে সম্মুখে পায় তাকেই আশ্রয় করে, আর কখন অন্য সুপুরুষের সংসর্গে আসে নি, সেলিমকে দেখেই একেবারে ভুলে গেছে—এখন যদি একটি ভাল রাজপুত যুবার সঙ্গে ওঁর বিয়ে দেওয়া যায়, তা হলে বোধ হয় আর কোন মন্দ ঘটনা হতে পায় না। আর, রাজকুমারীর কাকাও এখানে আছেন, তিনি উদ্যোগ কর্‌লেও অনায়াসে হতে পারে।

পৃথ্বী। এ একটা নতুন কথা বলেছ--এ কথা আমার মনে আসলে উদয় হয় নি।—হ্যাঁ হ্যাঁ এই কথা তাঁর কাকাকে বল্‌চি। বেশ বলেছ। মলিনা তুমি যে একজন বিচক্ষণ মন্ত্রী হতে পার দেখচি।

মলিনা। পৃথ্বীরাজ তুমি আমাকে তোমার রাজ্যের মন্ত্রী কোরো—

পৃথ্বী। কি রকম মন্ত্রণা দেবে বল দেখি?

মলিনা। আমার মন্ত্রণা শুন্‌বে?—আমি বল্‌ব, পৃথ্বীরাজ তুমি রাজ্যের কাজ-টাজ ছেড়ে দিয়ে অষ্টপ্রহর আমার কাছে বসে থাক—যুদ্ধে গিয়ে কি হবে? তুমি আমার কাছে থাক, আমি তোমাকে কত গান শোনাব, কত গল্প করব—এই রকম কত মন্ত্রণা দেব।

পৃথ্বী। (হাসিয়া) বা এ বেশ মন্ত্রণা—এই রকম মন্ত্রণা দিলেই প্রতুল আর কি—যখন তুমি আমার মন্ত্রী হবে, তখন তো তুমি আমাকে কত গান শোনাবে—এখন আগাম কিছু শোনাও দেখি—তোমার সেই গানটি গাও তো মলিনা!—

মলিনা। সেইটে—সে দিন যেটা গাচ্ছিলেম?

পৃথ্বী। হ্যাঁ সেইটে।

মলিনা। আচ্ছা গাচ্চি।

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

এ সুখ-বসন্তে সই কেন লো এমন আপন-হারা বিবশা আহা-মরি! কুন্তল আলুথালু এলায়ে কপোলো-পরি!

হাসে চন্দ্র ঘুমন্ত জ্যোছনা-হাসি, ঢালে মল্লিকা সুরভি-রাশি রে—বোলে পাপিয়া পিউ পিউ—কূজে কোয়েলা কুহু কুহু রবে কুঞ্জে কুঞ্জে।

যদি হাসে চাঁদ মধুর হাসি রে, মলিন কেন হেরি ও মুখ-শশী লো—যদি গায় পাখী, তবে কেন সখি নীরবে রহিবি হায়।

আয় কুঞ্জে ফুটন্ত মালতী তুলি', গাঁথি' মালিকা দুজনে মিলিয়ে, গানে গানে পোহাইব রজনী সজনিরে।

পৃথ্বী। বড় মিষ্ট লাগ্‌ল—আর একটা গাও মলিনা।

মলিনা। কোন্‌টা গাব?

পৃথ্বী। যেটা তোমার ভাল লাগে—একটা আমোদের গান গাও।

মলিনা। আমোদের গান?———আচ্ছা গাচ্চি।

রাগিণী ঝিঁঝিট।

গহন কুসুম-কুঞ্জ মাঝে
মৃদুল মধুর বংশী বাজে
বিসরি ত্রাস লোক লাজে
সজনি! আও আও লো—

পিনহ চারু নীল বাস
হৃদয়ে প্রণয় কুসুম-রাশ
হরিণ নেত্রে বিমল হাস
কুঞ্জ বনমে যাও লো—

ঢালে কুসুম সুরভ-ভার,
ঢালে বিহগ সুরব-সার,
ঢালে ইন্দু অমৃত-ধার,
বিমল রজত ভাতি রে।

মন্দ মন্দ ভৃঙ্গ গুঞ্জে,
অযুত কুসুম কুঞ্জে কুঞ্জে
ফুটল সজনি পুঞ্জে পুঞ্জে
বকুল যূথি জাতি রে।

দেখলো সখি শ্যাম রায়
নয়নে প্রেম উথল যায়,
মধুর বদন অমৃত-সদন
চন্দ্রমায় নিন্দিছে।

আও আও সজনী-বৃন্দ
হেরব সখি শ্রীগোবিন্দ
শ্যামকো পদারবিন্দ
ভানুসিংহ বন্দিছে।

পৃথ্বী। তোমার গান শুন্‌লে আর কোথাও নড়তে ইচ্ছে করে না—কিন্তু দেখ মলিনা, অশ্রুমতীর বিবাহের বিষয় তুমি যে পরামর্শ দিয়েছ, তা আমার মনের সঙ্গে বড় মিলেছে সে বিষয় শক্তসিংহের সঙ্গে একবার কথা কয়ে দেখ্‌তে হবে—এই ব্যালা যাই, কি বল?

মলিনা। এর মধ্যেই যাবে পৃথ্বীরাজ?—আচ্ছা যাও—আমিও চল্লেম—কাল আবার আস্‌বে তো?

পৃথ্বী। আস্‌ব বৈ কি—এই বিষয়টা স্থির করতে পারলেই আমি এখন নিশ্চিন্ত হই।

মলিনা। (স্বগত) আ! পৃথ্বীরাজকে পেলে যেন আমি স্বর্গ হাতে পাই—এক মুহূর্ত্তের জন্যও কি ওঁকে ছাড়তে ইচ্ছে করে?—কাল এই সময়টা কতক্ষণে আবার আস্‌বে——

(মলিনার প্রস্থান।)

পৃথ্বী। গান শুনে আমোদ হল বটে কিন্তু হৃদয়ের ভার কিছুই কম্‌ল না—বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আমার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা—তাঁকে প্রাণ থাক্‌তে আমি কখনই কলঙ্কিত হতে দেব না। তাঁর বীরত্ব নিয়েই আমার কবিতা জীবিত রয়েছে—যাই এ বিষয়ে শক্তসিংহের সহিত পরামর্শ করি গে। না, আগে একবার সুলতান সেলিমের কাছে যাই—যদি মুক্তিমুদ্রা দিয়ে অশ্রুমতীকে খালাস করা যায় তারও চেষ্টা দেখা যাক্।

(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

সেলিমের শিবির।

সেলিম। (পদচারণ করিতে করিতে ফরিদের প্রতি) দেখ ফরিদ, অশ্রুমতীর হৃদয় তো এখন আমারই হয়েছে—আর কোন ভয় নেই—এখন তবে বিবাহের উদ্যোগ করতে আদেশ করা যাক্ না কেন।

ফরিদ। হুজুরালি!—আর একটু সবুর করুন, মেয়েমানুষের মন, এখনও কিছু বলা যায় না।—এমনি যদি বিবাহ করেন তা হলে তো আর কোন গোলই থাকে না—কিন্তু হুজুর যে পণ করেছেন, তার হৃদয় হস্তগত করে তবে তার পাণিগ্রহণ কর্‌বেন—সে বড় শক্ত পণ—রাজপুত হয়ে মুসলমানকে কি সহজে বিবাহ কর্‌তে চাবে?

সেলিম। ফরিদ, আমার আর সে সন্দেহ নেই—আমি সে বিষয় একটু সন্দেহ করেছিলেম বলে সে সরলা বালা কত অশ্রুপাত করলে।

ফরিদ। হুজুর বেয়াদবি মাঁপ করবেন—স্ত্রীলোকের অভ্যস্ত অশ্রুর কোন কিম্মৎ নেই—ও পথে ঘাটে যেখানে সেখানে ছড়াছড়ি, ডাকিনীরাও অমন অশ্রু যখন তখন ফেল্‌তে পারে।

সেলিম। ফরিদ তুমি জান না তাই ও কথা বল্‌চ, সে বালা মূর্ত্তিমতী সরলতা—আমি তার কথায় কোন সন্দেহ করিনে—সহস্র রাজ-

পুত তার বিবাহের প্রার্থী হোক্ না, আমি তাতে কোন ভয় করিনে— আমি বেশ জানি সে তাদের মুখ দর্শনও করবে না।

ফরিদ। সেরূপ ঘটনা যদি কখন উপস্থিত হয় তখনই বোঝা যাবে—এখন হুজুরের বিশ্বাসের উপর আমার কথা কওয়া উচিত হয় না।

রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। বিকানিয়রের রাজকুমার পৃথ্বীরাজ হুজুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

সেলিম। আচ্ছা তাঁকে আস্‌তে বল।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

সেলিম। কি সংবাদ রাজকুমার?

পৃথ্বীরাজ। সুল্‌তান! আপনি যে মুক্তি মুদ্রার কথা বলেছিলেন, তা আমি সংগ্রহ করে এনেছি। এতে দশ জন রাজপুত বন্দী মুক্ত হবার কথা। সুলতান! আপনি জান্‌বেন আমার যথা-সর্ব্বস্ব বিক্রয় করে আমি এই পণ সংগ্রহ করেছি।

সেলিম। তোমার উদারতা প্রশংসনীয়—কিন্তু উদারতায় আমাকে অতিক্রম কর্‌তে পার্‌বে না। তোমার পণ তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাও, তুমি তো মুক্ত হলেই, আর দশ জন কেন—আরও এক শত জন রাজপুত বন্দীকে আমি মুক্তি দিলেম, তুমি এখনি নিয়ে যাও।

পৃথ্বীরাজ। সুলতান!—আপনার অসাধারণ উদারতায় আমি আপনার নিকট চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ হলেম। ৯৯ জন রাজপুতের মুক্তি হতে একটু বিলম্ব হলেও ক্ষতি নাই—অগ্রে সেই রাজপুত বালিকা অশ্রুমতী মুক্ত হলেই বড় সুখী হই।

সেলিম। কি! রাজকুমার, অশ্রুমতীর মুক্তির কথা তুমি বল্‌চ?—আমার কথা বুঝতে তোমার ভ্রম হয়েছে দেখ্‌ছি!—আমি ১০০ জন রাজপুত পুরুষের কথা বলেছিলেম—রাজপুত স্ত্রীর কথা তো আমি বলি নি?—অশ্রুমতীর বিনিময়ে তুমি কি পণ দিতে পার? তোমার ক্ষুদ্র রাজ্য বিক্রয় করলেও তো সে পণ সংগ্রহ হতে পারে না—তোমার রাজ্য কি, সমস্ত মেবারও তার উপযুক্ত মূল্য হতে পারে না—তবে তুমি আর কি পণ দেবে?

পৃথ্বীরাজ। সুলতান! অশ্রুমতীর মুক্তির জন্য আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর্‌তে পারি!

সেলিম। কি! প্রাণ পণ?—রাজকুমার, তুমি পাগলের মত কি বক্‌চ? ও সব প্রলাপ বাক্য আমার কাছে বোলো না—তুমি যদি আরও ১০০ জন রাজপুত পুরুষের মুক্তি প্রার্থনা কর—তো এখনি আমি অনুমতি দিচ্চি—কিন্তু ও কথা আমার কাছে মুখেও এন না।

(সেলিমের বেগে প্রস্থান।)

ফরিদ। আহা মেয়েটির জন্য আমার বড় কষ্ট হয়—সে কথা ভাবতে গেলে চক্ষে জল আসে—আহা! মেয়েটি হল রাজপুতবংশের—

আমাদের সুলতান হলেন মুসলমান, এ মিলনে কোন সুখ নেই—এ বিষয় আমাদের ধর্ম্মেতেও নিষেধ আছে।

পৃথ্বীরাজ। সুলতানের সে দিকে লক্ষ্য আছে না কি? তুমি বল কি ফরিদ?

ফরিদ। মানুষের মন বলা যায় না তো, এর পর কি হয় কে বলতে পারে—

পৃথ্বীরাজ। কি ভয়ানক! শীঘ্র এর একটা উপায় কর্‌তে হবে।

পৃথ্বীরাজের প্রস্থান ও সেলিমের
পুনঃপ্রবেশ।

সেলিম। কি স্পর্দ্ধার কথা!—"অশ্রুমতীকে মুক্ত করতে পার্‌লেই সুখী হই" "অশ্রুমতীর জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করতে পারি।"

ফরিদ। আজ্ঞা হুজুর ওকথা-গুল আমারও বড় ভাল ঠেকল না—

সেলিম। তোমার সব তাতেই সন্দেহ—অশ্রুমতীর প্রতি ওর লক্ষ্য থাকৃতে পারে কিন্তু আমি বেশ বলতে পারি, অশ্রুমতীর হৃদয়ে আমি ছাড়া আর কেউই স্থান পাবে না।

ফরিদ। হুজুর অবিশ্যি আসল অবস্থা আমার চেয়ে ভাল জানেন। তবে, "সুখী" হবার কথা, আর "প্রাণ পণের" কথা শুনেই একটু চম্‌কে গিয়েছিলাম, যেহেতু হুজুর, আমার এই সংস্কার, যে, এক হাতে কখন তালি বাজে না।

সেলিম। যাও যাও, তোমার ও সব কথা রেখে দাও—অশ্রুমতীর উপর যে দিন আমার সন্দেহ হবে, সে দিন আমি জান্‌ব সরলতা ব'লে পৃথিবীতে কোন পদার্থই নেই।

(সেলিমের প্রস্থান।)

ফরিদ। পৃথ্বীরাজের সঙ্গে আমার একটু ভাব কর্‌তে হবে, দুই দিকেই টোপ্ ফেলি, দেখি কোন্ দিকে লেগে যায়। ফরিদ খাঁর মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া বড় সহজ নয়!

(ফরিদের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজপথ।

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। (স্বগত) দাদাই রাজপুত কুলের মর্য্যাদা সম্ভ্রম এত দিন বজায় রেখেছিলেন—আর তো প্রায় উচ্চ বংশের সমস্ত রাজপুতই বাদশার নিকট কন্যা ভগিনী বিক্রয় করে পতিত হয়েছে। কিন্তু আমাদের

বংশের সে মর্য্যাদা বোধ হয় আর থাকে না। এখন কি ক'রা যায়? কি ক'রে অশ্রুমতীকে উদ্ধার করা যায়?—যদি বল পূর্ব্বক নিয়ে যাবার চেষ্টা করি, আর যদি তাতে কৃতকার্য্য না হই তা হলে আরও ভয়ানক হবে। এ অন্য কিছু নয় যে আবার পুনরুদ্ধার হতে পারে—যদি স্ত্রীলোকের সম্ভ্রম একবার নষ্ট হয়, তা আর ফেরবার নয়—সে কলঙ্ক আমাদের কুল-পরম্পরায় প্রবাহিত হবে। প্রথমে সহজ উপায়ই অবলম্বন করা যাক্। এই ব্যালা যদি কোন রাজপুতের সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ফেলা যায়, তা হলে বোধ হয় ফাঁড়াটা কেটে যেতেও পারে—এখানে তেমন সুপাত্রই বা কোথায়? (চিন্তা করিয়া) কেন পৃথ্বীরাজ!—ঠিক্ হয়েছে—রূপে গুণে কুলে পৃথ্বীরাজের মত পাত্র পাওয়া বড় সহজ নয়। এই যে পৃথ্বীরাজই এই দিকে আস্‌চেন দেখ্‌ছি।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

শক্তসিংহ। কোথায় যাওয়া হচ্চে?

পৃথ্বী। তোমার নিকটেই আস্‌ছিলেম। তা এখানে দেখা হল ভালই হল। কি সর্ব্বনাশ হয়েছে বল দেখি?—চিতোরের যে সম্ভ্রম এতদিন ছিল—সে সম্ভ্রম আর থাকে না। তুমি তো প্রতাপসিংহের ভ্রাতা, তোমার তো এতে কষ্ট হতেই পারে—তোমার চেয়ে আমার কষ্ট বোধ হয় কিছুমাত্র কম হবে না।——প্রতাপসিংহ আমার কবিতার একমাত্র নায়ক—আমার হৃদয়-মন্দিরের আরাধ্য-

দেবতা —তাঁতে যে কোন কলঙ্ক স্পর্শ হবে, এ তো আমার প্রাণ থাক্‌তে সহ্য হবে না।

শক্তসিংহ। সত্য, আমাদের বংশ-মর্য্যাদা বুঝি আর থাকে না—এখন কি করা যায় ভেবে পাচ্চি নে—এই বিপদ হতে কি করে উদ্ধার হওয়া যায় বল দেখি? তুমি কি কিছু ভেবেচ পৃথ্বীরাজ?

পৃথ্বী। আমি কি স্থির করেছি শোন—একটি ভাল রাজপুত পাত্র সন্ধান ক'রে এখনি অশ্রুমতীর বিয়ে দাও—আমি সেলিমের যে রকম ভাব দেখে এলেম তাতে লক্ষণ বড় ভাল ঠেক্‌ল না।

শক্ত। আমাদের দুজনের মতই তবে এক হয়েছে—আমিও তাই ভাবছিলেম। তবে তোমার চেয়েও আর একটু আমি বেশি মাত্রা ভেবে রেখেছি।

পৃথ্বী। কি বল দেখি——

শক্ত। তুমি পাত্র সন্ধানের কথা বল্‌চ—আমি পাত্র পূর্ব্ব হতেই স্থির করে রেখেছি।

পৃথ্বী। তবে আর বিলম্ব কেন?—এখনি তার সঙ্গে বিবাহ দিয়ে ফেল। দেখ্‌তে শুনতে কি রকম বল দেখি?

শক্ত। পাত্রটি দেখ্‌তে শুন্‌তে অবিকল তোমার মত।

পৃথ্বী। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি! তার নাম কি?

শক্ত। তার নাম বিকানিয়ের-রাজকুমার শ্রীমান পৃথ্বীরাজসিংহ।

পৃথ্বী। কি! আমি! আমাকে লক্ষ্য করে বল্‌চ? সে

কি করে হবে? সে হতেই পারে না—আর কোন পাত্র তুমি অনুসন্ধান কর। ও কি কথা শক্তসিংহ?

শক্ত। তোমার তো কোন রাজপুতই এখানে অপরিচিত নেই—বল দেখি পৃথ্বীরাজ, অশ্রুমতীর যোগ্য পাত্র এখানে কোথায় পাওয়া যায়?—আর, তুমিই তো বল্‌ছিলে বিবাহটা যত শীঘ্র হয় ততই ভাল।

পৃথ্বী। (চিন্তামগ্ন হইয়া) তাতো আমি বল্‌ছিলেম, কিন্তু—কিন্তু—এ একটা নূতন কথা তুমি উপস্থিত করেছ, আমাকে ভাব্‌তে একটু সময় দাও। সে কি ক'রে হয়—কখনই হতে পারে না—দেখ শক্তসিংহ, আমি এর জন্য আদপে প্রস্তুত ছিলেম না।—পাত্রের অভাব কি?—নিদেন আমি একবার চেষ্টা করে দেখি—আমাকে তুমি আর এক দিনের সময় দাও—দেখ, একটি ভাল পাত্র আমি শীঘ্রই তোমার কাছে এনে উপস্থিত কচ্চি।

শক্ত। আচ্ছা, তুমি এক দিনের সময় নিলে, এর মধ্যে যদি অন্য যোগ্য পাত্র না আন্‌তে পার তো আমার প্রস্তাবই গ্রাহ্য হল বোলে আমি গণ্য কর্‌ব। কি বল?

পৃথ্বী। তা কোরো—পাত্রের ভাবনা কি—দেখ দেখি আমি তোমাকে এনে দিচ্চি।

শক্ত। এই তো কথা?

পৃথ্বী। হ্যাঁ—তার জন্য তুমি ভেব না।

শক্ত। এই কথার প্রতিভূ স্বরূপ—তোমার ডান হাত আমাকে দাও।

পৃথ্বী। এই নেও। (উভয়ে উভয়ের হস্তপীড়ন।)

পৃথ্বী। কিন্তু শেষ কালে যদি সেলিম এই বিবাহের পক্ষে কোন্ বাধা দেন, তার উপায় কি?

শক্ত। তা বোধ হয় দেবেন না।—তিনি অন্য মুসলমানের মত নন, তাঁর অন্তঃকরণ অত্যন্ত উদার। হল্‌দি-ঘাটের যুদ্ধে যখন দুই জন মোগল অশ্বারোহী আমার দাদাকে অনুসরণ করে, তখন আমি তাদের দলের মধ্যে মিশে তাদের বধ করে আমার দাদাকে রক্ষা করেছিলেম, তার পর ফিরে এলে যখন সেলিম আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন – সত্য ঘটনা কি হয়েছিল বল—আমি তাঁকে সমস্ত কথা খুলে বল্লেম, তাতে তিনি আমার ভ্রাতৃ-অনুরাগ দেখে আমার সমস্ত দোষ মার্জ্জনা করেছিলেন।

পৃথ্বী। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কতদূর উদার হবেন তাতে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে। খানিক ক্ষণ হল আমি মুক্তিমুদ্রা দিয়ে দশ জন রাজপুতের মুক্তির কথা তাঁর নিকট প্রস্তাব কর্‌তে গিয়েছিলেম—প্রথমে তিনি খুব উদারতা দেখালেন, তিনি বল্লেন তোমার মুক্তিমুদ্রা তুমি ফিরে নিয়ে যাও, দশ জন কেন, এক শ জনকে মুক্তি দিলেম। আমি এই কথায় খুব খুসি হলেম, আমি মনে কর্‌লেম এই এক শ জনের মধ্যে অশ্রুমতীও বুঝি এক জন। কিন্তু আমি যেই অশ্রুমতীর নাম করেছি, অমনি তাঁর সমস্ত উদারতা কোথায় উড়ে

গেল। তখন আবার তিনি মুক্তিমুদ্রার প্রস্তাব কর্‌লেন—স্বার এমন উচ্চ মূল্য চাইলেন যে তা দেওয়া আমাদের পক্ষে একেবারে অসম্ভব।

শক্ত। আচ্ছা তিনি অশ্রুমতীর মুক্তির জন্য যত খুসি উচ্চ মূল্য দাবি কর্‌তে পারেন, সে তাঁর অধিকার আছে—কিন্তু আমি যদি বলি আমি তার কাকা—আমি এই খান থেকেই তার বিবাহ দেব, তাতে তিনি কি উত্তর দেবেন?—তাতে অসম্মত হতে কি তাঁর চক্ষুলজ্জাও হবে না?

অন্তরাল হইতে ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। আপনারা যে এই বিবাহের প্রস্তাব করেছেন এ উত্তম প্রস্তাব।—এ বিষয়ে অসম্মত হতে সুলতান সেলিমেরও নিশ্চয়ই চক্ষু-লজ্জা হবে—আপনি ঠিক্ বলেছেন, আমি সর্ব্বদাই তাঁর কাছে থাকি, আমি তাঁর ভাব বিলক্ষণ জানি।

শক্ত। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) তুমি ফরিদ খাঁ এখানে কেন? আমাদের গুপ্ত কথায় তুমি কি সাহসে যোগ দাও, আমাদের গোপ-নীয় কথা তোমার শোন্‌বার কি অধিকার আছে?—তোমাকে এর সমুচিত প্রতিফল দিব।

ফরিদ। আপনি রুষ্ট হবেন না—অগ্রে আমার কথা শুনুন। আপনারা এমনি উৎসাহের সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে কথা কচ্চেন, আপনা-দের হুঁস নেই এটা রাজপথ, ভাগ্যি আমি মাত্র শুন্‌তে পেয়েছি

তাই রক্ষে—আপনি জানবেন, আপনাদের সঙ্গে এ বিষয়ে আমার বিলক্ষণ মনের মিল আছে—মুসলমানের সঙ্গে হিন্দুর বিবাহ আমাদের ধর্ম্মবিরুদ্ধ—সুলতানের বয়স অল্প, যদি তাঁর সে দুর্ম্মতি হয় কে বল্‌তে পারে—আমারও ইচ্ছে যে স্বজাতীয় কোন ব্যক্তির সঙ্গে আপনাদের রাজকুমারীর শীঘ্র বিবাহ হয়ে যায়—আমার মনের ভাব রাজকুমার পৃথ্বীরাজ বেশ জানেন।

পৃথ্বী। না শক্তসিংহ, ফরিদকে সন্দেহ কোরো না—আমাদের সঙ্গে এ বিষয়ে ওঁর বিলক্ষণ মনের মিল আছে বটে—আমি জানি।

শক্ত। ফরিদ খাঁ, তবে আমাকে মার্জ্জনা কর্‌বে, আমার অত্যন্ত রূঢ়তা হয়েছে।

ফরিদ। আমাকে আপনারা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবেন, সুলতানের কাছে বিবাহের প্রস্তাব করে দেখ্‌বেন, তাঁর কখনই তাতে অসম্মতি হবে না—এতেই বুঝ্‌তে পারবেন আমি সত্যি বল্‌চি কি মিথ্যে বল্‌চি।

শক্ত। এস আমরা এখন যাই।

(পৃথ্বী ও শক্তের প্রস্থান।)

ফরিদ। সুলতানের একবার হাত ছাড়া হলে হয়—তার পর তোমাদের সকলকেই কদলী প্রদর্শন করব।

(ফরিদের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সেলিমের শিবির।

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। (স্বগত) "প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করতে পারি!"—এখন মনে হচ্চে, কেন তার সেই অপদার্থ প্রাণকে এই তীক্ষ্ণ অসির আঘাতে সেই মুহূর্ত্তেই যমালয়ে প্রেরণ কল্লেম না——"প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করতে পারি!"————

রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। হজুর—রাজকুমার শক্তসিংহ উপস্থিত।

সেলিম। আচ্ছা তাঁকে নিয়ে এস।

রক্ষকের প্রস্থান ও শক্তসিংহের প্রবেশ।

সেলিম। কি মনে করে রাজকুমার?—তুমি তো কোন পণের প্রস্তাব নিয়ে আস নি?

শক্ত। না সুলতান্ আমি মুক্তি-পণের কথা বল্‌তে আসি নি। আমার আর এক প্রস্তাব আছে।

সেলিম। কি বল দেখি।

শক্ত। অশ্রুমতীর মুক্তি-প্রার্থনায় আমি আসি নি——আপনি তাকে পৃথক্ বাড়িতে যেরূপ যত্নে রেখেছেন, তাতে সে পক্ষে কিছুই বক্তব্য নেই। আমার প্রস্তাব এই—অশ্রুমতী আমার ভ্রাতুষ্কন্যা—সে এখন বিবাহের যোগ্য হয়ে উঠেছে—তার বিবাহের জন্য আমি একটি পাত্রের সন্ধান কচ্চি—যোগ্য পাত্র যদি পাওয়া যায় তো সে বিষয়ে আপনার মত কি তাই জিজ্ঞাসা কর্‌তে এসেছি।

সেলিম। এখানে সেরূপ যোগ্যপাত্র কোথায় পাবে?

শক্ত। আমি তার অনুসন্ধানে আছি।

সেলিম। আচ্ছা পাত্র স্থির করে আমাকে বোলো, যদি যোগ্য হয়—আর যদি তাকে বিবাহ কর্‌তে অশ্রুমতীর ইচ্ছা থাকে তো আমার তাতে কি আপত্তি হ'তে পারে?

শক্ত। তা হলেই হল। আমার আর কোন প্রার্থনা নাই।

সেলিম। কিন্তু দ্যাখ আমি বল-প্রয়োগের বড়ই বিরোধী—— বলপূর্ব্বক তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তুমি যে কারও সঙ্গে তার বিবাহ দেবে—আমি সে বিষয়ে কখনই অনুমোদন কর্‌ব না, তুমি তা বেশ জেনো। আমি দেখ তাকে সেরূপ বন্দীভাবে রাখি নি, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার অধিকার পর্য্যন্ত তোমাকে দিয়েছি। তুমি মাঝে মাঝে সেখানে যেও তোমাকে দেখ্‌লেও তার পিতা মাতার অভাব কতক্‌টা দুর হতে পারে।

শক্ত। আপনার যথেষ্ট অনুগ্রহ। আমি তবে এখন বিদায় হই

(শক্তের প্রস্থান।)

সেলিম। (স্বগত) আমি অশ্রুমতীকে বিলক্ষণ পরীক্ষা করে দেখেছি—তার হৃদয় আর কারও হবে না–সে বিষয়ে আমার কোন ভয় নাই। কিন্তু সেই পৃথ্বীরাজ—পৃথ্বীরাজ—তার বিষয় ফরিদ যে রকম ভাবে বল্‌ছিল, তা যদি সত্যি হয়—না—সে কোন কাজের কথা নয়, তা হলে আমি এত দিনে শুন্‌তে পেতেম। ও রকম সন্দেহ মনে স্থান দিলেও অশ্রুমতীর হৃদয়ের অপমান করা হয়।

(সেলিমের প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

দিল্লির প্রাসাদ।

পাত্র মিত্র সভাসদ্ লইয়া সম্রাট্

আক্‌বর আসীন।

আক্‌বর। প্রতাপসিংহ এখনও অবনত হলেন না?—সন্ধির প্রস্তাব ক'রে সে দিন যে আমাকে পত্র লিখেছিলেন সে কি তবে সমস্তই অলীক?

মোহ্বত খাঁ। না শাহেন-শা, সে তাঁর পত্র নয়—আমি পৃথ্বীরাজের কাছে শুনেছি, সে জাল-পত্র। শাহেন-শা, সহজেই যে প্রতাপসিংহ অবনতি স্বীকার করবেন এ কথা বিশ্বাস্য নয়—এখন সহায়হীন, নিঃসম্বল অবস্থায় পর্ব্বতের গুহায় গুহায় ব্যাঘ্র ভল্লুক বন্য পাহাড়িদের সঙ্গে তাঁকে একত্র বাস করতে হচ্চে—স্ত্রীপুত্র পরিবারের অন্নকষ্ট উপস্থিত, তথাপি তাঁর অহঙ্কারের এখনও খর্ব্ব হল না—আমরা একজন চরের মুখে সে দিন শুন্‌লেম যে, এই দারিদ্র্য দশাতেও তিনি রাজ-কায়্‌দা ছাড়েন নি। দুই চার খানি ঘাসের বীজের রুটি—এই তো তাঁর রাজ-ভোগ—তা, তাঁর অনুচরবর্গের সঙ্গে যখন একত্র আহারে বসেন, তখন তাদের মধ্যে যে কেউ কোন সন্তোষজনক কাজ করেছে, এরূপ যোগ্য ব্যক্তি দেখে তাঁর অন্নের প্রসাদ তাকে পুরস্কার স্বরূপ বিতরণ করাটিও আছে।

আক্‌বর। ধন্য প্রতাপ!

রাজপুত সভাসদ্‌গণ। শাহেন-শা—প্রতাপসিংহই আপনার উপযুক্ত শত্রু—তিনি যেন নিরর্থক আর কষ্ট না পান্—এই আমাদের মিনতি।

আক্‌বর। তাঁর দুরবস্থার কথা শুনে আমার হৃদয় আর্দ্র হয়েছে—অমন বীরের প্রতি অত্যাচার করা উচিত নয়।

মোহবত। তাঁর বীরত্ব দেখেও শাহেন-শা, আমরা চমৎকৃত হয়েছি—তাঁর এখন সৈন্য সামন্ত রীতিমত কিছুই নেই, তবু আমাদের সৈন্যেরা তাঁর প্রচ্ছন্ন বাস-গহ্বরের সন্ধান পেয়ে যদি কখন তার অনু-

সরণে যায় তিনি অমনি শৃঙ্গধ্বনি করেন, আর সেই ইঙ্গিতে কোথা হতে অসংখ্য পাহাড়ি ভীল চারি দিক থেকে এসে জমা হয়। একবার ফরিদ খাঁ এই রূপ অনুসরণ করতে গিয়ে তার সমস্ত সৈন্য একটা সঙ্কীর্ণ পর্ব্বত-পথে বিনষ্ট হয়।

এক জন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। শাহেন-শা রণস্থল হতে একজন আমাদের দূত উপস্থিত।

আক্‌বর। আস্‌তে বল।

দূতের প্রবেশ।

আক্‌বর। কি সংবাদ?

দূত। শাহেন-শা, সে সংবাদ দিতে ভয় হচ্ছে।

আক্‌বর। তুমি নির্ভয়ে বল।

দূত। শাহেন-শা সর্ব্বনাশ হয়েছে—প্রতাপসিংহ নিরাশ হয়ে মরুভূমি অঞ্চলে পলায়ন কচ্ছিলেন—পথিমধ্যে তাঁর মন্ত্রী ভাম-শা এসে তাঁর হস্তে বিস্তর অর্থ সমর্পণ করে—সেই অর্থে সৈন্য সংগ্রহ কোরে আবার প্রায় সমস্ত মেবারই পুনরুদ্ধার করেছেন। চিতোর, আজমীর আর মণ্ডলগড় ছাড়া উদয়পুর কমলমেরু প্রভৃতি সমস্তই আবার তাঁর হস্তগত হয়েছে। তিনি মানসিংহের রাজধানী অম্বর পর্য্যন্ত আক্রমণ কোরে অম্বরের প্রধান বাণিজ্যস্থান মালপুর লুঠ করেছেন।

আক্‌বর। (উঠিয়া) আমি প্রতাপসিংহের বীরত্বে চমৎকৃত হয়েছি—দূত, তুমি প্রতাপসিংহের নিকট যাও—গিয়ে তাঁকে বল যে আর আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কর্‌ব না - তিনি এখন নিঃশঙ্ক-চিত্তে কাল যাপন করুন।

দূত। শাহেন-শার হুকুম শিরোধার্য্য।

রাজপুত সভাসদ্‌গণ। ধন্য প্রতাপসিংহ—ধন্য আক্‌বর-শা—উভয়ই উভয়ের উপযুক্ত শত্রু।

(আক্‌বর শা পরে সকলের প্রস্থান।)

তৃতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুরের রাজ-কুটীর।

একটা ঘরে প্রতাপসিংহ ও

রাজমহিষী।

রাজমহিষী। মহারাজ! নিদ্রার সময়েও কি তোমার একটু আরাম নেই—কেবলি যুদ্ধের কথা?—সমস্ত রাত কাল তুমি মহারাঙ্গ—"ঐ চিতোর গেল"—"ঐ মুসলমানেরা আস্‌চে—ধর, মার" এই রকম ক্রমাগত ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে চীৎকার করেছ—এই রকম হ'লে শীঘ্রই যে একটা ব্যামো হবে। এখন তো প্রায় সমস্ত মেবারই ফিরে পাওয়া গেছে—তবে এখনও কিসের জন্য এত ভাবনা মহারাজ?

প্রতাপ। মহিষি! এখনও চিতোর উদ্ধার হয় নি—যত দিন না চিতোর উদ্ধার কর্‌তে পারব, তত দিন মহিষি আমার আরাম নাই—

বিরাম নাই—শান্তি নাই—নিদ্রা নাই। এই উদয়পুরের শিখর থেকে যখনি চিতোরের দুর্গপ্রাকার আমার দৃষ্টিগোচর হয়, তখনি আমার হৃদয়ে যে কি যন্ত্রণা উপস্থিত হয় তা আমিই জানি—আমার মনে হয় আমি নির্ব্বাসিত চির-প্রবাসী। যে চিতোর আমাদের পিতৃভূমি, যে চিতো-রের সঙ্গে আমার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কীর্ত্তি গৌরব জড়িত, যার শৈল-দেশ তাঁদের শোণিতধারায় ধৌত, সেই চিতোরের নিকট আমি এখন কি না একজন অপরিচিত বিদেশীমাত্র, তার সঙ্গে যেন আমার কোন সম্বন্ধই নাই, ওঃ মহিষি! এ কল্পনাটি মাত্র আমার অসহ্য! কাল আমি সমস্ত রাত এই চিতোরের স্বপ্ন দেখেছিলেম, কত চিত্রই যে আমার মনের মধ্যে একে একে উদয় হচ্চিল তা কি বল্‌ব।

রাজমহিষী। তাই মহারাজ তুমি এক একবার ঘুমতে ঘুমতে চেঁচিয়ে উঠ্‌ছিলে।—এখন বুঝ্‌তে পাল্লেম।

প্রতাপ। দেখ মহিষি, প্রথমে যুবা বাপ্পারাও—যাঁর বাহুবলে চিতোরের রাজমুকুট মৌর্য্যবংশ হতে প্রথম অর্জ্জিত হয়—সেই পূজনীয় বাপ্পারাও আমার মনশ্চক্ষের সমক্ষে সর্ব্ব প্রথমে উদয় হলেন, তার পর দেখ্‌লেম বীর-শ্রেষ্ঠ সমর-সিংহ রাজপুত স্বাধীনতার সেই শেষ দিনে কাগার-নদী-তীরে পৃথ্বীরাজের সহিত একত্র জীবন বিসর্জ্জন কর্‌বার জন্য যুদ্ধ-সজ্জায় সজ্জিত হচ্চেন—আবার দেখ্‌লেম, রাণা লক্ষ্মণ সিংহের দ্বাদশ পুত্র একে একে চিতোরের লোহিত পতাকা হস্তে ধারণ ক'রে চিতোরের দুরারোহ শৈল শিখর হতে শত্রুদের আক্রমণের জন্য বীরদর্পে অবতরণ কচ্চেন আর, চিতোরের অধি-

ষ্ঠাত্রী দেবী চিতোরের প্রাকার হ'তে সেই ভীষণ রক্তময় রণক্ষেত্রের উপর নেত্রপাত ক'রে আছেন—তার পর, বেদনোরের জয়মল ও কাইলবারের পত্তা—এই দুই অদ্বিতীয় বীর আমার মনশ্চক্ষে উপস্থিত হলো শেষ চিতোর-আক্রমণের সময় যখন আমাদের সমস্ত প্রধান বীর ধ্বংশ হয়ে গিয়ে পত্তার উপর নেতৃত্ব-ভার অর্পিত হল—পত্তার বীর-মাতা সেই চণ্ডাবৎকুলের ললনা তাঁর পুত্রকে বল্‌চেন, যাও বৎস—"রক্ত বস্ত্র পরিধান করে চিতোরের জন্য প্রাণ বিসর্জ্জন কর"- বোলেই, এই উপদেশের সঙ্গে নিজ দৃষ্টান্ত দেখাবার জন্য তিনি তাঁর নব-বিবাহিতা দুহিতাকে অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত কোরে আর স্বয়ং অসি হস্তে চিতোর-শৈল হ'তে অবতরণ কোরে মাতা ও দুহিতা একত্র রণশয্যায় শয়ন করলেন, তার পর জয়মলের উপর নেতৃত্ব ভার নিপতিত হল জয়মল বন্দুকের গুলিতে আহত হলেন, যখন তিনি দেখ্‌লেন জয়ের আর কোন আশা নাই—তখনও তিনি শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ না ক'রে ভীষণ "জহর" ক্রিয়ার আদেশ করলেন, অমনি আট হাজার রাজপুত শেষ-পানের খিলি একত্র খেয়ে, রক্তবস্ত্র পরিধান কোরে, চিতোরের-সিংহদ্বার উন্মোচন পূর্ব্বক মহাবেগে শত্রুগণকে আক্রমণ কর্‌লেন—তার মধ্যে এক জনও রণক্ষেত্র হতে ফিরে নিজ পরিহিত রক্ত বস্ত্রকে কলঙ্কিত হতে দিলে না। কিন্তু তার পরেই আবার দেখলেম চিতোরের প্রাকার ঘন মেঘরাশিতে আচ্ছন্ন হয়ে গেল—চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী "কাংরা রাণী" চিতোর পরিত্যাগ কর্‌লেন, দেখলেম, উদয় সিংহ—আমার হতভাগ্য পিতা উদয় সিংহ—যে শৈলভূমি তাঁর

পিতৃ-পুরুষের চির-কীর্ত্তির আলয়, সেই চিতোর-শৈল হ'তে পলায়ন কচ্চেন—তার পর—তার পর—দেখ্‌লেম অশ্রুমতীকে, আমার সেই হতভাগিনী অশ্রুমতীকে যেন মুসলমানেরা হরণ করে নিয়ে যাচ্চে। হঠাৎ এই খানে আমার নিদ্রা ভঙ্গ হল আর আমার হৃদয়ে কি একটা গভীর যাতনা উপস্থিত হল। মহিষি! অশ্রুমতীর জন্য——

রাজমহিষী। মহারাজ, অশ্রুমতীর কথা আর স্মরণ করিয়ে দিও না—তাকে নিশ্চয়ই বাঘে নিয়ে গেছে—তুমি আর ও-সব কথা আদপে ভেবো না—সে যা অদৃষ্টে ছিল তা হয়ে গেছে—আমি যে কি করব তা ভেবে পাচ্চি নে—কি কর্‌লে যে ও-সব কথা তুমি ভুলে থাক তা আমি ভেবে পাই নে—আমার কি মোহিনী শক্তি আছে মহারাজ যে তোমাকে আমি ভুলিয়ে রাখ্‌তে পারি।

প্রতাপ। তোমার কি মোহিনী শক্তি আছে বল্‌চ?—তুমি যদি না থাক্‌তে মহিষি তা হলে আমার যে কি ভয়ানক কষ্ট হত তা আমিই জানি, তা হলে এত দিন কি আমি জীবিত থাক্‌তে পারতেম?—তোমার ঐ মুখ দেখেই আমি অনেক সময় আমার মর্ম্মান্তিক যাতনা সকল ভুলে থাকি।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাজ!—আক্‌বর-শার নিকট হতে একজন দূত এসেছেন——

প্রতাপ। দূত?—সন্ধির প্রস্তাব?—বল গে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কোন ফল নাই।

রাজমহিষী। মহারাজ—কি প্রস্তাব নিয়ে দূত এসেছে একবার শোনোই না কেন—তাতে দোষ কি?

প্রতাপ। আচ্ছা তাকে আস্‌তে বল।

মহিষী। আমি এখন ঐ দিকে যাই।

মহিষীর প্রস্থান ও দূতের প্রবেশ।

প্রতাপ। কি সংবাদ?

দূত। মহারাজ, শাহেন-শা বাদশা আক্‌বর-শার নিকট হতে আমি আস্‌চি। আপনার নিকট যে কথা বল্‌তে তিনি আমাকে আদেশ করেছেন তা শ্রবণ করুন।

প্রতাপ। আচ্ছা বল।

দূত। মহারাজ, আপনি স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যেরূপ ভয়ানক কষ্ট সহ্য কচ্চেন, তা শুনে তাঁর হৃদয় বিগলিত হয়েছে—তিনি আর আপনার প্রতি কোন অত্যাচার করবেন না—আপনি এখন নিঃশঙ্ক-চিত্তে কালযাপন করুন।

প্রতাপ। দূত!—ক্ষান্ত হও, আর আমি শুনতে চাইনে। যথেষ্ট হয়েছে। এ ছাড়া আর কোন কথা আছে?

দূত। না মহারাজ!

প্রতাপ। তবে তুমি এখন বিদায় হতে পার। তোমার প্রভু

আক্‌বর শাঁকে বোলো, কবে রণক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তার জন্যই আমি প্রতীক্ষা করে আছি—সূর্য্যবংশীয় রাণা প্রতাপসিংহ তাঁর কৃপার আকাঙ্ক্ষী নন।

দূত। মহারাজ তবে আমি বিদায় হই।

(দূতের প্রস্থান।)

প্রতাপ। (উঠিয়া) কি! আমার প্রতি আক্‌বরের কৃপা? বরঞ্চ আমি শত্রুর ঘৃণা সইতে প্যারি—অবজ্ঞা সইতে পারি—অবমাননা সইতে পারি—কিন্তু শত্রুর কৃপা আমার অসহ্য!——শত্রুর কৃপা-পাত্র হওয়া অপেক্ষা পৃথিবীতে অসহ্য যন্ত্রণা আর কিছুই নেই। বরঞ্চ শতবার মৃত্যুযন্ত্রণাও প্রার্থনীয়, তথাপি মেবারের রাণা প্রতাপসিংহ কোন মর্ত্ত্য মানবের কৃপার ভিখারী কখনই হবে না।

(প্রতাপ সিংহের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডলগড়ে সেলিমের

শিবির।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বী। (পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) এক দিন তো গত হয়েছে—কাল্‌কের মধ্যে শক্তসিংহের নিকট পাত্র নিয়ে আস্‌বার আমার কথা ছিল—কিন্তু যে সকল পাত্রকে লক্ষ্য করে আমি বলেছিলেম—তাদের সকলের কাছ থেকেই তো নিরাশ হয়ে আসা গেল, এখন কি করি, শক্তসিংহ এলেই তো এখন তাঁর হস্তে বিনা ওজরে আত্মসমর্পণ কর্‌তে হবে—সে অবলা বালা আমার মুখ-পানে সতৃষ্ণনয়নে চেয়ে রয়েছে যে কবে আমি তাকে বিবাহ কর্‌ব—এখন কি তাকে নিরাশ কর্‌তে পারি? তার সমস্ত সুখের আশা আমার উপর নির্ভর কচ্চে—সে-সব আমি এখন কি করে কঠোর হস্তে উন্মূলিত কর্‌ব? সে আমাকে সুখী কর্‌বার জন্য কত চেষ্টা করে, তার প্রতিদান কি শেষকালে আমি এই কল্লেম? অশ্রুমতীর বিবাহের কথা সেই তো আগে আমার নিকট প্রস্তাব করে, আর কি না শেষকালে তারই প্রতি এই ব্যবহার? তার ধন যে অন্য কারও আবার হতে পারে, এ সন্দেহ মাত্র তার মনে উদয় হয় নি বল্লেই বিশ্বস্ত-

চিত্তে সে ঐরূপ প্রস্তাব করেছিল—সে তখন স্বপ্নেও ভাবে নি যে, তারই শেষকালে সর্ব্বনাশ হবে। কেন আমি শক্তসিংহকে কথা দিতে গিয়েছিলেম? কি ভয়ানক নির্বুদ্ধিতার কাজ করেছি! এখন কি সে-কথার অন্যথা কর্‌তে পারি? না—তাই বা কি করে হয়। আবার এদিকে প্রতাপসিংহের কলঙ্ক আমার প্রাণ থাক্‌তেই বা কি করে দেখি?—ওঃ এমন দ্বৈধ অবস্থার যন্ত্রণা যেন শত্রুকেও ভোগ কর্‌তে না হয়—আমার কাল সমস্ত রাত্রি মনে হচ্ছিল যেন এ রাত্রি আর না পোহায়—কিন্তু তাও পোহাল। অন্যের পক্ষে যে প্রভাত হাস্যময় সুখকর—আমার নিকট তা আজ করাল কালরাত্রির মত ভীষণ বলে মনে হচ্চে। যদি শক্তসিংহ আর কোন পাত্র পেয়ে থাকেন—কিম্বা তাঁর যদি কোন বিপদ হয়ে থাকে——সেই জন্যই কি তাঁর আস্‌তে বিলম্ব হচ্চে? ও কে? ঐ যে শক্তসিংহই এই দিকে আস্‌চেন—কি সর্ব্বনাশ!—কি সর্ব্বনাশ!

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। কৈ পৃথ্বীরাজ, পাত্র কৈ?

পৃথ্বী। পাত্র——পাত্র——তা——

শক্ত। সে কি কথা—তুমি সব ভুলে গেছ না কি?

পৃথ্বী। শক্তসিংহ, তুমি কি সন্ধান করে কোন পাত্র পেলে না?

শক্ত। সে কি পৃথ্বীরাজ—তোমাকে তো আমি পূর্ব্বেই বলে-

ছিলেম যে আমার সন্ধানে কোন পাত্র নেই—তুমিই তো মহা উৎসাহের সহিত বল্লে যে, পাত্রের অভাব কি—আমি কাল্‌কের মধ্যেই এনে দিচ্চি—তা সব ভুলে গেছ না কি?

পৃথ্বী। না, ভুলি নি।

শক্ত। তবে?

পৃথ্বী। তবে আর কি? পাইনি—এই মাত্র।

শক্ত। পাইনি এইমাত্র? না পেলে কি অঙ্গীকারে বদ্ধ আছ তা স্মরণ আছে?

পৃথ্বী। আছে—কিন্তু————

শক্ত। আবার কিন্তু কি?—আছে যখন বলেছ তখনই যথেষ্ট হয়েছে। পাত্রের জন্য এত ভাবছিলে কেন—পাত্র তো ঠিক হয়েই রয়েছে—আর এমন উপযুক্ত পাত্রই বা আর কোথায় পাওয়া যেত। চুপ করে রইলে যে?—একটা উত্তর দাও।

পৃথ্বী। উত্তর আর কি, অগত্যা তোমার হাতেই আত্মসমর্পণ—

শক্ত। সেকি পৃথ্বীরাজ—তুমি বিবাহ কর্‌তে যাচ্চ, না কেউ তোমাকে বলি দিতে নিয়ে যাচ্চে? এতে "অগত্যাই" বা কেন—"আত্মসমর্পণই" বা কেন?—আমি তো তোমার কিছু ভাব বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

পৃথ্বী। শক্তসিংহ তোমাকে তবে মনের কথা খুলে বলি। আমার মনে হচ্চে সত্যি সত্যিই যেন আমাকে কেউ বলি দিতে নিয়ে যাচ্চে। এই বিবাহে সত্যই আমার হৃদয়ের বলিদান হবে।

শক্ত। হৃদয়ের বলিদান?—তবে আর কাকেও বিবাহ করবে বোলে বাক্‌দত্ত হয়ে আছ না কি?

পৃথ্বী। তা ঠিক নয়—তবে, ভাব-ভক্তিতে একজনকে যেন আশা দিয়েছি। সে এক রকম কথা দেওয়াই বল্‌তে হবে।

শক্ত। বাক্‌দত্ত হও নি—তোমার ভাব-ভক্তিতে একজনের আশার উদ্রেক হয়েছে মাত্র—হো হো হো (হাস্য) এতেই তুমি ভেবে আকুল?—হো হো হো—তোমার মত কবির মুখেই এ কথা শোভা পায়! একজনের ব্যবহারে কত লোকে কত না আশা করে—তাই বোলে তার জন্য কেউ কখন দায়ী হতে পারে না।

পৃথ্বী। কি শক্তসিংহ—তুমি যে হেসেই উড়িয়ে দিচ্চ? একজন সম্পূর্ণ রূপে আমার উপর আশা ক'রে আছে, আমি কি ক'রে তার আশা ভঙ্গ করি বল দিকি? আমার সঙ্গে যখন তার দেখা হবে, তখন কি আমি আর তার কাছে মুখ দেখাতে পারব?

শক্ত। ও! চক্ষু-লজ্জা হবে এই মাত্র? এখন তবে তোমার হৃদয়-বলিদানের মর্ম্ম বুঝ্‌তে পাল্লেম, তোমরা কবি মানুষ, তিলকে তাল কর্‌তে বড় ভাল বাসো। তুমি কল্পনা-চক্ষে দেখ্‌ছ যেন তুমি তাকে হৃদয় সমর্পণ করেছ—কিন্তু তুমি যদি আপনাকে ভাল ক'রে তলিয়ে দেখ তো বুঝ্‌তে পারবে যে, তোমার ভালবাসা এখনও চোখের উপর ভাস্‌চে—এখনও হৃদয় পর্য্যন্ত তলায় নি।

পৃথ্বী। শক্তসিংহ, তুমি উপহাস কোরো না—আমার সে ভাল বাসা অতলস্পর্শ। আমার মনের ভাব তুমি কি বুঝ্‌বে?

শক্ত। আচ্ছা কে তোমার প্রেমের পাত্র বল দেখি—তা বল্‌তে কিছু আপত্তি আছে ?

পৃথ্বী। মলিনা ব'লে একটি সম্ভ্রান্ত রাজপুত ললনা।

শক্ত। ও!—আমাদের মলিনা ?—অশ্রুমতীর সখীর কথা কি তুমি বল্‌চ ? তার সঙ্গে তো আমার প্রায়ই দেখা শুনো হয়।

পৃথ্বী! হ্যাঁ সেই বটে।

শক্ত। হো হো হো হো (হাস্য) অশ্রুমতী, আমাদের অশ্রুমতীর সঙ্গে তুমি তার তুলনা কচ্চ ? তুমি কি অশ্রুমতীকে দেখেচ ?

পৃথ্বী। না।

শক্ত। ওঃ! তাই ও কথা বল্‌চ। আগে একবার দেখ তার পরে সব বুঝ্‌তে পারবে।

পৃথ্বী। তুমি এখন যা বল্‌বে কাজেই আমাকে তাই কর্‌তে হবে। প্রথমে কি কর্‌তে হবে বল।

শক্ত। প্রথমে অশ্রুমতীর সঙ্গে তোমার দেখা কর্‌তে হবে।

পৃথ্বী। তা কি করে হবে ?—চারি দিকে প্রহরী রয়েছে।

শক্ত। আমার সেখানে প্রবেশ করবার অধিকার আছে, আমি যাকে ইচ্ছে সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারি—তাতে কেউ বাধা দেবে না।

পৃথ্বী। কিন্তু শক্তসিংহ, আমি প্রেমের কথা তাঁর কাছে কিছুই বল্‌তে পার্‌ব না—হৃদয়ের কথা তো আর টেনে-বুনে হতে পারে না—হৃদয়ে ঠিক্ সেরূপ অনুভব না কর্‌লে কি তার কথা যোগায় ?

শক্ত। আচ্ছা সে সব কথা প্রথমে কাজ নেই—তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের সূত্রপাত আমি আগে থাক্‌তে করে এসেছি, সেখানে গিয়ে দেখ্‌বে সেরূপ অপ্রস্তুত ভাব আদপে মনে হবে না। অশ্রুমতী পিতা মাতার সংবাদ পাবার জন্য বড়ই আকুল—সে আমাকে সে বিষয় জিজ্ঞাসা করাতে আমি তাকে বলেছি যে "তোমার পিতার একজন পরম বন্ধু এখানে আছেন, তিনি মাঝে মাঝে তাঁর কাছে থেকে পত্র পান, আমি তাঁকেই তোমার কাছে পাঠিয়ে দেব—তুমি তার কাছ থেকে সব খবর পাবে"—এই রকম কথা হয়ে আছে, এখন তোমার সেখানে যেতে আর বাধো-বাধো ঠেক্‌বে না—কেন না, সাক্ষাতের একটা সূত্রপাত পূর্ব্ব হতেই হয়ে আছে।

পৃথ্বী। আচ্ছা, তবে——

শক্ত। এই তবে কথা রইল, আমি এখন চল্লেম।

(শক্তসিংহের প্রস্থান।)

পৃথ্বী। (স্বগত) একবার দেখা কর্‌তে কি ক্ষতি? মলিনাকে আমার হৃদয় হতে তো কেউই অন্তর্হিত কর্‌তে পার্‌বে না।

(পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অশ্রুমতীর ভবন।

শক্তসিংহ ও পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

শক্ত। তুমি এই ঘরে বোসো—আমি অশ্রুমতীকে ডেকে দিচ্চি।

(শক্তসিংহের প্রস্থান।)

পৃথ্বী। (স্বগত) মলিনার সঙ্গে দেখা হয় তো আমি কি বল্‌ব?—কেন?—আমি অশ্রুমতীকে তাঁর পিতা মাতার সম্বাদ দিতে এসেছি বৈ তো আর কিছুই নয়—বাস্তবিকও আমার মনে এখন অন্য ভাব নেই—তবে মলিনা এখানে এলেই বা কি ক্ষতি?—ঐ যে অশ্রুমতী এই দিকে আস্‌চেন—উঃ—কি সৌন্দর্য্য-ছটা—যে দিক দিয়ে আস্‌চেন সেই দিক্‌টাই যেন একেবারে আলো হয়ে যাচ্চে—আহা! ——

"হেথায় হোথায়, মলয়ের বায়ে
কোথায় অলকা যেতেছে ছুটি,
ভাবেতে গলিয়ে পড়িছে ঢলিয়ে
টানা টানা বাঁকা নয়ন দুটি।

. সরলতা সনে মাধুরী মিশায়ে
চারুতার তুলি ধরিয়ে করে,
সরু সরু মরি ভুরু দুটি যেন,
এঁকে কে দিয়েছে নয়ন পরে।”

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। কাল আমাকে কাকা বল্লেন যে তুমি আমার বাপ মায়ের সম্বাদ বল্‌তে পার—তাই তোমার কাছে আমি এসেছি—

পৃথ্বী। হ্যাঁ রাজকুমারি আমিও সেই জন্যে এসেছি।

অশ্রু। তুমি এইখানে বোসো না—ভাল হয়ে বোসো।

উভয়ের উপবেশন।

অশ্রু। তাঁরা কেমন আছেন?

পৃথ্বী। আমি রাণা প্রতাপসিংহের কাছ থেকে এর মধ্যে কোন পত্র পাই নি—কিন্তু আমার একজন বন্ধুর পত্রে অবগত হলেম যে তাঁর বড় ব্যারাম হয়েছে—

অশ্রু। ব্যারাম?—(স্বগত) কি হবে?—আমি থাক্‌লে তাঁর কত সেবা কর্‌তেম—এখন কি করি?—সেলিমকে বলি—তাঁকে বল্লে তিনি কি আমাকে নিয়ে যাবেন না? ওঃ! (প্রকাশ্যে) মা কেমন আছেন?

সেলিম ও ফরিদ খাঁর প্রবেশ।

সেলিম। পৃথ্বীরাজ!—এখানে তুমি কার আদেশে এলে?—এখানে তোমার কি প্রয়োজন?—জান না এখানে যার-তার আস্‌বার অনুমতি নেই।

পৃথ্বী। (উঠিয়া) আমাকে শক্তসিংহ এখানে নিয়ে এসেছেন—আমি স্বয়ং এখানে আসি নি।

সেলিম। এখান থেকে এখনি প্রস্থান কর, নচেৎ (অসি নিষ্কোষিত করিয়া)

অশ্রু। (ত্রস্তভাবে) ও কি সেলিম!—ও কি সেলিম!—

পৃথ্বী। (অসি খুলিয়া) সুলতান! আমি একজন রাজপুত পুরুষ আপনার যেন স্মরণ থাকে; পাছে রাজকুমারী ভয় পান, এই জন্যই আমি কোন দ্বিরুক্তি না করেই প্রস্থান কল্লেম। শক্তসিংহকে জিজ্ঞাসা কর্‌বেন আমি আপনার ইচ্ছায় এসেছি কি না।

(পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।)

অশ্রুমতী। (স্বগত) সেলিম যদি একলা থাক্‌তেন তো আমি তাঁকে বাপ মার কাছে আমাকে একবার নিয়ে যেতে অনুরোধ করতেম। ফরিদ কেন আবার এই সময়ে এখানে এল? যদি তাঁর ব্যাম বেড়ে ওঠে—যদি তাঁর সঙ্গে আমার আর না দেখা হয়—যাই এখন——

(অশ্রুমতীর সজলনয়নে প্রস্থান।)

ফরিদ। কি সাহসে ও ব্যাটা এখানে এল ?—কি স্পর্দ্ধা! একটা কথা কি শুন্‌তে পেয়েছিলেন হুজুর ?——"পাছে রাজকুমারী ভয় পান"। এ সব কথা শুন্‌লে আমারই রাগ হয়, হুজুরের তো হবেই।

সেলিম। আমি সে কথা ভাবি নে—অশ্রুমতী কেন সজলনয়নে চলে গেলেন তাই ভাব্‌চি।

ফরিদ। আর কিছুই নয়—এই একটা কাটাকাটি হবার উপক্রম হয়েছিল তাই—স্ত্রীলোকের কোমল মন, ওরকম তো হতেই পারে—কিন্তু—এর আগেও যখন আমরা দূর থেকে লুকিয়ে দেখছিলেম, তখন ঘন ঘন দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ছিল, সেই এক কথা—তা হুজুর ও-সব কিছুই ভাব্‌বেন না—ও কিছুই নয়। সে সব হুজুর আমি কিছু ভাবি নে—তবে ঐ ব্যাটার কথায় বড় গা জ্বলে যায়—"অশ্রুমতীর মুক্তি হলে সুখী হব"——"প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কর্‌তে পারি"——"রাজকুমারী পাছে ভয় পান"—এগুল কি কথা ?

সেলিম। ওকে কে এখানে আস্‌তে দিলে? শক্তসিংহকেই আমি এখানে আস্‌বার অধিকার দিয়েছি—তিনি কার হুকুমে ওকে এখানে আসতে দিলেন আমি এখনি জান্‌তে চাই—যাও ফরিদ শক্তসিংহকে এখনি আমার কাছে নিয়ে এস।

ফরিদ। যে আজ্ঞা হুজুর।

সেলিম। ফরিদ এর আগেও কি তুমি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেল্‌তে দেখেছিলে ?

ফরিদ। তা তো সেই সময় হজুরও লক্ষ্য করেছিলেন।

সেলিম। ওঃ! — ওঃ!——

(সেলিম ও ফরিদের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিবিরমধ্যে সেলিমের ঘর।

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। (স্বগত) প্রেমিকের মনে একটুতেই কত রকম সন্দেহ হয়, এ কেবল আমার কল্পনা। আহা! সে সরলার উপর কি কারও কখনও সন্দেহ হতে পারে? কিন্তু এত লোক থাক্‌তে পৃথ্বীরাজ কেন সেখানে? সে তো তার কোন আত্মীয় নয়। তাকে আমি অনুগ্রহ করে মুক্তি দিলেম—কৃতজ্ঞতা দূরে থাক্ তার কিনা এইরূপ ব্যবহার? এবার তাকে সামান্য বন্দীদের ন্যায় কারাগৃহে রুদ্ধ কর্‌তে হবে। এই-বার কিরূপে "প্রাণ পণ" করে দেখা যাক্। কে আছে ওখানে প্রহরী?

প্রহরীদিগের প্রবেশ।

প্রহরী। কি হুকুম হজুর স্থলতান!

সেলিম। আমি পৃথ্বীরাজের কঠোর কারাদণ্ড আদেশ কর্‌লেম, (ভূমিতে পদাঘাত করিয়া) এখনি যেন এই হুকুম তামিল হয়।

প্রহরী। যে আজ্ঞা হুজুর, এখনি তামিল হবে।

(প্রহরীদিগের প্রস্থান।)

শক্তসিংহ ও ফরিদের প্রবেশ।

শক্ত। সুলতান্! পৃথ্বীরাজের না কি কারাদণ্ড আদেশ হয়েছে? কি অপরাধে এমন গুরু দণ্ড হল?

সেলিম। কি অপরাধে এমন গুরু দণ্ড হল? যেরূপ গুরুতর অপরাধ তার উপযুক্ত দণ্ড কিছুই হয় নি বল্লেও হয়। একজন অরক্ষিতা বালিকার ভবনে একজন পুরুষের অনধিকার প্রবেশ—এর চেয়ে আর গুরুতর অপরাধ কি হতে পারে? আমি স্বয়ং তার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়েছি, ওরূপ সম্ভ্রান্তকুলের মহিলাকে অসম্ভ্রম হতে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

শক্ত। (স্বগত) আমার রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বল্‌চে—উনি আমাদের কুলসম্ভ্রম রক্ষা করতে এসেছেন—দি এই তলবার বুকে বসিয়ে—না, রাগ্‌লে চল্‌বে না, তা হলে সব কাজ নষ্ট হবে। (প্রকাশ্যে) সুলতান্! অশ্রুমতীর সম্ভ্রম রক্ষার প্রতি যে আপনার এতদূর দৃষ্টি আছে, এ শুনে কৃতজ্ঞ হলেম। কিন্তু পৃথ্বীরাজের তো অপরাধ নেই, আমিই তাঁকে সেখানে নিয়ে গিয়েছিলেম।

সেলিম। কি! শক্তসিংহ! তুমি তার পিতৃব্য, তোমার এই কাজ? পৃথ্বীরাজ তো তোমাদের কোন আত্মীয় ব্যক্তি নয়।

শক্ত। এখন নয় বটে, কিন্তু শীঘ্রই হবেন।

সেলিম। সে কি?

শক্ত। আপনাকে সেদিন যে প্রস্তাব করেছিলেম যে, অশ্রুমতীর বিবাহের জন্য একটি পাত্র সন্ধান কর্‌তে হবে—আপনিও তাতে সম্মত হয়েছিলেন, পৃথ্বীরাজকেই সেই পাত্র স্থির করেছি, কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন অশ্রুমতীর পছন্দ না হলে কারও সঙ্গে তার বলপূর্ব্বক বিবাহ দেওয়া আপনার অভিপ্রেত নয়, সেই জন্যই আমি পরস্পরের সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেছিলেম।

সেলিম। কিন্তু শক্তসিংহ, তুমি যে পাত্র স্থির করেছ, সে অতি কুপাত্র, তার সঙ্গে কখনই বিবাহ দেওয়া যেতে পারে না—সে এমনি বর্ব্বর যে কার কি রূপ পদমর্য্যাদা সেবিষয়ে তার একটুও লক্ষ্য নেই, আমার প্রতি সে যেরূপ অশিষ্টাচার করেছে, সে জন্য আরও গুরুতর দণ্ড হওয়া উচিত। তাকে ছেড়ে দিয়ে তুমি অন্য কোন পাত্রের সন্ধান কর।

শক্ত। সুলতানের অভিপ্রায়ের বিপরীত কাজ আমি কর্‌তে চাই নে—আচ্ছা তাই হবে।

(শক্তসিংহের প্রস্থান।)

সেলিম। কেমন ফরিদ, পৃথ্বীরাজের উপযুক্ত শাস্তি হয়েছে কি না?

ফরিদ। সুলতান! শাস্তি আরও বেশি হলে ক্ষতি ছিল না—তবে কি না পৃথ্বীরাজেরই শুধু অপরাধ নয়——

সেলিম। ও সব কথা মনেও এন না, অশ্রুমতীর কোন অপরাধ নেই, তবে পৃথ্বীরাজের যেরূপ স্পর্দ্ধা, তারই উপযুক্ত শাস্তি দিলেম।

(সেলিমের প্রস্থান পরে ফরিদের প্রস্থান।)

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিবিরের সন্নিকটস্থ

একটা পথ।

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। (স্বগত) না, সহজ উপায়ে আর কোন ফল হবে না—দুর্ম্মতি সেলিমের অভিসন্ধি এখন স্পষ্টই একরকম বোঝা যাচ্চে, এখন অশ্রুমতীকে এখান থেকে বলপূর্ব্বক নিয়ে যাবার পন্থা দেখি—বিলম্ব হলে বিপদের সম্ভাবনা। মলিনার নিকট যেরূপ শুন্‌লেম যে সেলি-

মের উপর অশ্রুমতীরও অত্যন্ত অনুরাগ জন্মেছে, তখন তাকে সহজে লওয়ান দুর্ঘট—আচ্ছা, আমি একবার তার কাছে নিজে গিয়েই পৃথ্বীরাজের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করি, দেখি সে কি বলে—এখন পৃথ্বীরাজকেই বা কি করে উদ্ধার করি?—এই যে ফরিদ আস্‌চে, ওর মনের ভাবটা কিরূপ জান্‌তে হবে—যদি ওর দ্বারা কোন সাহায্য হয় দেখ্‌তে হচ্চে।

ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। কি মহাশয়? এত চিন্তিত দেখ্‌চি যে?

শক্ত। পৃথ্বীরাজ আমার পরম বন্ধু—তিনি কারারুদ্ধ হলেন, তাই বড় কষ্ট হচ্চে।

ফরিদ। মহাশয়, আমার কাছে কিছু লুকোবেন না—আমাকেও আপনাদের এক জন বন্ধু বলে জান্‌বেন—আমি পৃথ্বীরাজের মুক্তির জন্য সুলতানকে অনেক বুঝিয়েছি—আর একটা কল-কাটি কোথায় টিপ্‌তে হবে জানেন্? সেটাও আপনাকে বলে যাই, আপনাদের রাজকুমারীকে বল্‌বেন, যেন তিনিও সেলিমকে এই বিষয়ে অনুরোধ করেন, তা হলে নিশ্চয়ই কার্য্য সিদ্ধ হবে—আপনাতে আমাতে অনেক ক্ষণ ধ'রে কথা কওয়া ভাল নয়, কি জানি যদি কেউ সন্দেহ করে, আমি চল্লেম।

(ফরিদের প্রস্থান।)

শক্তু। (স্বগত) ফরিদ কথাটা বলেছে মন্দ নয়। আর কিছু কত্তে হবে না, পৃথ্বীরাজ যে কারারুদ্ধ হয়েছে, মলিনাকে এই সংবাদ দিলেই যথেষ্ট হবে। সে অবশ্য অশ্রুমতীর কাছে এথনি কেঁদে গিয়ে পড়বে, আর অশ্রুমতীও তাহলে নিশ্চয়ই তার মুক্তির জন্য সেলিমকে অনুরোধ করবে। যাই, মলিনার কাছে আগে এই সংবাদটা দিয়ে আসি।

(শক্তসিংহের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

অশ্রুমতীর ভবন।

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রুমতী। (স্বগত) আ! সেলিম না জানি কতক্ষণে আস্‌বেন, তিনি যদি আমাকে সঙ্গে করে বাবার কাছে একবার নিয়ে যান তো কি আহ্লাদই হয়। কতদিন তাঁদের দেখি নি। কিন্তু সেলিম যদি আর কারও সঙ্গে যেতে বলেন, তাই বা আমি কি ক'রে স্বীকার করি, তাঁকে না দেখে আমি তা হলে কি করে থাক্‌ব?

সজল নয়নে মলিনার
প্রবেশ।

অশ্রু। ওকি ভাই মলিনা তুমি কাঁদ্‌চ কেন?

মলিনা। অশ্রুমতী, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে, পৃথ্বীরাজকে—আমার পৃথ্বীরাজকে সুলতান কয়েদ করে রেখেছেন—এখন কি করি? আমি কি গিয়ে সেলিমের পায়ে জড়িয়ে ধর্‌ব? আমার কথা তিনি শুন্‌বেনই বা কেন? তিনি ভাই কি অপরাধ কর্‌লেন যে তাঁর এই দণ্ড হল?

অশ্রুমতী। তিনি কয়েদ হলেন কেন? তুমি ভাই কেঁদ না—সেলিম এলেই আমি তাঁকে বলব এখন—আমি বল্লে তিনি নিশ্চয়ই মুক্তি দেবেন—তুমি ভাই কিছু ভেব না।

মলিনা। আমি ভাই তবে নিশ্চিন্ত হয়ে রইলেম—(স্বগত) এখন একবার দেখি, যদি দূর থেকেও তাঁর একটু দেখা পাই—(প্রকাশ্যে) আমি তবে ভাই চল্লেম।

(মলিনার প্রস্থান।)

অশ্রুমতী। (স্বগত) ঐ যে সেলিম আস্‌চেন—আ! বাঁচ্‌লেম!

সেলিমের প্রবেশ।

অশ্রুমতী। সেলিম তুমি আজ এত দেরি ক'রে এলে? আমি যে তোমার পথ চেয়ে কতক্ষণ আছি তা বল্‌তে পারি নে।

সেলিম। অশ্রুমতী তুমি কি এখন আমার পথ চেয়ে থাক? এখন কি আমার আর সে সৌভাগ্য আছে?

অশ্রুমতী। সে কি সেলিম?

সেলিম। আজ কাল কি আমার চেয়ে পৃথ্বীরাজকেই তোমার বেশি দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না?

অশ্রুমতী। পৃথ্বীরাজ? পৃথ্বীরাজ আমার কে যে তাকে দেখতে ইচ্ছে কর্‌বে সেলিম?

সেলিম। পৃথিবীতে এমন কোন্ ললনা আছে যে ভাবী পতিকে না দেখ্‌তে ইচ্ছে করে?

অশ্রুমতী। ভাবী পতি? পৃথ্বীরাজ, ভাবী পতি? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে—কেন আমাকে যন্ত্রণা দাও সেলিম?—কাকা আমার বাপ মায়ের সংবাদ দেবার জন্য তাকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন—তা ছাড়া তো আমি আর কিছুই জানিনে—সেলিম—সেলিম—আমাকে কেন ও কথা বল্লে?——(ক্রন্দন)

সেলিম। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য, এই সরলা বালার উপর কি কারও কখন সন্দেহ হতে পারে?—(প্রকাশ্যে) না অশ্রু তুমি কেঁদ না—এখন আমি সব বুঝ্‌তে পারলেম। আমাদের বিবাহের এই ব্যালা সব তবে প্রস্তুত করতে বলি, আর বিলম্বে কোন প্রয়োজন নেই। আমি চল্লেম।

অশ্রুমতী। সেলিম! একটি আমার অনুরোধ আছে।

সেলিম। অনুরোধ? আমার প্রাণ পর্য্যন্ত তোমার হাতে সম-

র্পণ করেছি, তোমার একটি অনুরোধ রক্ষা করব না? কি তুমি চাও অশ্রু, বল।

অশ্রুমতী। যে পৃথ্বীরাজের কথা এই মাত্র বল্‌ছিলে, তাকে শুন্‌চি তুমি কয়েদ করেছ, তার মুক্তি যাতে হয় তাই আমি চাই, আর কিছুই না—তার তো কোন দোষ নেই।

সেলিম। পৃথ্বীরাজ? পৃথ্বীরাজের মুক্তি?

অশ্রুমতী। হ্যাঁ সেলিম।

সেলিম। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা এখনি আমি তাকে মুক্তি দিচ্চি, তোমার অনুরোধ আমি কখনই অগ্রাহ্য কর্‌তে পারিনে— ফরিদ!

ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। আজ্ঞা হজুর!

সেলিম। পৃথ্বীরাজকে এখনি মুক্তি দিতে বল। তিলার্দ্ধ যেন বিলম্ব না হয়।

ফরিদ। যে আজ্ঞা হজুর।

(ফরিদের প্রস্থান।)

অশ্রুমতী। সেলিম আমি আর একবার পৃথ্বীরাজের সঙ্গে দেখা কর্‌তে চাই, আমার বাপ মায়ের কথা সে দিন ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করা হয় নি।

সেলিম। আচ্ছা তাতে আমার আপত্তি নেই। আমি বিবাহের এখনি সমস্ত উদ্যোগ করতে বলে দিই গে।

(সেলিমের প্রস্থান।)

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

কারাগার।

পৃথ্বীরাজ গভীর চিন্তায় মগ্ন।

পৃথ্বীরাজ। আহা কি সৌন্দর্য্য! কি লাবণ্য! কি সরলতা!—কথা আবার কেমন মধুর, সেখানে থেকে যেন আমার আর উঠ্‌তে ইচ্ছা কচ্ছিল না—অমন রত্ন যদি আমার ভাগ্যে হয় তো হৃদয়ে অতি সন্তর্পণে তাকে রেখে দি—কি! অমন রত্নকে মুসলমানের স্পর্শে আমি কলঙ্কিত হতে দেব?—আমার প্রাণ থাক্‌তে তা কথনই হবে না। যদি একবার কোন রকম ক'রে এখান থেকে মুক্তি পাই তা হলে দেখ্‌ব, সেলিম কেমন করে তাকে হস্তগত করে—কি ক'রে এখন এই কারাগার থেকে পালাই ভেবে পাচ্ছিনে—তাকে যে রকম বাপ মায়ের জন্য অধীর দেখ্‌লেম সে কথনই সুখী

নয়, আমি সেলিমের হস্ত হতে উদ্ধার কোরে তাকে বাপ মায়ের কাছে নিয়ে যাব, তা হলে সে কত সুখী হবে। প্রতাপসিংহ যখন শুন্‌বেন—তাঁর দুহিতাকে আমিই উদ্ধার করেছি, তখন কি তিনি কৃতজ্ঞ হয়ে আমারই হস্তে তাঁকে সম্প্রদান করবেন না? আমি যেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্চি অশ্রুমতী সাশ্রুনয়নে কাতর-স্বরে আমাকে বল্‌চেন "পৃথ্বীরাজ তুমিই আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও,—তুমি আমাকে এ যন্ত্রণা হতে মুক্ত কর"—এ বাক্যে কি আমি নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারি? আমার সহস্র প্রাণ কি সে বালিকার জন্য অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে পারি নে?

(নেপথ্য হইতে গীত-ধ্বনি)

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার পাখি,
(আমার সাধের পাখি)।
বল্ কে তোরা রাখ্‌লি ধরে,
অবলারে দিস্‌নে ফাঁকি।
বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছোলে?
কোথা গেল দে গো বোলে,
হৃৎপিঞ্জরে ধ'রে রাখি।

দেখা পেলে একবার,—
কভু কি ছাড়িব আর ?
চোখে চোখে রাখ্‌ব তারে ;
আর কি মুদিব আঁখি ॥

পৃথ্বী। (স্বগত) ও কেও ?—আমার এ কল্পনা স্রোতে কে এ সময় ব্যাঘাত দেয় ? মলিনার কণ্ঠস্বর না ?—হ্যাঁ মলিনাই তো, আঃ ! এসময়ে এখানে কেন ?—মলিনা ! মলিনা ! কেন তুমি আজ এমন নির্দ্দয়রূপে আমার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে দিলে ? কেন আজ এমন অসময়ে আমার মধুর কল্পনা—সঙ্গীতটি ডুবিয়ে দিলে ?—— এখনও গাচ্চে ?—এইবার বোধ হয় থেমেছে—না, ঐ যে, আবার গাচ্চে——আ ! অশ্রুমতী, তোমাকে কল্পনা থেকেও বিদায় দিতে কি মর্ম্মভেদী কষ্ট হয় !——ঐ যে আবার————কি গাচ্চে শুনিই দেখি, কৈ আর তো শোনা যায় না—ঐ যে—— (নেপথ্যে গান) ঐ আবার থেমে গেল, এবার কথা গুল বুঝ্‌তে পেরেচি——

"বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছোলে"—

এ গান কেন গাচ্চে ?—মলিনা কি সত্যিই মনে করেছে যে আমি আর তার নই ? হুঁ ! কি পাগল !—আমি কি কখন প্রণয়ে অতদূর

চপল——অতদূর দোষী হতে পারি?—আর দোষীই বা কেন?—এক বৃন্তে কি দুটি গোলাপ ফোটে না?——কিন্তু অশ্রুমতী যদি গোলাপ হয়, তা হলে মলিনাও কি গোলাপ?—দুয়ে কি কিছুই তফাৎ নেই?—অশ্রুর সহজ কথা কওয়াই কি মলিনার গানের চেয়ে মিষ্টি নয়?—অশ্রুর সেই স্নিগ্ধ প্রশান্ত দৃষ্টি, সেই কেমন-কেমন ভাব, সেই সকল সুকুমার মাধুরী———মলিনা! আজ দেখ্‌চি এক বৃন্তে সমান দুটি গোলাপ কখনই ফোটে না। তা ছাড়া, অশ্রুমতীকে উদ্ধার করা—প্রতাপসিংহের কুল-গৌরব রক্ষা করা কি আমার কর্ত্তব্য নয়? কর্ত্তব্যের অনুরোধে কি না করা যায়?—(নেপথ্যে গান) ঐ আবার!—আঃ! কি উৎপাত!——

"বাঁধা ছিল প্রেম-শিকলে,
কে তারে নিলে গো ছোলে,
কোথা গেল দেগো বোলে,
হৃৎপিঞ্জরে ধরে রাখি"—

আমাকে কে ছল্‌বে, আমার শিক্লি আমি আপনিই কেটেছি—কিন্তু আমি চপল! সে দিন শক্তসিংহের প্রস্তাব শুনে আমার কি ভয়ানক কষ্টই হয়েছিল, আজ কি না মলিনার নামেও যেন আমার ———চপলতাই বা কিসের? আমি পূর্ব্বেও যেমন ছিলেম, এখনও তেমনি আছি—কেবল, আপনাকে আপনি বুঝ্‌তে পারি নি—এই

মাত্র। শক্তসিংহ তুমি তো ঠিক্ বলেছিলে, মলিনার প্রতি আমার যে ভালবাসা, সে চোখের ভালবাসা -হৃদয়ে তার মূল নেই। এখন বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি, আমি তার হৃদয়-পিঞ্জরের পাখি হতে পারি—কিন্তু সে কখনই আমার হৃদয়-পিঞ্জরের পাখি ছিল না—কখন হতেও পারবে না। কিন্তু আমি অশ্রুমতীর জন্য যে রকম লালায়িত, আমার প্রতি তার সে রকম ভাব না হতেও তো পারে—আপনার কল্পনাতেই আমি মত্ত হয়ে গিছি, আমি তো তার মনের ভাব কিছুই জানি নে। ওঃ! সে কথা মনে কর্‌তেও যেন কষ্ট বোধ হয়—ও কে? একি! ফরিদ যে!—

ফরিদ খাঁর প্রবেশ।

পৃথ্বী। কি সংবাদ খাঁ?

ফরিদ। সংবাদ ভাল—বেরিয়ে আসুন, আপনার মুক্তির অনুমতি হয়েছে।

পৃথ্বী। (আহ্লাদিত হইয়া) মুক্তি? কার অনুগ্রহে, কার চেষ্টায় আমি মুক্তি পেলেম ফরিদ?

ফরিদ। ফরিদ আপনার বন্ধু থাক্‌তে আপনার কিসের ভাবনা? সুলতানকে অনেক বোলে-কোয়ে এই আদেশ বার করা গেছে।

পৃথ্বী। ফরিদ তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু—এর জন্য তোমার কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ হলেম।

ফরিদ। কৃতজ্ঞতার কথা যদি বলেন তো আমার চেয়ে আর এক জন যে আপনার অধিক কৃতজ্ঞতার পাত্র তা আমাকে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে হয়।

পৃথ্বী। আর কে হতে পারে?—শক্তসিংহ?—

ফরিদ। আপনাদের রাজকুমারী অশ্রুমতী সেলিমের কাছে আপনার মুক্তির জন্য অশ্রুনয়নে অনেক কাকুতি মিনতি করায় তবে তিনি সম্মত হয়েছিলেন, নইলে আমাদের কথায় কি শুধু হত?

পৃথ্বী। বল কি ফরিদ? অশ্রুমতী আমার জন্য—আমার মত ব্যক্তির জন্য অনুরোধ করেছিলেন? আমার কি এতদূর সৌভাগ্য হবে?

ফরিদ। না মহাশয় আমাদের সুলতানের চেয়ে আপনার ভাগ্য ভাল। যে রকম আমরা দাসীদের মুখে শুন্‌তে পাই, তাতে তো বেশ বোধ হয়, যে আপনিই রাজকুমারীর——

পৃথ্বী। কি ফরিদ—কি, ভেঙ্গেই বলনা।

ফরিদ। আপনি অধীর হবেন না—আমার একটা এখন পরামর্শ শুনুন—এমন অবসর আর পাবেন না—রাজকুমারী আপনার প্রতিই অনুকূল———ঝোপ বুঝেই কোপ্ মার্‌তে হয়—এই ব্যালা আপনি প্রেম-পত্র লিখে গোপনে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিন—দেখ্‌বেন যেন আমাদের সুলতান টের না পান।

পৃথ্বী। আমার এত দূর সৌভাগ্য হয়েছে আমি তা জান্‌তেম না, এখনি আমি তাঁকে লিখ্‌ছি। তবে কার হাত দিয়ে পাঠিয়ে দেব ভেবে পাচ্চি নে—তা ফরিদ, তুমি যদি অনুগ্রহ ক'রে——

ফরিদ। অনুগ্রহ আবার কি? তা বেশ—পত্র লিখে আমার কাছেই দেবেন—আমি গোপনে পাঠিয়ে দেব—সে পক্ষে আপনার কোন চিন্তা নাই। আসুন এখন এই কারাগার থেকে বেরিয়ে আসুন——

। চল ফরিদ (দ্বারের নিকট আসিয়া স্বগত) মলিনা এখনও ঐখানে দাঁড়িয়ে? এখন ওকে দেখ্‌লে কেমন এক রকম ভয় হয়।

(উভয়ের প্রস্থান।)

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

অশ্রুমতীর ভবন।

অশ্রুমতী ও শক্তসিংহ।

শক্ত। দেখ অশ্রু, তুমি বড় হয়েছ, এখানেই তোমার বিবাহ দেব বোলে আমরা স্থির করেছি—যিনি তোমার পিতামাতার সংবাদ তোমাকে সেদিন দিতে এসেছিলেন, সেই পৃথ্বীরাজকেই তোমার

ভাবী পতি বলে জান্‌বে। রূপে গুণে পদমর্য্যাদায় তাঁর মত লোক অতি দুর্লভ। তোমার মনের কথা আমাকে খুলে বল—কিছুমাত্র লজ্জা কোরো না।

অশ্রু। কাকা!——কাকা!——

শক্ত। লজ্জা কোরো না, বল। এখানে যেরূপ অবস্থায় আমরা পড়েছি, তাতে এখন লজ্জা কর্‌লে চল্‌বে না। আর, এখানে এখন অন্যের দ্বারাও এ-সব কথা চালাচালি হবার কোন উপায় নেই—আমাদের যা ইচ্ছা তা স্পষ্ট তোমাকে বল্লেম—তোমার মনের কথা এখন তুমি স্পষ্ট করে বল।

অশ্রু। কাকা! সেলিম ——

শক্ত। সেলিমের কথা মুখেও এন না—সে আমাদের শত্রু—তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

অশ্রু। মলিনাও একদিন আমাকে বলেছিল তিনি শত্রু—কিন্তু কি করে তিনি শত্রু হলেন কাকা? শত্রু হলে তিনি আমাকে এত যত্ন কর্‌বেন কেন?

শক্ত। তুমি যদি না জান অশ্রুমতী তবে শোনো, তিনি মুসলমান—তিনি বিধর্ম্মী, তিনি রাজপুতকুলের পরম শত্রু—তাঁর সঙ্গে আমাদের কোন সম্বন্ধ নেই।

অশ্রু। কাকা যদি সত্যই তিনি রাজপুতকুলের শত্রু হন, আর শত্রু হয়েও যদি মিত্রের মত ব্যবহার করেন, তা হলে কি তাঁকে ভালবাসা যেতে পারে না?

শক্ত। কি! অশ্রু--ভাল বাসা? তুমি রাজপুত-ললনা হয়ে—অমন উচ্চ কুলোদ্ভবা হয়ে কি না একজন ঘৃণিত যবনকে হৃদয় দেবে?—তাহলে কি কলঙ্ক রাখ্‌বার আর স্থান থাক্‌বে?—তাহলে কি আমরা আর কারও কাছে মুখ দেখাতে পার্‌ব?—যে এরূপ্ অপরাধে অপরাধিনী, আমাদের রাজপুত-সমাজে সে কুলকলঙ্কিনীর মার্জ্জনার আশামাত্রও নাই, তা জান অশ্রুমতী? -পৃথ্বীরাজ, কুলে শীলে গুণে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ—তাঁর সঙ্গে যদি বিবাহ হয় তো তুমি নিশ্চয় সুখী হবে। এখন আর কোন আপত্তি কোরো না—এই বিবাহে হৃষ্টচিত্তে সম্মতি দাও।

অশ্রু। কাকা!—আমি ——

শক্ত। পষ্ট ক'রে বল। তোমার তাতে ইচ্ছা নাই?

অশ্রু। যদি কোন রাজপুত-মহিলা রাজপুত-কুলের শত্রুকে বিবাহ কর্‌তে সম্মত হয়, তাহলে রাজপুতদের ব্যবস্থা অনুসারে তার কি শাস্তি হতে পারে কাকা?—আমি নয় সেই শাস্তি ভোগ করব ——

শক্ত। কি সর্ব্বনাশ!—মুসলমানকে বিবাহ?—কি ভয়ানক কথা শুন্‌লেম, তার শাস্তি কি হতে পারে জিজ্ঞাসা কচ্চিস্? তার শাস্তি আর কি—আশু মৃত্যু—এই অসি খুলে সেই কলঙ্কিনীর হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ —— (অসি খুলিয়া)

অশ্রু। মার কাকা, হৃদয় পেতে দিচ্চি মার—আমাকে বধ ক'রে কলঙ্ক হতে মুক্ত হও। আমি সেলিম ভিন্ন আর কাউকে ভাল বাস্‌তে পারব না।

শক্ত। কে ?—অশ্রুমতী ? তুই ?—প্রতাপসিংহের দুহিতা !—তোর মুখ থেকে এই কথা শুন্‌চি ?

অশ্রু। যদি সেলিমকে ভাল বেসে অপরাধী হয়ে থাকি কাকা তো আমার অপরাধ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি—

শক্ত। কি !—সেলিমকে বিবাহ ! যা বল্লি তা কি সত্যি ?—তুই কি সেই অশ্রুমতী, না আর কেউ ?—তুই কি সূর্য্যবংশীয় রাজ-দুহিতা অশ্রুমতী ?—তুই ঘৃণিত মুসলমানকে হৃদয় দিয়েছিস্‌ ?

অশ্রু। হ্যাঁ কাকা দিয়েছি—আমাকে বধ কর।

শক্ত। রাজপুতকুলের কলঙ্কিনি !—তুই মৃত্যু ইচ্ছা কচ্চিস্‌—মৃত্যুই তোর উপযুক্ত দণ্ড সত্যি (মারিতে উদ্যত কিন্তু হঠাৎ ক্ষান্ত হইয়া স্বগত) না—আহা ওর কি দোষ ? মলিনার কাছে ওর যেরূপ জীবনের ঘটনা শুনেছি তাতে ও মার্জ্জনীয়—ভীলদের মধ্যেই প্রায় সমস্ত জীবনটা কাটিয়েছে ; ও রাজপুতকুলের গৌরব কি বুঝ্‌বে ? এখন ওকে বলপূর্ব্বক এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে, আর উপায় নেই—এখন যে রকম দেখ্‌চি সেলিম শীঘ্রই বিবাহ কর্‌বে—যদি কিছু দিনের জন্য বিবাহটা স্থগিত রাখ্‌তে পারি তাহলে খানিকটা সময় পাই। (প্রকাশ্যে) আমি আর তোকে বধ কর্‌লেম না—কিন্তু এখনি তোর পিতার নিকট যাচ্চি—তাঁকে গিয়ে বল্‌ব যে তোমার গুণবতী দুহিতা একজন ঘৃণিত মোগলকে বরমাল্য দিতে উদ্যত হয়েছে—তিনি এখন পীড়িত, একথা শুন্‌লে যদিও বাঁচতেন তো আর বাঁচবেন না—এই সংবাদ শুনে সেই মৃত্যু-

শয্যা হতে যখন তিনি তোর উপর জ্বলন্ত অভিশাপ বর্ষণ কর্‌তে কর্‌তে প্রাণত্যাগ কর্‌বেন, নৃশংসে তখনি কি তোর মনস্কামনা পূর্ণ হবে?—আমি চল্লেম।

অশ্রুমতী। না কাকা যেও না কাকা—একটু দাঁড়াও, কি বল্লে. কাকা? ও কথা শুন্‌লে তিনি আর বাঁচ্‌বেন না?—ও কথা তাঁকে তবে বোলো না কাকা—আমাকে এখনি বধ কর—আমাকে বধ ক'রে কুলের কলঙ্ক এখনি মোচন কর। আমার হৃদয় যদি আর কাউকে দিতে পার্‌তেম তো এই দণ্ডে দিতেম—কিন্তু কাকা আমার হৃদয় যে আর আমার নেই—কি করে দেব—আর যা বল্‌বে আমি তাই কর্‌ব—আর যা চাবে আমি তাই দেব। আমি যে বিবাহে সম্মতি দিয়েছি—সে কথা আর কি করে ফেরাবো?—না কাকা আমাকে এখনি বধ কর—আমাকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্ত কর।

শক্ত। আচ্ছা আমি আর একটা বলি—তা কর্‌তে পার্‌বে?

অশ্রু। আর যা বল্‌বে কাকা তাই পার্‌ব।

শক্ত। যদি এর মধ্যে তুমি শুন্‌তে পাও যে সেলিম বিবাহের দিন—এই ঘৃণিত বিবাহের দিন স্থির করেছেন, তা হলে সে বিবাহ তুমি এক সপ্তাহ স্থগিত রাখ্‌বার জন্য সেলিমকে অনুরোধ কর্‌তে পারবে?—চুপ্‌ করে রইলে যে? এটুকুও পারবে না। আচ্ছা তবে আমি চল্লেম—তোমার—

অশ্রু। না কাকা যেও না—আমি বল্‌চি, আচ্ছা আমি অনুরোধ কর্‌ব।

শক্ত। শুধু একবার মৌখিক অনুরোধ নয়, যাতে এক সপ্তাহ স্থগিত থাকে তার জন্য বিশেষ চেষ্টা কর্‌তে হবে, কর্‌বে কিনা?

অশ্রু। আচ্ছা কাকা কর্‌ব।

শক্ত। আর একটা কথা।—আমি যে এই খানে এসেছিলেম—আমি যে এই বিষয় তোমাকে কিছু বলেছি, তার বিন্দু বিসর্গও সেলিমকে বোলো না। বল্লে আমি বিষম বিপদে পড়ব। বল—বল্‌বে না?

অশ্রু। কাকা তুমি যাতে বিপদে পড়বে এমন কথা আমি কেন বল্‌ব? আমি এ বিষয়ে কোন কথাই বল্‌ব না।

শক্ত। আমি চল্লেম, দেখো, তুমি যা অঙ্গীকার কল্লে তার কিছু-মাত্র যেন অন্যথা না হয়।

(শক্তসিংহের প্রস্থান।)

অশ্রুমতী। (স্বগত) হা! আমার কি হবে? আমি রাজপুতও জানি নে, মুসলমানও জানি নে—আমার হৃদয় যাকে চায় আমি তাকেই জানি। তিনি যখন এসে বল্‌বেন যে বিবাহের সব স্থির তখন আমি কি বল্‌ব?—এই বিবাহের উপর তাঁর যখন জীবনের সমস্ত সুখ নির্ভর করচে, তখন সাত দিন দূরে থাক্, এক দিনের জন্যও কোন্ প্রাণে তাঁকে সেই সুখ হতে বঞ্চিত কর্‌ব?——হা! সেলিম! তোমাকে ভাল বাস্‌লে কি পাপ হয়? বাবার সঙ্গে যদি কখন দেখা হয়, আর সেলিম আমাকে কি রকম যত্ন কোরে

এখানে রেখেছেন তা যদি তাঁকে বুঝিয়ে বল্‌তে পারি, তা হলে নিশ্চয় তিনিও সেলিমকে না ভাল বেসে থাকতে পারবেন না। এ সময়ে মলিনা কোথায় গেল? হৃদয়ের কথা কার কাছে বোলে হৃদয় খালি করি, কোথায় যাই?—ঐ যে সেলিম আস্‌চেন, ওঁকে কোন কথা বলব না বলে কাকার কাছে অঙ্গীকার করেছি—এখন কি করি?

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। এস অশ্রু, বিবাহের সব প্রস্তুত—হৃদয় আর ধৈর্য্য মানে না। দীপমালা সব জ্বালান হয়েছে, মসজিদ্ পুণ্য-গন্ধেতে পূর্ণ হয়েছে, যে সকল সুন্দরী মহিলা তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল—আমার হৃদয় অধিকার কর্‌বার জন্য চেষ্টা কচ্ছিল, তারা সকলেই নিরাশ হয়ে তোমার প্রতি ঈর্ষা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর্‌বার জন্য প্রতীক্ষা ক'রে আছে। অন্তঃপুরের সকল বেগম্‌রা এখন তোমার পদ-সেবা কর্‌বে, আমি পিতৃসিংহাসনে যখন আরোহণ করব, তুমিই তখন রাজমহিষী হবে। বিবাহের উৎসব এখনি আরম্ভ হবে, সকল অনুষ্ঠানই প্রস্তুত, এখন তুমি এলেই আমার জীবনের দুঃখ-নিশা প্রভাত হয়।

অশ্রু। (স্বগত) হা! এখন কি বলি?

সেলিম। এস অশ্রু।

অশ্রু। (স্বগত) কি করি?

সেলিম। চুপ্ করে রইলে যে?

অশ্রু। সেলিম!——

সেলিম। এস আমার হাত ধর—এস অশ্রু, সঙ্গে এস।

অশ্রু। (স্বগত) হা! আমি এখন কোন্ প্রাণে সে কথা বলি?

সেলিম। (স্বগত) নববধূর লজ্জা চির-প্রসিদ্ধ—এ লজ্জা ভাঙ্গতেও সুখ আছে—এতে আমার প্রেমানল যেন আরও আহুতি পাচ্চে।

অশ্রু। সেলিম!

সেলিম। অশ্রুমতি, লজ্জার রক্তিম রাগে তোমার মুখশ্রীর সৌন্দর্য্য যেন আরও দ্বিগুণ বেড়েছে—এস অশ্রু, আর আমার বিলম্ব সয় না।

অশ্রু। ওঃ!—

সেলিম। এ আনন্দের দিনে দীর্ঘ নিঃশ্বাস কেন অশ্রু? আমার মাথায় যে বজ্র পড়্‌ল!

অশ্রু। সেলিম! আমি তোমার সিংহাসনের প্রত্যাশী নই—আমি তোমার সঙ্গে যদি পর্ণকুটীরেও একত্র থাক্‌তে পাই, তা হলেও আমি আপনাকে চিরসুখী মনে করি, কিন্তু—

সেলিম। তবে আবার কিন্তু কি অশ্রু?

অশ্রু। সেলিম!—সেলিম!—বিবাহ—স্থগিত—

সেলিম। হা! অদৃষ্ট! তুমি—তুমি এই কথা বল্‌চ?—অশ্রু!—

অশ্রু। সেলিম!—

সেলিম। বিবাহ স্থগিত!—তুমিই এই কথা বল্‌চ অশ্রু?

অশ্রু। সেলিম! আর দাঁড়াতে পাচ্চি নে—আমি যাই —

(অশ্রুমতীর প্রস্থান।)

সেলিম। একি! (স্বগত) এ বিবাহে চারিদিকেই বাধা আছে সত্য কিন্তু এরকম স্থলে বাধা পাব আমি স্বপ্নেও মনে করি নি—দারুণ নিরাশা—দারুণ নিরাশা—ফরিদ! ফরিদ!

ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। আজ্ঞা হুজুর!

সেলিম। ফরিদ, আমি অবাক্ হয়েছি!—আমার তো বুঝ্‌তে ভুল হয় নি?—আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌লেম?—আমার কাছ থেকে সত্যই কি সে পালিয়ে গেল? হা! অদৃষ্ট!—আজ কি দেখ্‌লেম?—ফরিদ হঠাৎ এ পরিবর্ত্তনের কারণ কি বল দেখি? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না।

ফরিদ। হুজুর! তা আর পরিতাপ কর্‌লে কি হবে?—কার হৃদয়ে কি আছে কে বল্‌তে পারে?—তা, সন্দেহকে মনে স্থান দিয়ে কেন বৃথা কষ্ট পাচ্চেন? সন্দেহের এমন বিশেষ কারণই বা কি আছে?

সেলিম। কিন্তু ফরিদ এ সুখের সংবাদে কোথায় আহ্লাদ হবে, না উল্‌টো অশ্রুপাত—অবশেষে কি না পলায়ন? এতে কি না সন্দেহ হতে পারে? সে রাজপুত নরাধমের এত দূর স্পর্দ্ধা? ফরিদ শেষকালে কি না এক জন বন্দীকে আমায় ভয় করে চল্‌তে হবে? না না, তুমি সত্য করে বল দেখি ফরিদ; তুমি তো সেই রাজপুতকে সে দিন দেখেছিলে—তার মুখের ভাবে তোমার কি বোধ

হল? তার চোখের চাহনি কি ভাল করে নজর করেছিলে? তার চোখের ভাষা কি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলে?—আমার কাছে কিছু গোপন কোরো না; সত্যি কি সেই আমার প্রেমের হন্তারক? তুমি যে কোন কথা কচ্চ না ফরিদ?

ফরিদ। হুজুর! অশ্রুপাত—দীর্ঘ নিঃশ্বাস—সতৃষ্ণ চাহনি—এসব লক্ষণ তো সে দিন বড় ভাল ঠেকে নি—তবে এমন আমি কিছু দেখেনি যাতে—

সেলিম। ঐ যথেষ্ট। বিধাতা কি শেষে এই অপমান আমার অদৃষ্টে লিখেছিলেন?—না, যদি অশ্রুমতীর এতে কোন অপরাধ থাক্‌ত তা হলে সে এমন চাতুরী করে চল্‌ত যে আমার মনে আদপে সন্দেহের উদয় পর্য্যন্ত হতে দিত না। সে যদি ছলনাময়ী হত, তা হলে কি উৎসের মত শতধারায় তার হৃদয়ের ভাব প্রকাশ হয়? না ফরিদ, অশ্রুমতীকে সন্দেহ কোরো না। তবে, তুমি বল্‌ছিলে না কি যে সে রাজপুতও দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ কচ্ছিল, অশ্রুপাত কচ্ছিল—তাতেই বা আমার কি এল গেল? কিন্তু না—কে জানে তার মধ্যেই যদি প্রেম প্রচ্ছন্ন থাকে, প্রচ্ছন্ন কি, তার কথায় বার্ত্তায় তো তা স্পষ্টই টের পাওয়া যায়, কিন্তু সে রাজপুতকে যদি কালই তাড়িয়ে দি কিম্বা আবার বন্দী করি, তা হলে আর সে আমার কি হানি করতে পারে?

ফরিদ। কিন্তু হুজুর আপনি তো আর একবার সাক্ষাৎ করবার অনুমতি দিয়েছেন। পিতা মাতার সংবাদ শোন্‌বার জন্য রাজকুমারী উৎসুক আছেন।

সেলিম। কি! আবার তাকে দেখা কর্‌তে দেব? সে– সে রাজপুত—বিশ্বাসঘাতক রাজপুত আবার এসে দেখা কর্‌তে সাহস কর্‌বে? আচ্ছা, আমি অশ্রুমতীর কাছে সাক্ষাৎ কর্‌তে তাকে পাঠিয়ে দেব—তার মৃত দেহকে পাঠিয়ে দেব—তা হলে হবে?– শুধু তা নয়, তার সাক্ষাৎকারের পিপাসা পূর্ণ মাত্রাতেই তৃপ্ত কর্‌ব—নায়ক নায়িকার উভয়ের হৃদয়ের রক্ত ভূতলে প্রবাহিত হয়ে পরস্পর একত্র আলিঙ্গন কর্‌বে। এর চেয়ে আর অধিক কি চাও?—— কিন্তু ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে কি ভয়ানক কথা—কি জঘন্য কথাই আমার মুখদিয়ে নিঃসৃত হল, অশ্রুর প্রতি ওরূপ কথা ব্যবহার করা আর আমার হৃদয়-দেবতার অবমাননা করা কি এক নয়? না—অশ্রুর হৃদয় ছলনার উপকরণে কখনই গঠিত নয়! আর যদিই বা আমি প্রতারিত হয়ে থাকি তাতেই বা কি? আমি কি এতই দুর্ব্বল যে একজন স্ত্রীলোকের চপলতায় আমি একেবারে অধীর হয়ে পড়্‌ব? না, তা কখনই হবে না ফরিদ। বরঞ্চ আমি অশ্রুমতীর নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হব, তবু আমার হৃদয়ে অরাজকতা কখনই হতে দেব না।– চল, কিন্তু দেখ ফরিদ, এই ভবনে কড়াক্কড় পাহারা বসিয়ে দাও, অবরোধ-শৃঙ্খলকে আর কিছুমাত্র শিথিল হতে দিও না— অন্তঃপুর-দ্বারে কঠোরতা ও বিভীষিকা স্বয়ং এসে প্রহরীর ভার গ্রহণ করুক, আমাদের চিরন্তন অবরোধ-প্রথা নিজ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে ভীমদর্পে ও পূর্ণ প্রতাপে এখানে এখন আধিপত্য করুক্——চল।

(উভয়ের প্রস্থান।)

নবম গর্ভাঙ্ক।

শিবির সমীপস্থ উদ্যান।

মলিনার প্রবেশ।

মলিনা। (পরিক্রমণ করিতে করিতে স্বগত) আ! বাঁচ্‌লেম— পৃথ্বীরাজ মুক্ত হয়েছেন, তিনি কি তখন আমাকে দেখ্‌তে পান নি? দেখ্‌তে পেলে নিশ্চয় দৌড়ে আগে আমার কাছেই আস্‌তেন। না— বোধ হয় দেখ্‌তে পান নি। এখানেও কেন তিনি এ কয়দিন আস্‌চেন না?—তিনি কি আমাকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হন নি? আ! আমি কত দিনে তাঁকে দেখ্‌তে পাব?—এখনি যদি এসে পড়েন, তা হলে আমার কি আহ্লাদি হয়, কতক গুল ভাল ভাল গান এই ব্যালা মনে করে রাখি, শোনাতে হবে—ও কে? ঐ যে, ঐ যে, বট-বৃক্ষের তলায় পৃথ্বীরাজ বসে আছেন, কি মজা!—ওদিকটা এতক্ষণ আমি দেখি নি?—আ! আমার পৃথ্বীরাজ এসেছেন? কে বল্লে আমাকে দেখ্‌বার জন্য তিনি ব্যাকুল হন নি? আ! এতক্ষণে যেন আমি প্রাণ পেলেম, পৃথ্বীরাজ আমাকে এখনও দেখ্‌তে পান নি— উনি আপনার মনে কত কি ভাবচেন, ঘাড় নাড়্‌চেন, মাঝে মাঝে আবার মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসা হচ্চে—বোধ হয় আমার সঙ্গে দেখা হবে

মনে কোরে আনন্দ হয়েছে—আমি আস্তে আস্তে ওঁর পিছনে গিয়ে দাঁড়াই, হঠাৎ আমাকে দেখ্‌তে পেলে বড় মজাই হবে!

পৃথ্বীরাজের পশ্চাতে আসিয়া মলিনা দণ্ডায়মান।

পৃথ্বীরাজ। (বটবৃক্ষতলায় বসিয়া স্বগত) ফরিদের হাত দিয়ে অশ্রুমতীর কাছে চিঠি তো পাঠিয়েছি—এখন কি উত্তর আসে দেখা যাক্! ফরিদের কাছে যে রকম শুন্‌লেম, তাতে তো অনুকূল উত্তর আস্‌বারই কথা!—অশ্রুমতী যদি আমার হয় তো আমার কি সৌভাগ্য হবে। (প্রকাশ্যে) হা! অশ্রুমতী!—

মলিনা। (স্বগত) ও কি কথা?—"হা অশ্রুমতী"?—আমার নাম না ক'রে সখীর নাম?—এর মানে কি?—ও বুঝিছি, সেলিমের সঙ্গে সখীর বিবাহ হলে যদি প্রতাপসিংহের নামে কলঙ্ক পড়ে সেই আশঙ্কায় ওঁর মন উদ্বিগ্ন হয়েছে, বুঝি তাই ভাব্‌তে ভাব্‌তে ঐ রকম বোলে উঠেছেন—এইবার তবে জানিয়ে দি আমি এসেছি। (করতালি প্রদান)।

পৃথ্বীরাজ। (চমকিয়া উঠিয়া দণ্ডায়মান) কেও?—এ কে? কি! তুমি!—কোথা থেকে?

মলিনা। ওকি পৃথ্বীরাজ! আমাকে দেখে তোমার মুখ অমন নীল হয়ে গেল কেন?—এতক্ষণ মুখ তোমার কেমন হাসি-হাসি ছিল হঠাৎ কেন গম্ভীর হয়ে গেল?

পৃথ্বীরাজ। হঠাৎ চম্‌কে গেলে কি ওরকম হয় না? (স্বগত) কি উৎপাত!

মলিনা। পৃথ্বীরাজ একটু হাসো না পৃথ্বীরাজ—তোমার হাসি অনেক দিন দেখিনি যে—আমার সখীর জন্য কি ভাবনা হয়েছে?—অশ্রুমতী অশ্রুমতী ক'রে চেঁচিয়ে উঠেছিলে কেন?

পৃথ্বীরাজ! কে চেঁচিয়ে উঠেছিল?

মলিনা। কেন পৃথ্বীরাজ—তুমি? তার জন্য কি কোন রাজপুত পাত্র সন্ধান কোরে পেলে না?

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) এ কোথা থেকে সব টের পেয়েছে দেখ্‌ছি—তা আর লুকিয়ে কি ফল? (প্রকাশ্যে) সব জেনে শুনে আবার আমাকে কেন বিদ্রূপ কর্‌তে এলে বল দেখি?

মলিনা। বিদ্রূপ?—বিদ্রূপ কি পৃথ্বীরাজ?

পৃথ্বীরাজ। বিদ্রূপ না তো আর কি? তুমি তোমার সখীর কাছে শুনেছ যে আমিই তাঁর বিবাহার্থী হয়েছি, এজেনেও ওসব কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার আর অর্থ কি? আমি তো তোমার কাছে লুকোতে যাচ্চিনে।

মলিনা। কি!—তুমিই পৃথ্বীরাজ তাঁর বিবাহার্থী—তুমি অশ্রুমতীর পৃথ্বীরাজ? তুমি আর আমার নও? ওঃ!—(মূৰ্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) এ কি বিপদ! তবে তো বলাটা ভাল হয় নি—আমি মনে করেছিলেম আমাকে বিদ্রূপ কচ্চে বুঝি—মুখে একটু জলের ঝাপ্‌টা দি।

(সরোবর হইতে জল লইয়া মুখে প্রদান।)

মলিনা। (চেতন লাভ করিয়া উঠিয়া বসিয়া পৃথ্বীরাজের মুখ-পানে চাহিয়া সকাতরে) পৃথ্বীরাজ! সত্যি কি তুমি আর আমার নও? আমি কি দোষ করেছি পৃথ্বীরাজ যে তুমি আমাকে ত্যাগ করলে? আমি যে জাগ্রৎ স্বপনে তোমাকেই ধ্যান করি, এই কি আমার অপরাধ?——পৃথিবীতে আমার যে আর কেউ নেই পৃথ্বীরাজ! আমার জীবনের শেষ হয়ে আসছে, একটিবার কথা কও—এই শেষ বার—আর আমি তোমাকে জ্বালাতন করতে আস্‌ব না——

পৃথ্বীরাজ। মলিনা তোমাকে আমার হৃদয়ের ভাব গোপন করব না—তুমি আমার আশা ত্যাগ কর—কেন মিথ্যে কষ্ট পাও?—

মলিনা। পৃথ্বীরাজ!—তুমি সেই আমার পৃথ্বীরাজ—তোমার মুখ থেকে আজ আমায় এই কথা শুনতে হল?—যদি তুমি ঐ অসি দিয়ে খণ্ড খণ্ড ক'রে আমার এই হৃদয় বিদীর্ণ করতে, তা হলেও আমি সুখে মরতে পারতেম। "কেন কষ্ট পাও!"—আমার কষ্ট কি তুমি বুঝতে পেরেছ? আমার হৃদয়ে যে কি আঘাত লেগেছে তা যদি তুমি একটু অনুভব করতেও পারতে, তা হলেও আমার এত কষ্ট হত না——তা সত্যি পৃথ্বীরাজ, আমার প্রথমে আশা করাই অন্যায় হয়েছিল——আমি তোমার যোগ্য নই, আমার কি গুণ আছে যে তুমি আমাকে ভাল বাস্‌বে——

পৃথ্বীরাজ। মলিনা—মলিনা—তুমি মিথ্যে কষ্ট পেও না—আমি এখন চল্লেম। (প্রস্থানোদ্যত)

মলিনা। পৃথ্বীরাজ একটিবার দাঁড়াও—আমার শেষ কথাটি শুনে যাও—আমি হাজার কষ্ট পাই আমি কখনই তোমার সুখে বাধা দেব না—আমাকে ত্যাগ ক'রেই যদি তুমি সুখী হও তো সেই ভাল। পৃথ্বীরাজ, আমি জন্মের মত বিদায় নিলেম—বোধ হয় আর বেশি দিন বাঁচ্‌ব না—যদি এ কঠিন প্রাণ ততদিন না বের হয়, তা হলে সখীর বিবাহের বরণ-ডালা পারি যদি আমিই মাথায় নেব। তুমি যে আমাকে একজন সখী বোলে জ্ঞান কর্‌বে, আমার আর সে আশাও নেই, কিন্তু পৃথ্বীরাজ—এই আমার মিনতি—আর যদি কিছুই বোলে না ভাবতে পার, নিদেন, তোমার চরণের একজন সামান্য দাসী বোলেও আমাকে কখন কখন মনে কোরো—এই আমার শেষ মিনতি। (ক্রন্দন)

পৃথ্বী। (স্বগত) ওঃ কি বিপদ!—(প্রকাশ্যে) মলিনা এখন আমি চল্লেম।

(পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।)

মলিনা। (স্বগত) হা! আমার এতদিনকার সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল!—এখন আর কি অবলম্বন করে থাক্‌ব?—আমার তো আর কেউ নেই।—যাকে প্রাণ মন হৃদয়, সর্ব্বস্ব সঁপেছিলেম—যাকে আমার বোলে এতদিন ভেবে রেখেছিলেম, সে পৃথ্বীরাজ আর আমার নয়? হা!——

বিবাহ স্থগিদের কথা বলি - যদি তার কারণ বল্‌তে না পাই, তা
হলেই বা তিনি কি মনে কর্‌বেন ? তিনি কি মনে কর্‌বেন না, বিবাহ
কর্‌তে আমারই ইচ্ছে নাই ? কেন আমি কাকার কথায় সম্মত হয়ে-
ছিলেম ?—সেলিম কি আর আমার সঙ্গে দেখা কর্‌বেন না ? হা !—
ঐযে আস্‌চেন।——

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। রাজকুমারি ! সে এক সময় ছিল যখন আমার হৃদয়
তোমার প্রেম-মোহে নিদ্রিত থাক্‌তে ভাল বাস্‌ত—কিন্তু আর না—
আমার সে নিদ্রা ভেঙ্গেছে। ঈর্ষার জ্বালায় অস্থির হয়ে মনে করোনা,
একজন সামান্য হতাশ প্রেমিকের মত আমি তোমার উপর কতকগুলি
কটু-কাটব্য বর্ষণ কর্‌তে এসেছি—তা [illegible] আঘাত পেয়েছি
সত্য, কিন্তু আমার হৃদয় এতদূর দুর্ব[illegible] যে তার জন্য
আমি একেবারে কাতর হয়ে পড়্‌ব [illegible]মি আজ স্থির-
সঙ্কল্প। যে সিংহাসনে তোমাকে বসাব[illegible] সেই সিংহা-
সনে আর একজনকে বসাব স্থির করে[illegible]আমি দারুণ
কষ্ট পাব সত্যি, কিন্তু এখন এই আমার[illegible]মি বিলক্ষণ
জেনো যে সেলিম সকলেতেই প্রস্তুত [illegible] না পাই
সেও ভাল, বরঞ্চ আমি তোমাতে [illegible]-অনলে
চিরকাল দগ্ধ হব—তবু তোমাকে এরূপ নি[illegible]ই ইচ্ছে
করি নে যে তুমি নামে মাত্র আমার থাকবে [illegible]

আমি তোমাকে মনে কর্‌তে পার্‌ব না। রাজকুমারি আমি তোমার মোহমন্ত্রে আর ভুলি নে।

অশ্রু। কি কথা বোল্লে সেলিম! সত্যই কি তুমি আর আমাকে ভাল বাস না?—মোহ-মন্ত্র কি সেলিম?—ধর্ম্ম জানেন, হৃদয়ের অকৃত্রিম ভালবাসা ছাড়া আমি তো আর কোন মন্ত্র জানিনে। সত্যই কি সেলিম তুমি আমাকে আর ভাল বাস্‌বে না? সত্যই কি————(ক্রন্দন)

সেলিম। তুমি কি আর আমার ভালবাসা চাও যে ও কথা বল্‌চ? তুমিই তো ইচ্ছে ক'রে ——— অশ্রুমতি তুমি কাঁদ্‌চ?

অশ্রু। হা! সেলিম—নিদেন এইটে তুমি কখন বিশ্বাস কোরো না যে আমি তোমার সিংহাসনের ভিখারী—আমি আর কিছুরই জন্য দুঃখ করি নে—আর কিছুরই প্রত্যাশী নই, আমি কেবল তোমাকেই চাই। পাছে তোমাকে হারাই—তোমার হৃদয়কে হারাই, এই আমার ভাবনা—এই আমার যাতনার একমাত্র কারণ।

সেলিম।—অশ্রু! তুমি আমাকে ভালবাস?

অশ্রু। আমি ভাল বাসি কি না? হা!———

সেলিম। আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে—আমি অবাক্ হয়েছি!——আমাকে ভাল বাস? তবে কেন নৃশংসে আমাকে এত যন্ত্রণা দিলে?—হা আমি আপনাকেই এখনও ভাল ক'রে চিন্‌তে পাল্লেম না তো তোমার হৃদয় কি বুঝ্‌ব অশ্রুমতি! আমি মনে করে-ছিলেম যে নিরাশার বলে আমি এতদূর বলীয়ান হয়েছি যে আমার

হৃদয়কে আমি বশে রাখ্‌তে পার্‌ব, আমি আর কারও প্রেমে মুগ্ধ হব না—কিন্তু না, আমি দেখ্‌ছি—আমার হৃদয়ে সে বল নাই—আর, সে পিশাচের বল আমি প্রার্থনাও করি না—যে বলে হৃদয় অশ্রুর প্রেম বিস্মৃত হয়, এমন বলে বলীয়ান হয়ে কাজ নেই—কি! আমার হৃদয়-সিংহাসনে আমি আর কাউকে বোস্‌তে দেব?—না, সে কথা মনেও কোরো না—না অশ্রু, তোমাকে আমি যে এতক্ষণ মিছেমিছি কষ্ট দিলেম তার জন্য আমাকে মাপ কর—আর আমি তোমাকে কষ্ট দেব না—তোমাকে ভিন্ন কি আমি আর কাউকে ভাল বাস্‌তে পারি অশ্রু?——কিন্তু কেন অশ্রুমতি তুমি আমার জীবনের চিরসুখকে স্থগিত রাখবার জন্য অনুরোধ কর্‌ছিলে?—বল অশ্রু!—তুমি কি স্বামীর কঠোর কর্ত্তৃত্বের ভয় কর?—সে ভয়ের তো কোন কারণ নেই—তবে কি সচরাচর স্ত্রীলোকেরা যেরূপ ছল ক'রে প্রেমিকের ভাল বাসা বাড়ায়—এ কি সেইরূপ ছল মাত্র?—কিন্তু সেরূপ ছলে তোমার তো কোন প্রয়োজন নাই—তোমার মত সরলার জন্য তো ছলের সৃষ্টি হয় নি!

অশ্রু। সেলিম—আমি কোন ছল জানিনে।—

সেলিম। আমার যে, সব প্রহেলিকা বোলে মনে হচ্চে——কেন অশ্রু আমার প্রতি এরূপ ব্যবহার কচ্চ?

অশ্রু। হা!———

সেলিম। এমন কি গোপনীয় কথা যে আমার কাছে লুকোচ্চ অশ্রু? কোন রাজপুত কি আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ক'চ্চে?

অশ্রু। সেলিম, তোমার বিরুদ্ধে কেউ চক্রান্ত কচ্চে, আর আমি তা জেনেও কি কখন চুপ্ করে থাক্‌তে পারি?—না সেলিম, এ আর কারও বিপদ নয়—এ আমারি বিপদ, আমিই তার ফলভোগী।

সেলিম। সে কি অশ্রু—তোমার বিপদ, তুমিই তার ফলভোগী।

অশ্রু। সেলিম তোমার কাছে আমার একটি ভিক্ষা আছে।

সেলিম। ভিক্ষা কি অশ্রু?—আমার জীবন চাও তো এখনি দিতে পারি।

অশ্রু। সেলিম আমাদের বিবাহ এক সপ্তাহের জন্য কেন যে স্থগিদ রাখ্‌তে হবে, তার কারণ আমাকে আর জিজ্ঞাসা কোরো না, এই ভিক্ষা।

সেলিম। কারণ জান্‌তে পাব না?

অশ্রু। সেলিম আমার পরে যদি তোমার একটুও ভালবাসা থাকে তো এই অনুরোধটি আমার অগ্রাহ্য কোরো না।

সেলিম। আচ্ছা—তুমি যখন বল্‌চ তখন আমি আর 'না' বলতে পারি নে। আচ্ছা সম্মত হলেম। কিন্তু আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।—এটা মনে থাকে যেন অশ্রু, যে তোমার কথাতেই আমি এতদূর ত্যাগ স্বীকার কল্লেম।

অশ্রু। (স্বগত) হা! সেলিম আমার জন্য তুমি কত কষ্টই পাচ্চ—আমি কি বিপদেই পড়েছি —— কি ক'রে এখন—

(সজল নয়নে প্রস্থান।)

সেলিম। তুমি চল্লে অশ্রু ?

অশ্রু। সেলিম !—আর পারি নে—ওঃ—

(প্রস্থান।)

সেলিম। (স্বগত) আমি তবে এখন যাই, এ কি ব্যাপার ? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে।

(সেলিমের প্রস্থান।)

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

সেলিমের ঘর।

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। (স্বগত) কেন আমি সহজে তার অনুরোধ গ্রাহ্য কর্‌লেম ? যদি সত্যই আমাকে সে ভাল বাসে তো আমার কাছে গোপন রাখ্‌বার বিষয় তার কি থাক্‌তে পারে ? সাত দিন বিবাহ স্থগিদ, আর তার কারণও আমি জান্‌তে পাব না ? এ কি প্রকার অনুরোধ ? এ সব কি ছলনার কথা নয় ? রাজপুত রমণীদের ছলনার

অন্ত পাওয়া যায় না। কমলাদেবী, পদ্মিনী—উঃ কি বুদ্ধি—কি প্রতারণা! কিন্তু অশ্রুও কি সেই উপকরণে গঠিত—না, আমার ও সন্দেহ মনে স্থান দেওয়াই অন্যায়। আমিই তার প্রতি অন্যায় কচ্চি, সে যখন বল্‌চে আমাকে সে ভাল বাসে, তাই যথেষ্ট, তাতেই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিত। অবশ্য গোপন করবার কোন কারণ আছে, সে কারণ আমার জানবারই বা প্রয়োজন কি? না অশ্রুমতীকে আমি কখনই অবিশ্বাস কর্‌তে পারি নে—আহা! ছলনা কাকে বলে সে সরলা জানে না। আমার প্রতি যে তার প্রগাঢ় ভালবাসা আছে তা তার মুখের ভাবে, চোখের ভাবে বেশ প্রকাশ পায়।

ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। হজুরকে আজ আবার যে উদ্বিগ্ন দেখ্‌ছি।

সেলিম। দেখ ফরিদ বিবাহ সাত দিনের জন্য স্থগিদ কর্‌তে হল।

ফরিদ। সে কি কথা হজুর? আমরা সেই শুভ দিনের জন্য কত আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করে রয়েছি—স্থগিদ রাখ্‌বার কারণ কি হজুর?

সেলিম। তার কারণ আমিও জানি নে। অশ্রুমতীর অনুরোধ।

ফরিদ। হজুর আপনি কারণ না জেনে সহজেই অনুরোধ গ্রাহ্য কর্‌লেন?

সেলিম। কারণ আমি জিজ্ঞাসা কর্‌তে পার্‌ব না, সেও তার আর একটি অনুরোধ।

ফরিদ। কারণ পর্য্যন্ত জিজ্ঞাসা কর্‌তে পাবেন না? 'তা বল্‌তে পারি নে—আমরা সামান্য ব্যক্তি, আমাদের মনে এতে নানা রকম সন্দেহ উপস্থিত হয়, তবে আপনারা হচ্চেন উদারচরিত্রের লোক, আপনাদের মনে সন্দেহ না হবারই কথা।

সেলিম। তুমি বল কি ফরিদ? এতে আর কি সন্দেহ হতে পারে? অশ্রুমতীর উপরে আমার কোন সন্দেহ হতে পারে না।

পত্রহস্তে একজন রক্ষকের

প্রবেশ।

রক্ষক। হজুর স্থলতান! রাজকুমারী অশ্রুমতীর নামের এই চিঠি রক্ষকেরা পথে আট্‌কিয়েছে।

সেলিম। কৈ চিঠি? কৈ? দেখি? পত্রবাহক কে?—দাও—দাও—আমার হাতে দাও।

রক্ষক। হজুর! একজন রাজপুত ভৃত্য এই চিঠি নিয়ে রাজকুমারীর ভবনে গোপনে প্রবেশ কচ্ছিল, তাই ধরা পড়েছে।

সেলিম। (পত্র লইয়া স্বগত) কি না জানি এতে আছে—আমার হৃদয় কাঁপ্‌চে।

(রক্ষকের প্রস্থান।)

ফরিদ। হজুর! এই পত্র পাঠে বোধ হয় আপনার হৃদয়ের উদ্বেগ দূর হবে, আমাদেরও সন্দেহ ভঞ্জন হবে।

সেলিম। প'ড়ে দেখা যাক্! আমার হাত কাঁপ্‌চে,—কি যে অদৃষ্টে আছে বল্‌তে পারি নে - কিন্তু এতই কিসের ভয়? সুল্‌তান সেলিম কি আজ একখানি পত্র খুলতেও কম্পিত-দেহ হবে!— হো! (পত্র পাঠ)

পত্র।

"যে অবধি হেরিয়াছি ও চারু বয়ান
পিপাসিত হয়ে আছি চাতক সমান।
প্রকাশিব আর যাহা আছে বলিবার,
দ্বিপ্রহর রাত্রি-যোগে খুলিও দুয়ার॥"

প্রেমাকাঙ্ক্ষী পৃথ্বীরাজ

সেলিম। (পত্র হস্ত হতে স্খলিত হওন) কি সর্ব্বনাশ!—শুন্‌লে তো? তোমার বক্তব্য কি?

ফরিদ। আমাকে জিজ্ঞাসা কচ্চেন?—আমি আর কি বল্‌ব?

সেলিম। ফরিদ! তুমিই বিবেচনা কর, আমার প্রতি এইরূপ ব্যবহার?

ফরিদ। উঃ! কি ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা! হজুর মার্জ্জনা কর্‌বেন, আপনার বিশ্বাসকেও ধন্য!—আপনি এতেও অটল আছেন, কি ভয়ানক!

সেলিম। সেই বিশ্বাসঘাতিনীর কাছে যাও, ফরিদ—এখনি যাও!—এই পত্র নিয়ে দেখাও গে!—এ পত্র দেখে তার আপাদ মস্তক কেঁপে উঠুক্—আর, সহস্র তীব্র ছোরা তার ছলনাময় হৃদয়ে এখনি বসিয়ে দাও——যাও ফরিদ, যাও——

ফরিদ। হজুর আমি এখনি যাচ্চি।——(কিয়দ্দূর গমন)

সেলিম। হা!—না ফরিদ থাম, থাম, না, এখনও সে সময় হয় নি—সে রাজপুত্রীকে এই খানে আমার সাম্‌নে নিয়ে আসুক, ফরিদ এখনি তাকে আন্‌তে বোলে দাও।

ফরিদ। যে আজ্ঞা হজুর।

ফরিদের প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ।

সেলিম। আন্‌তে লোক পাঠিয়ে দিলে?

ফরিদ। আজ্ঞা হাঁ!

সেলিম। (স্বগত) না—তা আর ক'রে কাজ নেই—কি কর্‌ব তবে? ওঃ!

ফরিদ। কি ভয়ানক অপমানের কথা!

সেলিম। এতক্ষণে তার গোপনীয় কথা জান্‌তে পারলেম! তাই ভয়ে ও লজ্জায় আমার কাছে মুখ দেখাতে না পেরে মায়া কান্না কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে তখন আমার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়েছিল? আমাকে বঞ্চনা!—তুই অশ্রুমতি তুই!

ফরিদ। হুঁঃ—আমি ত আগেই বোলেছিলেম হজুর যে, স্ত্রীলো-

কের কুটিলতার অন্ত পাওয়া যায় না—পৃথ্বীরাজের তো আমি তেমন দোষ দেখি নে—একজন যদি তাকে ভাল বাসে তো কাজেই যে——

সেলিম। পৃথ্বীরাজ! নরাধম কি অকৃতজ্ঞ, তাকে আমি কারাগার হতে মুক্তি দিলেম; আর মুক্তি পাবামাত্রই কিনা তার এই কাজ? কিন্তু তার যতই দোষ হোক্ না, তার চেয়ে সে বিশ্বাসঘাতিনী সহস্র গুণে অপরাধী। ফরিদ তাকে তুমিই তো বন্দী করে এনেছিলে, তার রক্ষণাবেক্ষণ-ভার যদি আমি না নিতেম, তা হলে তার সামান্য বন্দীর মত কত দূর কষ্ট ভোগ কর্‌তে হত বল দেখি? সে কি জানে না আমি তার জন্য কত দূর করেছি?—হা! হতভাগিনি!

ফরিদ। হুজুর যে রকম যত্ন কচ্চেন, আর কেউ হলে কি তা কর্‌ত?—ও ভ্রষ্টা হুজুরের উপযুক্ত নয়, ওর যে রকম ব্যবহার, ওকে গলায় হাত দিয়ে রাস্তায় বের ক'রে দেওয়া উচিত; স্ত্রীহত্যাটা ভাল নয়, ওর শাস্তি ঐ।

সেলিম। না ফরিদ আর একটা পরীক্ষা করে দেখি, তাতে যদি প্রমাণ হয় তো তুমি যা বল্‌বে তাই কর্‌ব। ছলনার ঔষধ ছলনা!

ফরিদ। এখনও কি হুজুর প্রমাণ হতে বাকি আছে—দু জনের পূর্ব্ব হতে যোগাযোগ না থাক্‌লে সে নরাধম রাজপুত কি ওরূপ অসঙ্কোচে, ওরূপ বিশ্বস্তভাবে বল্‌তে পারে;—

"দ্বিপ্রহর রাত্রি যোগে খুলিও দুয়ার।"

কি ভয়ানক কথা!—বলেন কি হুজুর!

সেলিম। ভয়ানক নয় ফরিদ? এ রকম স্বচক্ষে দেখ্‌লেও আমার হটাৎ বিশ্বাস হয় না।

ফরিদ। হজুর! বেয়াদবি মাপ করবেন, সে যে কি কুহক জানে, হজুর তাকে একবার দেখ্‌লেই সব ভুলে যাবেন দেখ্‌ছি, সে বিশ্বাস-ঘাতিনীর মুখে আপনি তখন সরলতার কত ছবিই আবার দেখ্‌তে পাবেন। হা আমার অদৃষ্ট!

সেলিম। এই সব অকাট্য প্রমাণ পেয়েও আবার ভুল্‌ব? বল কি তুমি?—আমি কি পরীক্ষা কর্‌তে যাচ্চি শোন। আমি এ চিঠি আর তাকে দেখাব না। এক জন অপরিচিত লোক দিয়ে এই চিঠিটা তার কাছে পাঠিয়ে দাও, দেখি এর কি উত্তর দেয়, যদি দ্বিপ্রহর রাত্রে সেই রাজপুতকে আস্‌তে বলে, তবেই আর প্রমাণের কিছু বাকি থাক্‌বে না—আমি দেখতে চাই, স্ত্রীলোকের ছলনাময়ী বুদ্ধির কত দূর দৌড়।

ফরিদ। কিন্তু হজুর আপনি যে তার সঙ্গে একবার দেখা করবেন, সেইটিই অলক্ষণের কথা—হজুরের যেরূপ সরল হৃদয়——

সেলিম। না সে ভয় কোরো না। তুমি এই চিঠিটা নিয়ে এথনি যাও, একজন বিশ্বাসী দাসকে দিয়ে তার কাছে পাঠিয়ে দেও—ঠিক যেন তার হাতে পড়ে—যাও শীঘ্র যাও, আমি আর তার সঙ্গে দেখা কচ্চিনে—তার এখানে এসে কাজ নেই—এ কি! ঐ যে এসে পড়েছে!—কি সর্ব্বনাশ!——(স্বগত) আহা! সত্যি! ফরিদ তুমি যাই বল না কেন, ঐ সরল মুখচ্ছবিতে ছলনার কি একটু আভা-

লও পাওয়া যায়?-ওকে দেখ্‌লে কঠোর কথা কি আর মুখ দিয়ে বেরোতে চায়?

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। কেন সেলিম আমাকে ডেকেছ?

সেলিম। রাজকুমারি! আমার মনের একটা সন্দেহ দূর করবার জন্য তোমাকে ডেকেছি। ঠিক্ কথা বোলো—না হলে তুমিও চিরজীবন অসুখী হবে, আমিও হব। আমি যে তোমাকে এত দিন প্রাণপণে যত্ন করে আস্‌ছি—তোমার নিকট সমস্ত হৃদয় খুলেছি—তোমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেছি—তারই প্রতিদানস্বরূপ তোমার মনে কৃতজ্ঞতার উদয় হতেও পারে—কিন্তু ঠিক্ ক'রে বল—আমাকে বঞ্চনা কোরো না—যদি আর কারও প্রেম তোমার হৃদয়কে এতদূর অধিকার কোরে থাকে যে সে কৃতজ্ঞতাটুকুও এখন আর সেখানে স্থান পায় না—তা হলে বল—এখনি মুক্তকণ্ঠে বল—আমিও মুক্ত-হৃদয়ে মার্জ্জনা কচ্চি। এই কিন্তু সময়, আর সময় নাই!

অশ্রু। সে কি সেলিম, এ রকম কথা আমাকে বল্‌চ কেন? আমি কি দোষ করেছি যে মার্জ্জনার কথা বল্‌চ? আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি নে। আমার হৃদয়ের কথা তো তোমাকে কতবার বলেছি—আবার তা জিজ্ঞাসা কচ্চ কেন?—সেলিম তোমাকে ভাল বাসি কি না, তাও কি এখন আবার শপথ করে বলতে হবে?—(ক্রন্দন)

সেলিম। (স্বগত) এখনও আমার কাছে ভালবাসা জানাচ্চে?—

কি ভয়ানক ছলনা !—আমার হাতে প্রমাণ পর্য্যন্ত রয়েছে—তবু এখনও বঞ্চনা—আরে মিথ্যাবাদিনি! (প্রকাশ্যে) অশ্রুমতি!

অশ্রু। কেন সেলিম? তোমার হৃদয় কেন এত উদ্বিগ্ন হয়েছে আমাকে বল। আমি তোমার কি করিছি?

সেলিম। না আমার কোন উদ্বেগ নাই—তুমি আমাকে ভাল বাস বল্‌চ?

অশ্রু। অন্ত দিনে সেলিম তুমি ভাল বাসার কথা ওরকম স্বরে তো বল না—আজ ওরকম স্বরে বল্‌চ কেন?

সেলিম। এখনও বল্‌চ তুমি আমাকে ভাল বাস?

অশ্রু। ওরকম তীব্র দৃষ্টিতে আজ আমাকে দেখ্‌চ কেন? কেন আমাকে সন্দেহ কচ্চ সেলিম? কি হয়েছে খুলে বল। আমি এখনি তার উত্তর দিচ্চি।

সেলিম। না আমার আর কোন সন্দেহ নাই। তুমি এখন যেতে পার।

(অশ্রুর প্রস্থান।)

ফরিদের প্রবেশ।

সেলিম। দেখ ফরিদ! আমি আশ্চর্য্য হলেম——কথা-বার্ত্তা এখনও এম্‌নি মধুর যে অন্তরের হলাহল কিছুতেই প্রকাশ হবার নয়। বরাবর শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্বভাবের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম দেখ্‌লেম

না ——এক ভাবেই কথা কইলে—অপরাধ করলে যে ভাব হয়, মুখে তার চিহ্ন মাত্রও প্রকাশ হতে দিলে না। এই অল্প বয়সে চাতুরীতে কি এতই পরিপক্ক হয়েছে? একজন বিশ্বাসী দাসের হাত দিয়ে সে পত্র তো পাঠিয়ে দিয়েছ ফরিদ?

ফরিদ। আজ্ঞা হাঁ সে পাঠিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হজুর, আমি যা ভেবেছিলেম তাই! সে কুহকিনীকে দেখ্‌বামাত্রই আবার দেখ্‌ছি সব ভুলে গেছেন।

সেলিম। কে জানে ফরিদ, তাকে অবিশ্বাস করতে আমার হৃদয় কিছুতেই চায় না—আমাদের বোঝ্‌বার যদি কিছু ভ্রম হয়ে থাকে—এখনও সে সন্দেহ ভঞ্জন হতে পারে।—এখনও——

ফরিদ। এখনও?—বলেন কি হজুর, এখনও? এসব স্থলে এক একবার অন্ধ হতেও ইচ্ছা হয় বটে!

সেলিম। না ফরিদ তা নয়—আমার একটা কথা মনে হয়েছে—এখনও আমার আশা আছে। অশ্রুমতীকে দেখে সেই দুঃসাহসী রাজ-পুত একেবারে হয়তো মোহিত হয়ে গিয়ে থাক্‌বে—অশ্রুমতী কোন আশা না দিলেও সে দুর্ম্মতি উন্মত্তের ন্যায় তাকে পাবার জন্য হয়তো লালায়িত হয়েছে—তাতে অশ্রুমতীর কি দোষ হতে পারে? দেখ ফরিদ এক কাজ কর—সেই দ্বিপ্রহর রাত্রে—যে সময় ভীষণ দুষ্কর্ম্ম সকল সচরাচর আচরিত হয় সেই সময়—যখন সেই রাজ-পুত, অশ্রুমতীর ভবনের ত্রিসীমায় পদার্পণ করবে, রক্ষকদের বিশেষ করে বোলে দেও যেন তখনি তাকে শৃঙ্খলে বদ্ধ ক'রে আমার

কাছে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে আসে—কিন্তু দেখো অশ্রুমতীকে যেন কেউ কিছু না বলে—ফরিদ, তুমি কি আমার দুর্ব্বলতা দেখে মনে মনে হাস্‌চ? না, তা ভেব না—তার প্রেমে অন্ধ হয়ে আমি এ কথা বল্‌চি নে—আমি বুঝে সুঝেই তোমাকে এই আজ্ঞা দিলেম—যাও।———

ফরিদ। যে আজ্ঞা হুজুর—আমার এতে আর কি বক্তব্য আছে?

(ফরিদের প্রস্থান ও
কিয়ৎক্ষণ পরে সেলিমের প্রস্থান।)

একাদশ গর্ভাঙ্ক।

অশ্রুমতীর ভবন।

অশ্রুমতী। (স্বগত) হৃদয় গেল—আর পারি নে—কাকা যদি আসেন তো তাঁর পায়ে জড়িয়ে ধরে একবার বলি যে কাকা "মার্জ্জনা কর—আমি আর গোপন করে রাখ্‌তে পারি নে—সেলিমকে সব খুলে বলি—তিনি শুন্‌লে তোমার কোন হানি হবে না—তাঁর হৃদয়

অতি উদার—তিনি কিছু বল্‌বেন না।”—কৈ তিনিও ত সেই অবধি আর আস্‌চেন না—মলিনাই বা কোথায় গেল?—তাকে খুলে বল্লেও যে আমার হৃদয়টা একটু হাল্কি হয়—তা, তাকেও যে দেখ্‌তে পাচ্চি নে। হা!—আমি এখন কি করি?—ঐ যে মলিনা আস্‌ছে—এখন হৃদয়ের কথা খুলে তবু বাঁচব।

মলিনার প্রবেশ।

অশ্রু। ভাই মলিনা তুমি ভাই কোথায় ছিলে?—তুমি এলে বাঁচলেম—তোমাকে বোল্লে তবু হৃদয়টা একটু খালি হবে।—ও কি ভাই—তোমার চোখে জল কেন?—আমি জানি আমারই কপাল মন্দ—তোমার তো ভাই দুঃখের কোন কারণই নেই।

মলিনা। তোমার ভাই কপাল মন্দ কিসে?—তোমার ভাই এমনি কপাল যে তোমার ভালবাসা পাবার জন্য কত লোকে পাগল—

অশ্রু। আমি ভাই আর কারও ভাল বাসা চাইনে—সেলিমকে পেলেই বত্তে যাই——

মলিনা। সেলিম তো তোমাকে ভাল বাসেনই—তাতে কি তোমার সন্দেহ আছে?

অশ্রু। ভাই মলিনা আমার কি ভয়ানক অবস্থা হয়েছে শোনো—কতক্ষণে তোমাকে বল্‌ব এই জন্য অপেক্ষা করে আছি।—কাকা একদিন এখানে এসে আমাকে বল্লেন যে পৃথ্বীরাজকে—তোমার পৃথ্বী-রাজকে আমার বিবাহের পাত্র স্থির করেছেন——

মলিনা। কে ভাই?—আমার পৃথ্বীরাজ?—আমার?—ওঃ!

অশ্রু। হ্যাঁ ভাই তোমার পৃথ্বীরাজ—তা ভাই সে কথা শুনে আমার ভাই যেন মাথায় বজ্রাঘাত হল—আমি লজ্জা শরম ত্যাগ করে তাঁকে পষ্ট বল্লেম যে সেলিম ছাড়া আমি আর কাকেও ভাল বাস্‌তে পার্‌ব না—তাতে তিনি আমাকে অনেক তিরস্কার কোরে শেষ আমার প্রাণ বধ কত্তেও উদ্যত হলেন—তবুও যখন আমি সম্মত হলেম না—তখন কাকা বোল্লেন যে এখনি তিনি পিতার কাছে এই কথা বোল্‌তে যাবেন—পিতা পীড়ায় শয্যাগত—এ কথা শুন্‌লে তিনি আর এক মুহূর্ত্তও বাঁচবেন না—আমি এই কথা শুনে বড়ই অধীর হলেম—আমি তাঁকে বল্লেম যে ও কথা তবে তাঁকে বোলো না—আমি আর কাউকে বিবাহ কর্‌তে পারব না—এ ছাড়া আর যা বল্‌বে আমি তাই কর্‌ব। তা তিনি বল্লেন "আচ্ছা সেলিম যদি বিবাহের প্রস্তাব ক'র্‌তে আসেন তো তুমি সাত দিনের জন্য বিবাহ স্থগিদ রাখবার জন্য তাঁকে অনুরোধ কর্‌তে পারবে?" আমি কোর্‌ব বোলে অঙ্গীকার করলেম—আরও তিনি বল্লেন—"আমি যে এ বিষয়ে কোন প্রস্তাব তোমার কাছে করেছি—কি তোমার এখানে এসেছি, সে বিষয় বিন্দু বিসর্গও সেলিমকে বল্‌তে পারবে না"—আমি ভাই না ভেবে চিন্তে এতেও সায় দিয়েছিলেম—তারই ভাই ফল এখন ভুগ্‌তে হচ্চে—সেলিম যখন বিবাহের সব স্থির হয়েছে বোলে আমাকে নিতে এলেন—আমি সাত দিন বিবাহ স্থগিদ রাখ্‌তে, আর তার কারণ আমাকে কিছুমাত্র জিজ্ঞাসা না কর্‌তে অনেক কষ্টে তাঁকে অনুরোধ কল্লেম—তা এর দরুণ ভাই আমার ভাল বাসার

উপরেই তাঁর কখন কখন সন্দেহ হচ্চে—কারাকে কথা দিয়েচি বোলেই যে আমার এই রকম অনুরোধ কর্‌তে হয়েছে তা ভাই আমি তো আর বোল্‌তে পাচ্চি নে—এই জন্য ভারি বিপদে পড়েছি!—এ কথা আমি সেলিমকে বোল্‌তে পাচ্চি নে বোলে আমার হৃদয় ফেটে যাচ্চে—এখন কি করি ভাই ?

মলিনা। যাকে নিয়ে তোমার ভাই বিপদ—তার জন্যই আমার সর্ব্বনাশ! তুমি ভাই বল্‌ছিলে—আমার পৃথ্বীরাজ? না ভাই পৃথ্বী-রাজ এখন আর আমার নন্—এখন তিনি তোমার! (ক্রন্দন)

অশ্রু। কি ভাই মলিনা? তুমিও ঐ কথা বল্‌চ? সেলিম ভিন্ন আমার ব'লে তো ভাই আমি আর কাউকে জানি নে।

মলিনা। কিন্তু ভাই পৃথ্বীরাজ তোমাকেই ভাল বাসেন—তুমি ভাই তাঁকে ভাল বাস্‌বে না?—ভাল বেসো—(ক্রন্দন)

অশ্রু। ও কি কথা ভাই মলিনা?—আমাকে কেন ভাই কষ্ট দাও?—সেলিম ছাড়া কি ভাই আমি আর কাউকে ভাল বাস্‌তে পারি?—পৃথ্বীরাজ, যাঁর কথা তুমি ভাই আমাকে কতদিন বলেছ, তাঁর ভাই এই রকম ব্যবহার?

মলিনা। না ভাই তাঁকে দোষ দিও না—আমি ভাই তাঁর যোগ্য নই—আমার কি গুণ আছে যে তাঁর মনে ধর্‌বে? তিনি ভাই আমাকে পষ্ট বলেছেন যে তোমাকেই ভাল বাসেন—আমাকে ভাল বাসেন না। (ক্রন্দন)

অশ্রু। একি ভয়ানক কথা ভাই!—যদি আমার বাপ মার সংবাদ

দিতে আর কখন তিনি আমার কাছে আসেন, তা হলে আমি তাঁকে বুঝিয়ে বোলতে পারি যে কাকার প্রস্তাবে তিনি যেন না ভোলেন—যেন তিনি এ বেশ জানেন যে সেলিম ভিন্ন আমার হৃদয়ে আর কারও স্থান নেই—এ কথা তাঁকে বুঝিয়ে দিলে তিনি কি ভাই আবার তোমাকে ভাল বাসবেন না?

মলিনা। উঃ ও কথায় ভাই আর কাজ নেই—তিনি—তিনি—তিনি কি ভাই আর আমার আছেন?—ওঃ! (ক্রন্দন)

অশ্রু। মলিনা; কেঁদনা ভাই—দেখো পৃথ্বীরাজ আবার ভাই তোমার হবেন।

পত্র লইয়া একজন দাসের প্রবেশ।

দাস। (অশ্রুমতীর প্রতি) রাজকুমারি,—পৃথ্বীরাজ আপনাকে এই পত্র দিয়েছেন।

অশ্রু। কে?—পৃথ্বীরাজ?—সে কি!

মলিনা। কি পত্র ভাই? পৃথ্বীরাজ তোমায় লিখেছেন? হা!

অশ্রু। (পত্র পাঠ)————

"যে অবধি হেরিয়াছি ও বিধু বয়ান
পিপাসিত হয়ে আছি চাতক সমান।
প্রকাশিব আর যাহা আছে বলিবার।
দ্বিপ্রহর রাত্রিযোগে খুলিও দুয়ার।"

প্রেমাকাঙ্ক্ষী পৃথ্বীরাজ।

(দাসের প্রতি) এ পত্র ফিরে নিয়ে যাও, তাঁকে বোলো এ রকম পত্র আমি গ্রহণ করি নে—আর যেন না পাঠান।

মলিনা। কেন ভাই অশ্রু তাঁর অপমান কর? তুমি তাঁকে নাই ভাল বাস্‌লে, তিনি তো তোমাকে ভাল বাসেন—তিনি যদি এখানে আসেন তাতে তোমার কি ক্ষতি? তুমি যদি তাঁকে দেখ্‌তে না চাও, আমি তাঁকে দেখেও তো তৃপ্ত হব।—আমি ভাই একবার দেখ্‌ব, আমার পৃথ্বীরাজ তোমাকে কি রকম ক'রে আমার সাম্‌নে সাধেন? (ক্রন্দন)

অশ্রু। আচ্ছা ভাই তিনি আসুন, আমি পষ্ট তাঁকে বোল্‌ব, আমার ভালবাসা তিনি কখনই পাবেন না—তা হলে তোমার সঙ্গে আবার ভাই মিলন হয়ে যাবে। (দাসের প্রতি) আচ্ছা তাঁকে আস্‌তে বোলো।

দাস। যে আজ্ঞা।

(দাসের প্রস্থান।)

মলিনা। আমিও ভাই যাই।

(মলিনার প্রস্থান।)

অশ্রু। (স্বগত) হা! সেলিম কেন এখনও আস্‌চেন না? তাঁর তো আস্‌বার সময় হয়েছে।—দেখি গে যাই।

(অশ্রুমতীর প্রস্থান।)

ত্রয়োদশ গর্ভাঙ্ক।

শিবিরের সন্নিকট

একটা পথ।

পৃথ্বীরাজ ও শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। সে পত্রের কি কোন উত্তর তুমি পেয়েছ?

পৃথ্বী। হাঁ পেয়েছি—দ্বিপ্রহর রাত্রে সেখানে যাবার কথা আছে।

শক্ত। তা হলে বেশ হয়েছে। আমি পাল্কি প্রভৃতি প্রস্তুত করে রেখে একটু দূরে অপেক্ষা করব। তুমি যখন তার হৃদয়কে একটু অধিকার কর্‌তে পেরেছ, তখন তুমি তাকে বোলে-কোয়ে অনায়াসেই বের করে আন্‌তে পারবে, বল-প্রয়োগের বোধ হয় আর প্রয়োজন হবে না।

পৃথ্বী। কিন্তু এখন শুন্‌তে পাই নাকি বড় কড়াক্কড় পাহারা। তার উপায় কি বল দেখি?

শক্ত। তার কোন ভাব্‌না নাই। ফরিদের সঙ্গে সে বিষয় আমার ঠিক্‌ঠাক্ হয়ে আছে। কিন্তু দেখ পৃথ্বীরাজ, ফরিদকে আমরা যে এত বিশ্বাস কচ্চি—শেষকালে তো সে আমাদের কোন প্যাঁচে ফেল্‌বে না? তার কোন দুরভিসন্ধি নেই তো?

পৃথ্বী। না, সে বিষয়ে তুমি কিছুমাত্র ভয় কোরো না। আমি

ফরিদকে বিলক্ষণ জানি। কিন্তু একটা আমার ভয় আছে—সে সময় মলিনার সঙ্গে যদি আমার দেখা হয় তো বড় চক্ষু-লজ্জায় পড়্‌ব।

শক্ত। না, তাকে আমি কোন ছুত ক'রে তফাৎ রাখ্‌ব, তার জন্ম তোমার কোন চিন্তা নাই।

পৃথ্বী। তবে আমাদের এই কথা রইল। আমি এখন চল্লেম।

(পৃথ্বীরাজের প্রস্থান।)

শক্ত। আমিও সব ঠিক্‌ঠাক্ করি গে।

(শক্তসিংহের প্রস্থান।)

চতুর্দ্দশ গর্ভাঙ্ক।

শিবিরে

সেলিমের ঘর।

সেলিম ও ফরিদের

প্রবেশ।

সেলিম। আজ সময় আর যাচ্চে না—দ্বিপ্রহর রাত্রি কখন্ আস্‌বে—সেই দুর্ম্মতি রাজপুতের রক্তে হস্ত ধৌত হলে তবু আমার

হৃদয় একটু শান্ত হয়। ফরিদ! সে দাস কি এখনও ফিরে আসে নি? কখন আস্‌বে?

ফরিদ। হুজুর আমার বোধ হয় তার আস্‌তে বিলম্ব নাই।——ঐ যে এসেছে।

সেলিম। এসেছে? কৈ?

দাসের প্রবেশ।

সেলিম। এদিকে আয়।—কি শুন্‌লি শীঘ্র বল্‌। কাঁপচিস্‌ কেন? কোন মন্দ খবর?

দাস। হুজুর আমি যা দেখ্‌লেম তা বল্‌তে ভয় হচ্চে। সে চিঠি পোড়ে রাজকুমারী টস্‌ টস্‌ ক'রে চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লেন, আর তাঁর হাত থর্‌ থর্‌ ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌ল——তার পর——তার পর——(মাথা চুল্‌কাইতে চুল্‌কাইতে)।

সেলিম। তার পর কি—শীঘ্র বল—আমার দেরি সইচে না।

ফরিদ। আমার পানে তাকাচ্চিস্‌ কি? যা দেখ্‌লি শুন্‌লি ঠিক ক'রে বল—হুজুর শোন্‌বার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছেন।

দাস। তার পর অনেক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বোল্লেন যে আচ্ছা আজ দুফুর রাত্তিরে খুব গোপনে এখানে তাঁকে আস্‌তে বোলে দিও—কেউ যেন না টের পায়—আর খুব সাবধানে যেন——

সেলিম। (দাসের প্রতি) আর শুন্‌তে চাই নে—যথেষ্ট হয়েছে, আমার সাম্‌নে থেকে দূর হ——দূর হ——(ফরিদের প্রতি) তুমিও

এখান থেকে যাও—আমাকে একলা থাকৃতে দেও—কাউকে আমি চাই নে—যাও—যাও—আমি কারও পরামর্শ চাই নে, কারও বন্ধুত্ব চাই নে——

(দাসের প্রস্থান।)

ফরিদ। যে আজ্ঞা হুজুর—চল্লেম——

(ফরিদের প্রস্থান।)

সেলিম। (স্বগত) কি ভয়ানক! এতদূর বিশ্বাসঘাতকতা!—কি কুলগ্নে সে রাজপুত্রীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল—এর প্রতিশোধ, এর সমুচিত প্রতিশোধ কি?—হতভাগিনি, তোর আজ জীবনের শেষ দিন! (প্রকাশ্যে)—ফরিদ, শীঘ্র এস।

ফরিদের প্রবেশ।

ফরিদ। আজ্ঞা হুজুর!

সেলিম। ফরিদ! মাপ কর্‌বে—আমার আজ মনের ঠিক্ নেই। তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু—তোমার কথা এত দিন শুন্‌লে আর এ যন্ত্রণা আমাকে ভোগ কর্‌তে হত না।

ফরিদ। হুজুর কাঙ্গালের কথা বাসি হলেই ফলে। এখন সাত দিন বিবাহ স্থগিদ রাখ্‌বার মৎলব কি টের্ পেয়েছেন? আমি এই মাত্র একটা গুজোব্ শুন্‌লেম, তাতেই আমি বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি।

সেলিম। কি গুজোব্ ফরিদ? বল, আমাকে শীঘ্র বল।

ফরিদ। কি বিশ্বাসঘাতকতা—মনে কর্‌তেও যেন গা কেঁপে

ওঠে! চক্রান্ত টা কি হয়েছে শুন্‌বেন ? পৃথ্বীরাজ আজ রাত্রে সেই রাজপুত্রীকে বের ক'রে নিয়ে আস্‌বে—আর, শক্তসিংহ একটু দূরে পাল্কি নিয়ে অপেক্ষা কর্‌বে। কি দুঃসাহস! এই সমস্ত যোগাড় কর্‌বার জন্যই ৭ দিন বিবাহ স্থগিদ রাখ্‌তে হজুরকে অনুরোধ করেছিল।

সেলিম। তাই বটে ?—এখন সব বুঝ্‌তে পারলেম। উঃ কি ছলনা!—কি অবিশ্বাসের কাজ! কি দুঃসাহস! আমি একেবারে অবাক্ হয়েছি।—চল ফরিদ এথনি চল, আর না—দ্বিপ্রহর রাত্রের আর বিলম্ব নাই—চল, একটা তীক্ষ্ণ শাণিত ছোরা আমার সঙ্গে নি—আর কিছুরই আবশ্যক নাই—চল।

(সেলিমের প্রস্থান।)

ফরিদ। (স্বগত) এই বার তো চূড়ান্ত সময় উপস্থিত। আমি অশ্রুমতীকে হস্তগত কর্‌বার জন্য যে রকম জাল পেতেছি—মানসিংহকে তা তো সব লিখেছি। যাতে হত্যাটা না হয়, সেলিমকে তারই পরামর্শ এথন দিতে হবে—সেলিমের একবার হাত-ছাড়া হলেই ও শিকার আমার হবে—আর যদি বা নিতান্তই মারা পড়ে, তাতে বা কি ?—আমাকে যেমন সে দু চক্ষে দেখ্‌তে পারেনা—তারই এই সমুচিত প্রতিশোধ হবে—আমার কি এল গেল—আমার শুধু রূপ-লালসা, আমার তো আর ভালবাসা নয়। এথন দেথি, কোথাকার জল কোথায় মরে।

(ফরিদের প্রস্থান।)

পঞ্চদশ গর্ভাঙ্ক।

অশ্রুমতীর ভবনে

একটা ঘর।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) কৈ অশ্রুমতী কৈ? তার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে আমার যত দূর আগ্রহ, তার কি ততদূর আগ্রহ নেই?—বোধ হয় এখনি এ ঘরে আস্‌বে। এখন ফরিদের কাছে যে রকম শুন্‌লেম তাতে তো আমার খুবই আশা হচ্চে—আমি বল্‌বামাত্রই বোধ হয় আমার সঙ্গে চ'লে আস্‌বে। আর তো কেউ এখানে নেই? (চতুর্দ্দিক অব-লোকন) মলিনা না এলে এখন বাঁচি।—একে দ্বি প্রহর রাত্রি, তাতে মেঘের ঘোর ঘটা—আজ তাকে নিয়ে পালাবারও বেশ সুবিধা আছে। কৈ এখন যে এলে হয়।—ঐ যে আস্‌চে!

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। রাজকুমারি, আমি অনেক ক্ষণ এখানে অপেক্ষা ক'রে আছি।

অশ্রু। তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌বার আমার আর কোন অভিপ্রায় নাই। সেলিম ভিন্ন আমার হৃদয় আর কাউকে জানে

না—তুমি ও-রকম পত্র আর আমাকে লিখো না—এই কথা পষ্ট তোমাকে বল্‌বার জন্য আমি তোমার সঙ্গে দেখা কর্‌তে সম্মত হয়েছিলেম।

পৃথ্বী। (স্বগত) সে কি! আমি যে ভারি অপ্রতিভ হলেম, কি বিপদ! ফরিদের তবে তো আগা গোড়া মিথ্যা কথা! সে তবে আমাদের প্যাঁচে ফ্যালবার ফিকিরে আছে দেখছি—এখনি শক্ত-সিংহকে বলি গে—আর এখানে থাকা নয়। হা! আমার সমস্ত সুখের স্বপ্ন কি ভেঙ্গে গেল!—(প্রকাশ্যে) রাজকুমারি, আমার ভ্রম হয়েছিল, মার্জ্জনা ক'র্‌বেন—(স্বগত) কি উৎপাত! আবার মলিনাও যে এসে পড়্‌লো (প্রকাশ্যে) আমি চল্লেম।

মলিনার প্রবেশ।

(পৃথ্বীরাজের সত্বর প্রস্থান।)

মলিনা। (স্বগত) হা!—আমার দিকে একবার ফিরেও তাকা-লেন না—একটা ভদ্রতার কথাও বল্লেন না।—আমি এতই কি অপরাধ করেছি। (প্রকাশ্যে) উনি ভাই এসেই চলে গেলেন কেন?

অশ্রু। এস ভাই আমার সঙ্গে এস, তোমার সঙ্গে যাতে মিলন হয় তার একবার চেষ্টা করি—পৃথ্বীরাজ তো বেশি দূরে যান নি—এস তুমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর।

মলিনা। তিনি ভাই এতক্ষণে চলে গিয়েছেন। কেন ভাই মিথ্যে চেষ্টা কচ্চ!

অশ্রু। আচ্ছা আমি ভাই দেখ্‌ছি।

(অশ্রুমতীর প্রস্থান।)

মলিনা। হা!——

(আপন মনে গান।)

ভৈরবী।

এখনো এখনো প্রাণ, সে নামে শিহরে কেন,
এখনো হেরিলে তারে কেন রে উথলে মন।
বিরক্তি ভ্রূকুটি-রাশি, হেরি সে ঘৃণার হাসি,
তবুও ভুলিতে তারে নারিনু কেন এখনো।
চোখের দেখা দেখ্‌তে এলে, তাও দেখা নাহি মেলে,
দারুণ তাচ্ছিল্য ভাবে সে করে যে পলায়ন।
তাই থাকি, দূরে দূরে, ভাসি মর্ম্মভেদী নীরে,
মুহূর্ত্তও দেখা পেলে, স্বর্গ হাতে পাই যেন।
জ্বলে প্রাণ যাতনায়, জ্বলুক্ কি ক্ষতি তায়,
সে আমার, সুখে থাক্, নাহি সাধ অন্য কোন।

(মলিনার প্রস্থান।)

ষোড়শ গর্ভাঙ্ক।

অশ্রুমতীর ভবনের

বহির্দ্বার।

আকাশ মেঘাচ্ছন্ন—ও ঘন ঘন

বজ্রনাদ।

সেলিম ও ফরিদের প্রবেশ।

সেলিম। একে ঘোরা দ্বিপ্রহরা রজনী—তাতে আবার আকাশ ঘন-ঘটাচ্ছন্ন, একটি তারাও প্রহরী নাই। কি ভীষণ অন্ধকার! এই ঘোর অন্ধকারের আবরণে প্রচ্ছন্ন থেকে সমস্ত প্রকৃতিই যেন কি একটা ভয়ানক ষড়যন্ত্র ক'চ্চে—যেন কি একটা দারুণ সাঙ্ঘাতিক কাজে প্রবৃত্ত হতে যাচ্চে!—নরহত্যা ব্যভিচার প্রভৃতি ভীষণ নিশাচরের এই তো সময়! ফরিদ! কাউকে কি দেখ্‌তে পেয়েছ?

ফরিদ। হুজুর—জনপ্রাণী না।

সেলিম। (স্বগত) ছদ্মবেশী রাক্ষসী নিশি! কে তোকে বিরাম-দায়িনী শান্তির জননী বলে?—তোর নিষ্ঠুর ক্রোড়ই তো অশান্তির আলয়। পৃথিবীতে যত প্রকার ভীষণ পাপ আছে, তুইই তো সেই

সকলকে তোর অন্ধকারময় বক্ষে স্থান দিস্! অশ্রুমতি! বিশ্বাসঘাতিনি! আমার এত ভালবাসার কি শেষে এই প্রতিদান? আমি যদি এই উচ্চ সম্পদশিখর হতে হঠাৎ নিরন্ন দারিদ্র্য দশায় পতিত হই—তাতেও আমি অধীর হই নে, যদি ঘোর অন্ধকারময় ভীষণ কারাগারে আমাকে চিরজীবন বদ্ধ হয়ে থাক্‌তে হয়—সে যন্ত্রণাকেও আমি তুচ্ছ কর্‌তে পারি—আমি অদৃষ্টের আর সকল অত্যাচারই সহ্য কর্‌তে পারি—কিন্তু—কিন্তু—যাকে আমি ভাল বাসি—যাকে আমার সর্ব্বস্ব সমর্পণ করেছি—যাকে আমার একমাত্র আমারই বোলে জানি—সে আমাকে ছলনা করবে?—ওঃ! অসহ্য! ——

ফরিদ। হুজুর—এখন কি কর্ত্তব্য?

সেলিম। একটা কি শব্দ হল শুন্‌তে পেয়েছ কি?

ফরিদ। কৈ হুজুর——

সেলিম। আমি শুন্‌তে পেয়েছি—বোধ হয় পদশব্দ।

ফরিদ। না হুজুর—জনপ্রাণীর সাড়া শব্দ নেই—এখন তো চারি দিক ঘোর নিস্তব্ধ—সকলেই অকাতরে নিদ্রা যাচ্চে—

সেলিম। আর যেই নিদ্রিত হোক্—ফরিদ এ বেশ জেনো—পাপের চোখে নিদ্রা নাই! বিশ্বাসঘাতিনি, তুই যদি জানতিস্ তোকে আমি কতদূর বিশ্বাস কত্তেম—কতদূর ভাল বাস্‌তেম—তা হলে কি তুই——হা! ফরিদ তুমি জান না আমি কি আঘাত পেয়েছি—যাকে একবার দেখ্‌তে পেলেই স্বর্গ হাতে পেতেম—যার এক চোখের ইঙ্গিতে আমার অদৃষ্ট-চক্র নিয়মিত হত—যার এক

বিন্দু অশ্রুপাতে আমার হৃদয়ের রক্ত নিঃসৃত হত—তার এই ব্যবহার?—আ! নৃশংসে!

ফরিদ। একি! হজুর—কাঁদ্‌চেন না কি?—অদ্বিতীয় বীর সুলতান সেলিমের চোখে আজ অশ্রু দেখ্‌তে পেলেম? হা! অদৃষ্ট!

সেলিম। কি?—আমি কি সত্যই কাঁদচি?—একজন বিশ্বাসঘাতিনীর বিশ্বাসঘাতকতায় আমার চক্ষে অশ্রু পোড়লো?——ফরিদ!—তুমি জেনো, এই যে অশ্রুবিন্দু—এ কোমল রমণী-নেত্রের অশ্রুবিন্দু নয়, এ নিষ্ঠুর বীরহৃদয়ের রক্তপাত! বিশ্বাসঘাতিনী অশ্রুমতি!—তুইও কাঁদ—তোরও সময় হয়ে এসেছে—আমার এই নিষ্ঠুর রক্তময় অশ্রু, তোর কলঙ্কিত রক্তপাতের পূর্ব্বসূচনা বই আর কিছুই নয়!

ফরিদ। হজুর—আর যাই হোক—স্ত্রীহত্যাটা ভাল নয়—আমার ভয়ে গা কাঁপচে পাছে আপনার অসি স্ত্রীরক্তে—

সেলিম।—ফরিদ—কাঁপো—কাঁপো—কাঁপ্‌বার অনেক কারণ আছে।—এস এস ফরিদ—আমি এবার পষ্ট পদশব্দ শুন্‌তে পেয়েছি। ঐ দিকে—ঐ দিকে—চল—চল!

অন্ধকারে অদৃশ্য অশ্রুমতীর

প্রবেশ।

অশ্রু। মলিনা—কোথায় তুমি—পৃথ্বীরাজ তো এখনও যান নি।

(অশ্রুমতীর প্রস্থান।)

সেলিম। কি শুনি। সেই কণ্ঠস্বর না—যার মোহিনী স্বর-সুধায় এতদিন আমি মোহিত হয়েছিলেম?—যে স্বরে মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের ন্যায় আমি একেবারে অবশ হয়ে পড়েছিলেম?—সেই ছলনাময় কণ্ঠস্বরই কি শুন্‌তে পেলেম না?—এইবার প্রতিশোধ—জ্বলন্ত প্রতিশোধ!—অসি!—আর যেই হোক্, তুই যেন এ সময় অবিশ্বাসী হোস্ নে।

পৃথ্বীরাজের প্রবেশ।

পৃথ্বীরাজ। (স্বগত) হা! মলিনা আমার কি অপরাধ করেছিল? কেন তাকে ত্যাগ কর্‌লেম?—সেই বিশ্বাসঘাতক পাষণ্ড ফরিদকে একবার দেখ্‌তে পেলে হয়, তাকে এই অসির দ্বারা তা হ'লে খণ্ড খণ্ড করি—শক্তসিংহও তো তাকে খুঁজ্‌তে গেছেন—তিনি ফিরে এলেই অশ্রুমতীকে বলপূর্ব্বক এখান থেকে নিয়ে যেতে হবে। প্রতাপসিংহের কলঙ্ক আমি প্রাণ থাক্‌তে কখনই দেখ্‌তে পার্‌ব না।

সেলিম। ঐ যে—ঐ যে ফরিদ! সেই দুর্ম্মতি রাজপুতের মত বোধ হচ্চে—ওঃ! কি অন্ধকার, কিছুই পষ্ট দেখা যায় না।—চল চল ঐ দিকে—(পৃথ্বীরাজের নিকটে গিয়া) দুর্ম্মতি পাষণ্ড অকৃতজ্ঞ তস্কর, তোর এতদুর দুঃসাহস? (দুজনে অসিযুদ্ধ)—

ফরিদ। (স্বগত) আমিও পিছন থেকে এক ঘা বসিয়ে দি।

(অসি আঘাত।)

পৃথ্বীরাজ। ফরিদ! বিশ্বাসঘাতক! তুই?——

(পতন ও মৃত্যু।)

সেলিম। এখন চল—দেখি সেই বিশ্বাসঘাতিনী কোথায়—ঐ বুঝি?

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। এ কিসের গোলমাল? অন্ধকারে কিছুই তো দেখা যায় না—এ কে এখানে পোড়ে?—একি! পৃথ্বীরাজ?

সেলিম। হাঁ, পৃথ্বীরাজ! বিশ্বাসঘাতিনি—কলঙ্কিনি—হাঁ, ঐ তোর পৃথ্বীরাজ—তোর প্রাণেশ্বর পৃথ্বীরাজ—এই ব্যালা জন্মশোধ দেখে নে।

অশ্রু। কেও? এ কি!—সেলিম!—তুমি?—এত রাত্রে—ছোরা হাতে—এ কি!

সেলিম। কলঙ্কিনি, তোর মুখ দেখাতে কি এখন লজ্জা হচ্চে না?

অশ্রু। সেলিম! তুমি—তুমিও আমাকে কলঙ্কিনী বোল্লে?—আমি কি অপরাধ করেছি—বল। আমাকে এখনি বল।—তোমাকে ভাল বেসেছি বোলে রাজপুতের কাছেই আমি কলঙ্কিনী হয়েছি—তোমার কাছেও আমি কলঙ্কিনী? তুমি কি কথা বোল্লে সেলিম? তোমার চোখেও আমি কলঙ্কিনী?—সেলিম? (ক্রন্দন)

সেলিম। বিশ্বাসঘাতিনি কলঙ্কিনি!—এখনও ছলনা?—তোর মায়া কান্নায় আর আমি ভুলি নে—নৃশংসে! আমার নিষ্ঠুর কথায় তোর আঘাত লেগেছে? তুই আমাকে কি আঘাত দিয়েছিস্ তা কি তুই জানিস্ নে?—একটা কথা মাত্রেই কি তার উপযুক্ত প্রতিশোধ হবে? এই অসির আঘাতে যদি ঐ ছলনাময় হৃদয় ———হা! অশ্রুমতি! হতভাগিনি, তোর কেন এ দুর্ম্মতি হয়েছিল?—এখনও দোষ স্বীকার কর, এখনও মার্জ্জনা করি।

অশ্রু। সেলিম! তুমি যে কথা বলেছ—তাতেই শত ছুরি আমার হৃদয়ে বিদ্ধ হয়েছে—আর কি কিছু বাকি আছে?—আমার আর বাঁচ্তে সাধ নাই—কিন্তু ঐ অসি দ্বারা এ হৃদয় বিদীর্ণ হলে যখন প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে কেবল তোমারই প্রতিমা দেখ্তে পাবে তখন—তখন—সেলিম—এই অভাগিনীর জন্যে কি একটি ফোঁটাও চোখের জল ফেল্বে না?—তখন—(ক্রন্দন)

সেলিম। (স্বগত)—হা! আবার আমি ওর কথায় মুগ্ধ হয়ে যাচ্চি? আমার হাত আবার অসাঢ় হয়ে আস্চে—দুর্ব্বলতা এসে আমার হৃদয়কে আবার অধিকার কর্‌চে—না—আর বিলম্ব না। (প্রকাশ্যে) ভুজঙ্গিনি!—তোর মৃত্যুই শ্রেয়——(ছুরি উদ্যত করিয়া)—অন্তিম কালের যদি কোন বাসনা থাকে তো এই ব্যালা বল্।

অশ্রু। সেলিম!—আমার আর কোন বাসনা নাই। আমার এ হৃদয় তোমারই—মারো।

সেলিম। আর তোর ছলনাময় কথা শুন্তে চাই নে—তোর

ঐ ছলনাময় হৃদয় শৃগাল কুকুরেরই যোগ্য উপহার!—এই তবে—(ছুরির আঘাত) না!—পার্‌লেম না———

হস্ত হইতে ছুরি স্খলিত হওন—

অশ্রুমতীর পতন।

সেলিম। হা!—এইটুকু আঘাতেই?—ফরিদ! ফরিদ! শীঘ্র এস—কি কল্লেম, ফরিদ দেখ—আমি কি সর্ব্বনাশ করেছি—

ফরিদ। কি হয়েছে? কি হয়েছে?—ওকেও মার্‌লেন? তা আর কি হবে—যেমন কাজ তার উচিত প্রতিফল হয়েছে।

সেলিম। ফরিদ! আমার হাত থেকে ছুরি স্খলিত হয়ে পড়্‌ল, একটু আঘাতেই যে সব শেষ হবে আমি তা মনে করিনি—হা! অমন কোমল পুষ্পের একটি তৃণের আঘাতও সহ্য হয় না—হা! ফরিদ অমন সুন্দর ফুলটি নষ্ট হল! আমিপুষ্প-নিহিত সর্পকে মার্‌তে গিয়ে পুষ্পটিকে নষ্ট কল্লেম? না, আমি অন্যায় করিনি—অমন ভুজঙ্গিনীকে পৃথিবীতে রাখ্‌লে পৃথিবী ছারখার হয়ে যেত।

মলিনার প্রবেশ।

মলিনা। (স্বগত) অশ্রুমতী কোথায় গেল?—এ কি কাণ্ড?—সুলতান!—ফরিদ!—রক্তময় ছুরি! এ কে দুজন পোড়ে—অশ্রুমতি! পৃথ্বীরাজ! কি সর্ব্বনাশ হয়েছে—(পৃথ্বীরাজের মৃত শরীরের উপর পড়িয়া) সেলিম! পাষণ্ড—রক্তপিপাসু পিশাচ! তুই আমার সর্ব্বনাশ করিচিস্?

সেলিম। মলিনা তুমি? তোমার তো আমি কোন সর্ব্বনাশ করি নি।

মলিনা। আর কারও কিছু হয় নি—আমারই সর্ব্বনাশ হয়েছে—আমি তোর কি করেছি পাষণ্ড যে আমার পৃথ্বীরাজকে তুই মার্লি?

সেলিম। তোমার পৃথ্বীরাজ কি মলিনা—ও তো ঐ বিশ্বাসঘাতিনীর পৃথ্বীরাজ!

মলিনা। হা অদৃষ্ট, পাষণ্ড তুই কি কাজ করিচিস্? যে অশ্রুমতী তোকে ভিন্ন আর কাউকে জান্তো না—যে তোর জন্যই জগতের কাছে কলঙ্কিনী হয়েছে—যে তোর জন্য সর্ব্বত্যাগী হয়েছে—তাকেই তুই মেরেছিস্?—হা! আর কেউ না—আমিই এই সর্ব্বনাশের মূল, পৃথ্বীরাজকে আমি দেখ্তে পাব বোলে পৃথ্বীরাজের প্রার্থনা গ্রাহ্য কর্তে সখীকে আমিই অনুরোধ করেছিলেম, হা! তারই এই ফল ফলেছে। (ক্রন্দন)

সেলিম। কি! মলিনা, আমাকে অশ্রুমতী ভাল বাস্ত?—হা! আমি তবে কি সর্ব্বনাশ করেছি—সত্যি মলিনা, সত্যিই কি আমাকে অশ্রু ভাল বাস্ত?—অশ্রুমতি! অশ্রুমতি! আর এখন কাকে ডাক্‌চি? আমি অতি নরাধম! আমি অতি পাপিষ্ঠ!—ওঃ! কি কাজ কর্লেম!—ফরিদ, তুমি আমাকে কেন এমন কাজ কর্তে দিলে?—এই কি তোমার বন্ধুর মত কাজ হয়েছে?

ফরিদ। হুজুর—আমার অপরাধ কি!—আমি তো সেই সময় বারণ করেছিলেম যে স্ত্রীহত্যাটা যেন না হয়।

সেলিম। হা!—কি সর্ব্বনাশ করেছি!—সত্যি মলিনা, অশ্রু আমাকে ভাল বাস্‌ত?

ফরিদ। হুজুর ওর কথা কেন বিশ্বাস করেন—ওর সখীর দোষ ঢাক্‌বার জন্য ঐ রকম বল্‌চে।

সেলিম। তাই কি ফরিদ—তাই কি?—

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। কৈ পৃথ্বীরাজ, আমি তো সেই বিশ্বাসঘাতক ফরিদকে কোথাও খুঁজে পেলেম না—কিন্তু একজন পত্রবাহকের পত্র আট্‌কিয়ে তার সমস্ত চক্রান্ত আমি জান্‌তে পেরেছি—কাকে বল্‌চি?—এতো পৃথ্বীরাজ নয়—কি ভয়ানক অন্ধকার!—এরা কে?—

ফরিদ। (স্বগত)—সর্ব্বনাশ!—আমি এখন তবে তফাৎ থাকি।

(ফরিদের প্রস্থান।)

মলিনা। রাজকুমার শক্তসিংহ!—দেখ কি সর্ব্বনাশ হয়েছে!

শক্ত। একি! পৃথ্বীরাজ নিহত! সেলিম—পাষণ্ড তোর এই কাজ?—অস্ত্র নে—আপনাকে রক্ষা কর্‌——

সেলিমের প্রতি অসি আঘাত করিতে উদ্যত।

সেলিম। শক্তসিংহ—আমি নিরস্ত্র—তুমি আমাকে বধ কর—আমি কি কাজ করেছি এখনও বুঝতে পাচ্চি নে—

শক্ত। এখনও বুঝ্‌তে পারিস্‌ নি নরাধম?—না, তোকে আর মার্‌বো না—অনুতাপের নরক-যন্ত্রণা তুই ভোগ কর্‌।—এখন আমি হতভাগিনীর মৃত শরীর তার পিতার কাছে নিয়ে যাই——কলঙ্কিত জীবনের চেয়ে এ মৃত্যুতেও তিনি সুখী হবেন।

সেলিম। যাও শক্তসিংহ নিয়ে যাও—আর আমি দেখ্‌তে পারি নে——দেখ, যেন প্রতাপসিংহ তাঁর দুহিতাকে কলঙ্কিত মনে না করেন—আমি শপৎ করে বল্‌চি, ও পবিত্র দেহে আমার এই কলঙ্কিত পাপিষ্ঠ হস্তের কখন স্পর্শ পর্য্যন্ত হয় নি।—তোমার রাজপুতদের সমাজে অশ্রুমতীর নামে যেন কলঙ্ক না রটে!—এই আমার প্রার্থনা!

শক্ত। সুলতান সেলিম, তোমার আমি তত দোষ দিই নে—কিন্তু সেই মিত্রদ্রোহী ফরিদ—যাকে তোমার পরম বন্ধু বোলে জান—সে যেমন আমাদের প্রতি, তেমনি তোমার প্রতিও ভয়ানক বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আমি প্রতিশোধ নিতে পার্‌লেম না—আমার আর সময় নেই—তুমিই এর প্রতিশোধ নিও—এই পত্র পাঠে সমস্ত অবগত হবে। (অশ্রুমতীর নিকটে আসিয়া) হা! হতভাগিনি!

(অশ্রুমতীকে লইয়া শক্তসিংহের

প্রস্থান।)

মলিনা। সাবধান—পাষণ্ড—তোরা আমার পৃথ্বীরাজকে কেউ স্পর্শ করিস্‌ নে——

সেলিম। ফরিদ—আমার চির-বিশ্বস্ত ফরিদ—বিশ্বাসঘাতক! এ কখন সম্ভব?—(পত্র লইয়া পাঠ করিতে করিতে) একি!—অশ্রুমতীর কথা কি লিখেচে?—এ কার পত্র—মানসিংহ ফরিদকে লিখেচে? কি ভয়ানক!—ফরিদের এই ষড়যন্ত্র? মানসিংহ ও ফরিদ দুজনে মিলে এই চক্রান্ত করেছে!—ফরিদ বিশ্বাসঘাতক ফরিদই আমার এই সর্ব্বনাশ করেছে!—কি বিশ্বাসঘাতকতা!—দেখি সে কোথায় পালাল—পৃথিবীর শেষ সীমায় গেলেও আমার হাত থেকে সে নিস্তার পাবে না—এই অসিতে তার শরীর খণ্ড খণ্ড ক'রে শৃগাল কুক্কুরকে দিয়ে ভক্ষণ করাব—ও পাপিষ্ঠের দেহ কবরস্থ হবারও যোগ্য নয়।

উদ্যত অসি হস্তে বেগে প্রস্থান ও ফরিদকে
ধরিয়া আনয়ন।

সেলিম। বিশ্বাসঘাতক—পাপিষ্ঠ—নেমখারাম—পাষণ্ড—

ফরিদ। আমি—কোন অপরাধ—হজুর——

ফরিদকে ভূমিতলে নিক্ষেপ ও তাহার বুকের
উপর জানু পাতিয়া বসিয়া।

সেলিম। এখনও প্রবঞ্চনা!—পাষণ্ড বিশ্বাসঘাতক—(ফরিদকে বধ)।

ফরিদ। ওঃ! গেলেম।—(মৃত্যু)

সেলিম। (উঠিয়া) কি! শত সহস্র ফরিদকে বধ ক'র্‌লেও কি এখন আমার অশ্রুমতীকে ফিরে পাব?——হা!—তাকে কি শক্ত-সিংহ নিয়ে চলে গেল?—আর কি তাকে দেখ্‌তে পাব না?——যাই—দেখি—হা!—কি কুলগ্নেই তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল—অশ্রুমতীর সঙ্গে আমার হৃদয়ের সুখ জন্মের মত বিদায় হল—ওঃ!—ওঃ!—যাই দেখি যদি আর একবার সেই মুখ খানি দেখ্‌তে পাই!

(সেলিমের প্রস্থান।)

সপ্তদশ গর্ভাঙ্ক।

আরাবল্লী পর্ব্বত।

(পান্থ-শালা)

অশ্রুমতী ও শক্তসিংহ।

অশ্রু। কাকা আমার সব স্বপনের মত মনে হচ্চে!—সত্যি কি সেলিম আমাকে বধ করতে এসেছিলেন?—

শক্ত। ঐ দেখ এখনও ছুরির দাগ রয়েছে—তবে অন্ধকারে লক্ষ্য-ভ্রষ্ট হওয়ায় ভাগ্যি সাজ্ঘাতিক জায়গায় আঘাত লাগে নি—কেবল মাত্র মূর্চ্ছা হয়েছিল—দৈবক্রমে প্রাণটা বেঁচে গেছে।—যাকে তুই হৃদয়ের বন্ধু ভেবেছিলি, সেই তোর দারুণ শত্রু কি না এখন দেখ্—হতভাগিনি—তখন আমার কথায় যে তোর বিশ্বাস হয় নি।

অশ্রু। (স্বগত) কি! সেলিম আমাকে—কেন?—পৃথ্বীরাজ—পৃথ্বী-রাজকে কি তিনিই বধ ক'রেছেন?—আহা মলিনা—হ্যাঁ হ্যাঁ এখন আমার মনে পড়ছে।—তিনিই আমাকে মেরেছিলেন বটে—কিন্তু তাঁরই বা তাতে দোষ কি?—আমি সব কথা তাঁকে খুলে বল্‌তে পারি নি বোলেই তাঁর মনে ঐ রকম সন্দেহ হয়েছিল।—তিনি আমাকে ভাল বেসেছিলেন বোলেই তাঁর অত মনে আঘাত লেগেছিল—ভাল বাসাই তাঁর নিষ্ঠুরতার কারণ—কিন্তু আমার উপর সন্দেহ!—হা! আমার সমস্ত সুখের আশাই একেবারে নির্ম্মূল হল।—আমি তাঁর জন্য যে বাপ মাকে পর্য্যন্ত ভুলে ছিলেম—শেষ কি না তার এই ফল হল!—বাবা রোগে শয্যাগত শুনেও আমি এতদিন নিশ্চিন্ত ছিলেম!—সেই মহাপাপের জন্যই বিধাতা বুঝি আমাকে এই শাস্তি দিলেন।—এখন না জানি তাঁরা কেমন আছেন!—কতক্ষণে আবার তাঁদের দেখ্‌ব!—হা! মা বাপের চেয়ে আর পৃথিবীতে বন্ধু কে আছে।—(প্রকাশ্যে) কাকা!—আর কতদূর এখান থেকে?—এই ব্যালা চল না—না জানি বাবা এখন কেমন আছেন—সেখানে না গেলে আর আমার মন নিশ্চিন্ত হচ্চে না।—চল কাকা—শীঘ্র চল।

শক্ত। তুমি কি এখন গায়ে বেশ বল পেয়েছ?—উদয়পুর এখান থেকে বেশি দূর নয়।

অশ্রু। আমি এখন বেশ বল পেয়েছি—চল। এখন আমরা কোন্ জায়গায় এসেছি কাকা?——এ সব জায়গা যেন আমার খুব পরিচিত বোলে মনে হচ্চে—এই সব পর্ব্বত—ঐ গাছপালা—ঐ নির্ঝর—এই সমস্ত যেন আমি স্বপ্নে দেখেছি বোলে মনে হচ্চে।

শক্ত। এ হচ্চে আরাবল্লী পর্ব্বত—ভীলদের দেশ। তুমি এই খানে একটু খানি থাক—আমি পাল্কির বাহক ঠিক্ ক'রে আসি।

(শক্তসিংহের প্রস্থান।)

অশ্রু। (স্বগত) ভীলদের দেশ?—আমার বুড্ঢাদাদার দেশ?—আহা! তখন আমি কি সুখেই ছিলেম। হাম্বা খ্যাম্বাদের সঙ্গে পর্ব্বতের শিখরে শিখরে কেমন খেলিয়ে বেড়াতেম—বরাহদের তাড়া ক'রে কেমন ছুটোছুটি কর্‌তেম—হাত ধরাধরি কোরে কেমন সবাই মিলে নাচ্‌তেম—লুকোচুরি খেল্‌বার সময় ঐ গুহায় আমি কতবার লুকিয়েছি—আহা! তখন কোন জ্বালাই ছিল না—এ মুসলমান—ও রাজপুত—সে সব কিছুই জান্‌তেম না—কাকে ছলনা বলে, কাকে সন্দেহ বলে, কিছুই জান্‌তেম না—হা! তখন কিছুই গোপন কর্‌বারও দর্‌কার হ'ত না—ঐ বুড্ঢাদাদার বাড়ী না?—ইচ্ছে কচ্চে, একবার বুড্ঢাদাদার সঙ্গে, হাম্বা খ্যাম্বাদের সঙ্গে দেখা ক'রে আসি——

ঐ যে—ঐ যে—লাঠি হাতে বুড্ঢাদাদা এই দিকে আস্‌চেন!

ভীলপতি বৃদ্ধ মল্লুর প্রবেশ।

মল্লু। মোদের 'চেনি' বুড়ি কোথা রে?

অশ্রু। এই যে আমি বুড্‌ঢাদাদা। (প্রণাম করণ)

মল্লু। এত্তে দিন তু কথা ছিলি রে বুড়ি? তো-মুখানি দেখি রে! (নিকটে আসিয়া ভাল করিয়া নিরীক্ষণ) আহা! একি হয়েচিস্। তোর এ পারা হাল ক্যানে রে? আহা! তোরে হেরি মোর হিয়াটা ফাটি যাচ্চে!

অশ্রু। হাম্বা খ্যাম্বারা কোথায় বুড্‌ঢাদাদা? তাদের নিয়ে এলে না কেন?

মল্লু। তাদের দেখ্‌বি বুড়ি? ঐ হুত্তাকে তারা ভঁয়ীস্ চরাচ্চে। (উচ্চৈঃস্বরে) ও! হাম্বা রে! ও! খ্যাম্বা রে! হিথাকে আয় রে! তোদের 'চেনি' দিদি আসিছে রে। ঝট্ করি আয়! ঝট্ করি আয়!

খ্যাম্বা ছুটিয়া আসিয়া প্রবেশ।

খ্যাম্বা। ক্যানেরে বাবা তু ডাক্‌চিস্ ক্যানেরে?

মল্লু। কে আসেছে দ্যাখ্ দিকি—

খ্যাম্বা। (অশ্রুমতীকে দেখিতে পাইয়া আহ্লাদে ছুটিয়া গিয়া অশ্রুমতীকে গাঢ় আলিঙ্গন)

অশ্রু। হ্যাম্বা কোথা? সে এল না?

খ্যাম্বা। সে ভঁরীস্ চরাচ্চে, সে তো জানে না হে মোদের চেনি দিদি আসেছে। আয় ভাই, আয় ভাই, মোদের ঘর্‌কে চল্, আজ মোদের খুব খেল্ হবে—তুই মুই খ্যাম্বা সিধু নিধু সবাই মিলি মোরা লুকোচুরি খেল্‌ব——

অশ্রু। খ্যাম্বা—এখনও তোমরা লুকোচুরি খ্যালো? আমার সে সব ফুরিয়ে গেছে।

খ্যাম্বা। সে কি চেনি দিদি, তু মোদের সাথে খেল্‌বি না?—সে মোরা ছাড়্‌ব না, চল্ তু চল্, তু মোদের সাথ চল্—

মল্লু। খেল্‌বি না ক্যান্ রে বুড়ি? তোর পাঁচ গণ্ডা বয়স বই নয়, তু খেল্‌বি না? বলিস্ কি বুড়ি? তু ক্যামন্-ক্যামন্ পারা হয়েছিস্, তু কি মোদের সে চেনি নোস্? তোরে যেত্তে দেখ্‌চি, তেত্তে মোর বুক্ চুর্ চুর্ ফাটি যাচ্চে। তু সব ভুলি গেইচিস্ রে! চল্ মোদের ঘর্‌কে চল্, রাজপুতের কাছে থাকি থাকি তোর চাল্ চোল সব বিগড় গেইছে।

অশ্রু। দেথ বুড়্‌ঢাদাদা, কাকা আসুন, তিনি এলে তাঁকে বোলে যাব। ঐ যে কাকা আস্‌চেন। (স্বগত) হা! এখন সে মনের অবস্থা নেই যে ওদের খেলাতে মনের সঙ্গে যোগ দি। কিন্তু আমার ছেলে-ব্যালাকার সঙ্গীদের সব দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে ক'চ্চে।

শক্তসিংহের প্রবেশ।

শক্ত। এস অশ্রুমতী—পাল্কি প্রস্তুত—এই বৃদ্ধ ভীলরাজই সব ঠিক্ ঠাক্ ক'রে দিয়েছেন।

অশ্রু। উনিই আমার সেই ছেলে-ব্যালাকার প্রতিপালক।

শক্ত। উনিই তোমার প্রতিপালক ?

মল্লু। রাজা, মোদের ঘর্‌কে চল্, বুড়িকে মোরা কেতে দিন দেখি নি, মোরা ওহাকে আজ ছাড়্‌বো না, চল্ রাজা, মোর বুড়ি না খায়ে খায়ে কাটিটি-পারা হুই গেইছে, তোদের রাজপুত ঘরে কচ্ছু ভাল জিনিস তো খাইতে পারে না, মোর গিন্নিকে আজ সাপের ঝোল, ইন্দুরের তরকারি রাঁধ্‌তে বলি দিব, একদিনেই দেখিস্ রাজা উহার চেহারা-খানি ফিরি যাবে। চল্ রাজা——

শক্ত। সাপের ঝোল ? ইন্দুরের তরকারি ? না না আমরা কিছু খাব না। এম্‌নি তোমাদের বাড়িতে বেড়িয়ে আস্‌চি চল।

মল্লু। না রাজা তোদের না খাওয়াইয়ে মু ছাড়্‌ব না।

শক্ত। (স্বগত) কি বিপদ! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা তবে আমাদের জন্তে একটা বরাহ মেরে আন্‌তে বোলে দাও।

মল্লু। বরা খাবি রাজা ? আচ্ছা রাজা আচ্ছা, ওরে সিধুরে, নিধুরে, সব্ চলি আয়—খ্যাম্বা তু মা যাতো রে, ঝট্ করি দুটা দাঁতালো বরা মারি আন্‌তে বলি দেতো—আর, মাদোল খর্ত্তাল বাজা লয়ে সবারে আস্‌তে বলি দে, মোদের রাজার ভাই আসেছে।

(খ্যাম্বা ছুটিয়া প্রস্থান।)

মল্লু। রাজা আজ মোদের কি সুখের দিন! কেতে দিন পরে মোর বুড়িরে আজ পাইছি।

থ্যাম্বা সমভিব্যাহারে—মাদোল খর্ত্তাল লইয়া—
কতকগুলি ভীলের প্রবেশ।

মল্লু। এইবার মোর সাথ সাথ আয় রাজা (ভীলদের প্রতি) তোরা সব নাচ্, মোদের রাজা আজ মোদের ঘর্‌কে আস্‌চে, বাজারে বাজা, খুব বাজা। (মাদোল বাদ্য)

(হাম্বা ও কতিপয় ভীল-যুবা হাত-ধরাধরি করিয়া
চক্রাকারে নাচিতে নাচিতে গান।

কাহার্ব্বা।

ক্যায়্‌সে কাহারোয়া জাল বিনুরে,
দিনকো মারে মছলি, রাতকো বিনু জাল,
আর অ্যায়্‌সা দেক্‌দারি কিয়া জিয়া কি জঞ্জাল॥
(সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চমাঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

উদয়পুরে পেষলা নদীর তীরে
প্রতাপসিংহের কুটীর।

পীড়িত প্রতাপসিংহ পালঙ্কের উপর খড়ের শয্যায়
শয়ান—একটি মৃণ্ময় দীপ ঘরের এক কোণে
মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে—রাজপুত
প্রধানগণ—মন্ত্রিবর ভাম-শা—বৈদ্য,
কুলপুরোহিত প্রভৃতি চতু-
র্দ্দিকে দণ্ডায়মান।

প্রতাপ। মন্ত্রিবর!—রাজপুতগণ!—আমার অন্তিম কাল উপস্থিত। আমি বেশ বুঝ্তে পাচ্চি এ-যাত্রা আর রক্ষা পাব না—চিতোর উদ্ধার আমার দ্বারা হল না—

বৈদ্য। মহারাজ!—এখনও নাড়ী বেশ সবল আছে—এখন কোন আশঙ্কার কারণ নাই—আপনি নিরাশ হবেন না—আরোগ্যের এখনও বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।

প্রতাপ। বৈদ্যরাজ!—কেন আমাকে আর বৃথা আশ্বাস দাও।—আমি বেশ বুঝ্‌তে পাচ্চি—আমার মৃত্যু সন্নিকট।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাজ!—রাজকুমারী অশ্রুমতী আবার কোথা থেকে ফিরে এসেছেন——

প্রতাপ। (উঠিয়া বসিয়া) কি!—অশ্রুমতী—অশ্রুমতী!—কি প্রলাপ বাক্য বলচিস্?—অশ্রুমতী?

রক্ষক। আজ্ঞা হাঁ মহারাজ, রাজকুমারী অশ্রুমতী—আমি স্বচক্ষে তাঁকে দেখেছি।

প্রতাপ। তুই বলিস্ কি?—অশ্রুমতীকে কি আবার ফিরে পাব?—তোর চক্ষের ভ্রম হয়েছে—সে আর কেউ হবে—সে কখনই অশ্রুমতী নয়—অনেক দিন হল, সে ব্যাঘ্র-কবলে কবলিত হয়েছে।—আমি স্বচক্ষে না দেখ্‌লে বিশ্বাস করি নে—কাকে দেখেচিস্ নিয়ে আয়, এখানে শীঘ্র নিয়ে আয়।

রক্ষক। যে আজ্ঞা মহারাজ।

প্রতাপ। (স্বগত) সত্যই কি অশ্রুমতী—মৃত্যুর পূর্ব্বে কি তাকে আবার দেখ্‌তে পাব?

মন্ত্রী। আমরা মহারাজ তবে এখন আসি।

প্রতাপ। বৈদ্যরাজ—পুরোহিত তোমরা থাক।

(মন্ত্রী ও প্রধানগণের প্রস্থান।)

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

প্রতাপ। (আহ্লাদে বিস্ময়ে কণ্ঠরোধ) আ!—আ!—কে?—আমার—অশ্রুমতী?—সত্যিই কি?—আ!—প্রাণ-প্রতিমা—অশ্রুমতি!—এস মা এস—এই অন্তিম কালে একবারটি——আ!——

(অশ্রুমতীর প্রণাম করণ।)

প্রতাপ। চিরজীবী হও—(স্বগত) আ! আমার রোগ-যন্ত্রণার যেন অনেকটা উপশম হল—আর কোন ঔষধের প্রয়োজন হবে না (প্রকাশ্যে)—কোথায় ছিলে মা এতদিন?—আবার কি ভীলেরা তোমাকে লুকিয়ে রেখেছিল?

অশ্রুমতী। না বাবা—আমি সেই গুহার বাহিরে পালঙ্কের উপর একদিন ঘুমিয়ে ছিলেম—আর আমাকে সেই পালঙ্ক শুদ্ধ উঠিয়ে মুসলমানেরা তাদের শিবিরে নিয়ে গিয়েছিল।

প্রতাপ। মুসলমানেরা?—কি ভয়ানক কথা!—এ কি বিষম বজ্রাঘাত!—এতদিন যা ভয় ক'রে আস্‌ছিলেম, তাই কি শেষে ঘট্‌ল!—বল অশ্রুমতি বল—তোমার প্রতি তো কোন অসদ্ব্যবহার হয় নি?—সমস্ত মুক্তকণ্ঠে বল্‌।

অশ্রুমতী। না বাবা—সেলিম আমাকে খুব যত্ন কত্তেন—তাঁর মত উদার লোক—তাঁর মত এমন ভাল———

প্রতাপ। আর শুন্‌তে চাইনে—কি ভয়ানক কথা!—আরও না জানি কি শুন্‌তে হয়—কি বোল্লে অশ্রুমতী—আমার যে চির-শত্রু—অস্পৃশ্য—ঘৃণিত মুসলমান, তাদের যত্নে তুমি মোহিত হয়ে গেছ?—সেই দুর্ম্মতি সেলিম—যাকে সেই হল্‌দিঘাটের যুদ্ধে আর একটু হলেই যমালয়ে প্রেরণ করেছিলেম—যে আমার দারুণ শত্রু—তার প্রশংসা তোমার মুখে আর ধরে না?—কি বোল্লে অশ্রুমতি, তোমাকে খুব যত্ন করেছিল?—যত্নের অর্থ কি?—যত্নের মধ্যে আর তো কিছু প্রচ্ছন্ন নেই?—সেই যত্নে তুমি কৃতজ্ঞ হয়েছ?—আচ্ছা তাতে ক্ষতি নাই। তার অধিক তো কিছু নয়?—অশ্রুমতী, আমার এই ভীষণ সন্দেহ শীঘ্র দূর কর—এই উদ্বেগ থেকে আমাকে শীঘ্র মুক্ত কর—তুমি আমার দুহিতা অশ্রুমতী—তুমি?—একি!—ভূমির দিকে নেত্র-পাত কেন? আমার মুখের পানে তাকাতে সাহস হচ্চে না?—হতভাগিনি! কাঁদচিস্?—কোন উত্তর নাই?—বুঝি আমার সন্দেহ তবে সফল হল—কি ভয়ানক!—

অশ্রু। বাবা আমি তোমাকে প্রবঞ্চনা কর্‌তে চাইনে—সেলিম আমার—সেলিম———

প্রতাপ। ক্ষান্ত হ—যথেষ্ট হয়েছে!—কেন তোর মা তোকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন?—কেন হতভাগিনি তুই প্রতাপসিংহের দুহিতা হয়ে জন্মেছিলি?—আমি যে কুলসম্ভ্রম রক্ষা করবার জন্য

এই পঁচিশ বৎসর কাল অনাহারে অনিদ্রায় ক্রমাগত যোঝাযুঝি করেছি—হা ধর্ম্ম! তার ফল কি এই হল?—জানিস্ হতভাগিনি তুই কে?—জানিস্—কোন্ রক্ত তোর শিরায় বহমান্? বিধাতঃ—যাকে আমি অন্তিম কালের একমাত্র সান্ত্বনাস্থল মনে কচ্ছিলেম—সে প্রাণের দুহিতাকে কি না তুমি শত্রু ক'রে পাঠিয়ে দিলে —— আমার সব যন্ত্রণা উপশম হয়েছিল—বৈদ্যরাজ—আবার সেই বেদনা—ওঃ!—

বৈদ্য। মা তুমি তোমার পিতার একটু পায়ে হাত বুলিয়ে দেও—তা হলে অনেকটা আরাম বোধ হবে।—(অশ্রুমতী প্রতাপ-সিংহের পদতলের নিকট অগ্রসর)

প্রতাপ। না হতভাগিনি—ও কলঙ্কিত হস্তে আমাকে স্পর্শ করিস্ নে।—

অশ্রু। (চমকিয়া দূরে সরিয়া গিয়া)—বিধাতঃ—কেন আবার আমাকে বাঁচালে?—আর পারি নে। (ক্রন্দন)

রাজমহিষী ব্যস্ত হইয়া প্রবেশ।

রাজমহিষী। কৈ আমার অশ্রুমতী; কৈ?—এস মা—এস মা—আমার হৃদয়ে এস।

অশ্রু। মা—মা—মা - তোমার কোল কি পাব মা?—

দৌড়িয়া আলিঙ্গন করিতে গমন।

প্রতাপ। ও মুসলমান-প্রেমে কলঙ্কিত—রাজমহিষি, ওকে স্পর্শ কোরো না।

রাজমহিষী। (চমকিত ভাবে পশ্চাতে হটিয়া) কি!—মুসলমানকে স্পর্শ!—বাছা তুই কি আমার সর্ব্বনাশ করেচিস?—হা!—এতদিনের পর তোকে বুকে ক'রে বুক্‌টা জুড়োতে এলেম—তাও তুই দিলি নে?—মা অশ্রুমতী বল্ মা—মহারাজ যা বল্‌চেন তা কি সত্যি?—ওঃ—আর পারি নে—মহারাজ!—শক্তসিংহ ওকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে এসেছেন—তিনি তো সব জানেন—তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা ক'রে আসি—কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!

(রাজমহিষীর প্রস্থান।)

অশ্রু। (স্বগত) মা তুমিও—তুমিও আমাকে ঘৃণা কল্লে?—তোমার কোলেও আশ্রয় পেলেম না?—হা!—মা ভগবতি ভবানি—তুমিও কি আমাকে পরিত্যাগ করবে?—তুমিও কি মা আমাকে ঘৃণা করবে?—মা শুনেছি তুমি অগতির গতি—তুমিও কি আমাকে নেবে না—নেও মা—আর যন্ত্রণা সহ্য হয় না।—এখন আর কার পানে তাকাব?—পৃথিবীতে আর আমার কেউ নেই মা!—

প্রতাপ। (স্বগত) মানসিংহ যখন এ কথা শুন্‌বে তখন তার কতই উল্লাস হবে!—এত দিনের পর আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হল—আমার উন্নত মস্তক অবনত হল—এ কলঙ্ক-কাহিনী আমার কুল-পরম্পরায় প্রবাহিত হতে চল্ল—(প্রকাশ্যে) আর কিছু নয়—বিষ!—বিষ!—বৈদ্যরাজ! শীঘ্র প্রস্তুত কর।

বৈদ্য। মহারাজ—মহারাজ—এরূপ আদেশ—

প্রতাপ। কোন দ্বিরুক্তি কোরো না—আমার আদেশ এখনি পালন কর।

বৈদ্য। যে আজ্ঞা মহারাজ! (এক পাত্র জলে বিষ মিশাইয়া) মহারাজ প্রস্তুত হয়েছে।

প্রতাপ। দাও কলঙ্কিনীর হাতে দাও—বিষ ভিন্ন এ কলঙ্ক আর কিছুতেই অপনীত হবার নয়।

অশ্রু। (পাত্র হস্তে করিয়া) আমি এখনি পান কচ্চি।—আমি তোমার অকৃতজ্ঞ দুহিতা—আমি জানি আমার মার্জ্জনা নেই—কিন্তু বাবা মর্‌বার আগে তোমার মুখের একটি আশীর্ব্বাদও কি শুন্‌তে পাব না? (ক্রন্দন)

প্রতাপ। ওঃ!—ওঃ!—আশীর্ব্বাদ করি যেন জন্মান্তরে এমন নিষ্ঠুর কঠোর পিতার ঔরসে তোর জন্ম না হয়—

অশ্রু। বাবা!—এই আশীর্ব্বাদ?—(বিষ পান করিতে উদ্যত)

সহসা শক্তসিংহ আসিয়া বিষ-পাত্র হস্ত হইতে কাড়িয়া লওন।

শক্তসিংহ। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ!—মহারাজ আপনার শুভ্র যশ কিছুমাত্র কলঙ্কিত হয় নি।

অশ্রু। কাকা! আবার তুমি এই সময়ে?—

প্রতাপ। কি বোল্লে শক্তসিংহ?—আমার শুভ্র যশ কলঙ্কিত হয় নি?——

শক্ত।" না মহারাজ হয় নি। সেলিম যে রকম যত্ন ক'রে রেখে দিয়েছিলেন, তাতে কোন্ সরলা বালিকার মন আর্দ্র না হয়?—কিন্তু আমি বিলক্ষণ জানি—আর, তরবারি স্পর্শ ক'রে শপথ ক'রতে পারি—সেলিম কর্ত্তৃক অশ্রুমতীর কোন অসম্ভ্রম হয় নি—শত্রু হলেও মুক্ত-কণ্ঠে আমার সে কথা স্বীকার করতে হবে—এ আপনাকে আমি শপথ করে বল্‌চি—কোন প্রকার কলঙ্ক অশ্রুমতীকে আজও পর্য্যন্ত স্পর্শ করে নি—আপনি সে বিষয়ে নিরুদ্বিগ্ন হোন্।——

প্রতাপ। আ! আ!—শক্তসিংহ! ভাই!—তোমার কথায় তবু আশ্বস্ত হলেম।—অশ্রুমতি!—এই দিকে এস। আমি যতদূর আশঙ্কা করেছিলেম, ততদূর বাস্তবিক নয় শুনে তবু নিরুদ্বিগ্ন হলেম। কিন্তু এখন আমার আর একটি কথা বল্‌বার আছে—অশ্রুমতী সেই কথাটি যদি রক্ষা কর, তা হ'লে আমি এখন সুখে মরতে পারি।

অশ্রু। বল বাবা—আমি তা রক্ষা করব।

প্রতাপ। পুরোহিত।

পুরোহিত। মহারাজ!—

প্রতাপ। অশ্রুমতীকে নিয়ে গিয়ে এখনি মহাদেবের মন্দিরে যোগিনী-ব্রতে দীক্ষিত কর—চির-কুমারী হয়ে মহাদেবের ধ্যান করুক—মনেও যদি কোন কলঙ্ক স্পর্শ হয়ে থাকে, তাও অপনীত হবে——যাও নিয়ে যাও।—

পুরোহিত। মা—এস।—

(পুরোহিতের সঙ্গে অশ্রুমতীর প্রস্থান।)

শক্ত। মহারাজ!—মহারাজ!—এ কি ভয়ানক আদেশ!—ঐ কোমলাঙ্গী বালিকা অমন কঠোর যোগিনী-ব্রত পালন কর্‌বে?—আর, চিরকাল কুমারী-অবস্থায় থাক্‌বে?

প্রতাপ। শক্তসিংহ—ওর মনেও যদি কোন রূপ কলঙ্ক স্পর্শ ক'রে থাকে—আমি সে কণামাত্র কলঙ্কও—ওর বিবাহ দিয়ে—কুলপরম্পরায় প্রবাহিত করতে চাইনে। ওঃ! আমি অবসন্ন হয়ে পড়্‌ছি—আর বিলম্ব নাই—শক্তসিংহ—মন্ত্রী আর রাজপুত প্রধানদের এই ব্যালা ডাক। আমার অন্তিম সময় উপস্থিত। ওঃ!—ওঃ!—

শক্তসিংহের প্রস্থান, মন্ত্রী ও প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরসিংহ ও রাজপুত প্রধান-গণের প্রবেশ।

মন্ত্রি। বৈদ্যরাজ! কি রকম বুঝ্‌চ?

বৈদ্য। আর কি বুঝ্‌ব?—বিলম্ব নাই।

প্রতাপ। ওঃ!——ওঃ!——

মন্ত্রি। মহারাজ এখনও কি মনে কোন উদ্বেগ আছে যে, অন্তরাত্মা শান্তভাবে দেহ হতে নির্গত হতে চাচ্চে না?

প্রতাপ। আমার দেশ তুর্কের হস্তে কখনই সমর্পিত হবে না—এই আশ্বাস-বাক্য তোমাদের মুখে শোন্‌বার জন্যই আমার অন্তরাত্মা দেহ হতে এখনও বেরোতে বিলম্ব কচ্চে।—ওঃ—ওঃ—অমরসিংহের উপর আমার বিশ্বাস নাই—সে নিজের সুখসচ্ছন্দতার জন্য দেশের

দুঃখ দুর্দ্দশা বোধ হয় বিস্মৃত হবে—শোন মন্ত্রী শোন—আমার সেই দুরবস্থার সময়, শুধু ঝড় বৃষ্টি হতে দেহকে রক্ষা কর্‌বার জন্য এই পেষোলা নদীর তীরে এই কুটীর গুলি নির্ম্মাণ করেছিলেম, এক দিন অমরসিংহ আমার এই কুটীরের নিম্নতা বিস্মৃত হয়ে যেমন মাথা নিচু না ক'রে বাইরে বেরোবে অমনি তার পাগ্‌ড়ির পাক কুটীর-ছাদের বাঁশে বেধে পাগ্‌ড়িটা খুলে গেল—অমনি অমরসিংহ একটা বিরক্তি-ব্যঞ্জক ভাব প্রকাশ ক'রে কি একটা কথা বোলে উঠ্‌ল—তাই দেখে অবধি আমার মনে এই দৃঢ় সংস্কার হয়েছে—আমি যে কঠিন ব্রত অবলম্বন করেছি, তাতে যে সব ভয়ানক কষ্ট ও কঠোরতা সহ্য করা আবশ্যক, অমরসিংহ কখনই তা সহ্য কর্‌তে পারবে না।—আমি দেখ্‌তে পাচ্চি—এই সকল সামান্য কুটীর ভগ্ন হয়ে তার স্থলে তখন চাকচিক্যময় সমুচ্চ প্রাসাদ সকল উত্থিত হবে—সে প্রাসাদে রাক্ষসী বিলাস-লালসা, আর তার দলবল এসে প্রবেশ কর্‌বে। আর, যে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা কর্‌বার জন্য আমরা এত দিন আমাদের অজস্র রক্ত দিলেম, সেই স্বাধীনতা-লক্ষ্মীকে তখন সেই রাক্ষসীর নিকট বলি দেওয়া হবে——আর, রাজ-পুত প্রধানগণ তোমরাও সেই বিষময় দৃষ্টান্তের অনুগামী হবে।

রাজপুত প্রধানগণ। না—মহারাজ—আপনি নিরুদ্বিগ্ন হোন, আমরা সকলে বাপ্‌পারাও সিংহাসনের নামে শপথ করে বল্‌চি যে যত দিন না মেবারের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হয় তত দিন আমরা এখানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ কর্‌তে কখনই দেব না।

প্রতাপ। আ!—আ!—নিশ্চিন্ত ——

(মৃত্যু।)

বৈদ্য। রাজপুতগণ—মহারাজের আত্মা স্বর্গস্থ হয়েছে—জীবনের আর কোন লক্ষণ নাই।

রাজপুতগণ। হা!—চিতোরের সূর্য্য অস্তমিত হল।—রাজপুত-গৌরব তিরোহিত হল!————

(সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

মণ্ডলগড়ে সেলিমের শিবির সমীপস্থ

মহা-শ্মশান।

গেরুয়াবসন পরিহিত ত্রিশূল হস্তে যোগিনী বেশে

অশ্রুমতীর প্রবেশ।

অশ্রু। (স্বগত) আজ অমাবস্যা—এই সেই শ্মশান—এই তো যোগের উপযুক্ত স্থান। এমন ভয়ানক স্থানে পূর্ব্বে আমি কি কখন আস্‌তে পার্‌তেম?—এ দৃশ্য দেখে নিশ্চয়ই ভয়ে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়্‌তেম, কিন্তু—এখন ভয় দূরে থাক্—এই ভয়ানক স্থানে

থাক্‌তেই যেন একটু আরাম বোধ হয়। হৃদয় যখন আমার শ্মশান হয়ে গেছে—তখন এ শ্মশানে আর কি ভয়—এ আমার হৃদয়ের প্রতিবিম্ব বৈতো নয়! হৃদয় এখন শূন্য—এতে ভয় নাই, স্পৃহা নাই সুখ নাই, দুঃখ নাই, আশা নাই, প্রেম নাই, সকলই ভস্ম হয়ে গেছে।—কি বল্লেম, প্রেম নাই?—প্রেমও কি ভস্ম হয়ে গেছে?—একেবারে ভস্ম হয়ে গেলেই ভাল ছিল—কিন্তু তাতো নয়, তার চিতানল এখনও থেকে থেকে যেন জ্বলে উঠ্‌ছে—হা! কিছুতেই একেবারে নিবোতে পাচ্চি নে। প্রেম যদি আমার হৃদয়ে নির্ব্বাণ হবে—তবে এত শ্মশান থাক্‌তে সেলিমের শিবির সমীপস্থ শ্মশানে কেন আমি এলেম? হা! এত তপস্যা কচ্চি, হৃদয়কে এখনও সম্পূর্ণ বশ কর্‌তে পারলেম না—যখন মহাদেবের ধ্যান করি, তখন সেলিমের মূর্ত্তিই যেন সেখানে এসে উপস্থিত হয়। এ কি জ্বালা হল! না—এইবার বিস্মৃত হব—জন্মের মত বিস্মৃত হব—প্রেম আমার মনে আর স্থান পাবে না—যাক্ যাক্ ও কথা আর মনে কর্‌ব না—এইবার যোগ আরম্ভ করি, একটা মৃতদেহ পেলেই তার উপর আসন পাতি—কৈ! চারি দিকেই তো চিতা-ভস্ম—এই যে একটা মৃত শরীর—একি!—ফুল দিয়ে ঢাকা!—এর উপরেই তবে বসি—(মৃতশরীরের উপর ব্যাঘ্রচর্ম্ম পাতিয়া তাহার উপর বসিয়া ধ্যানে মগ্ন)——(নেপথ্য হইতে বিকট উচ্চ হাস্য।)

অশ্রুমতী। (চমকিত হইয়া) এ কি! এই ঘোর শ্মশানে হাসির রব!——আমি এতক্ষণ নির্ভয় ছিলেম—কিন্তু এই বিকট হাসির রবে

আমার হৃদয়ের শেষতল পর্য্যন্ত যেন কেঁপে উঠেছে—কোথা থেকে এ শব্দ এল?—ও কে?—একজন স্ত্রীলোক না?—ফুলের মালা গলায়—ফুলের মালা মাথায়—সব ফুলের সাজ—একি!—একি!—মলিনার মত দেখছি যে!—

মলিনা উচ্চ হাস্য করিয়া অশ্রুমতীর নিকট দৌড়িয়া গমন।

মলিনা। তুমি এসেছ পুরুতঠাকুর?—এস এস—আমাদের ফুল-শয্যা দেখ সে—(অশ্রুমতীরে হাত ধরিয়া সেই মৃত শরীরের নিকট গমন ও মৃত শরীরের মুখ হইতে শুষ্ক ফুলরাশি সরাইয়া তাহাতে টাট্‌কা কতকগুলি ফুল অর্পণ)

অশ্রুমতী। একি!—এ যে পৃথ্বীরাজ!—(স্বগত) আমি পৃথ্বীরাজের মৃত শরীরের উপর বোসে ছিলেম!—

মলিনা চিন্‌তে পার নি?——হি হি হি হি—তুমি এই খানে থাক, আমি আরও ফুল নিয়ে আস্‌চি——হি হি হি হি—

(মলিনার প্রস্থান।)

অশ্রুমতী। (স্বগত) কি ভয়ানক!—মলিনার এই দশা হয়েছে!—না, পাগল হয়ে মলিনা তবু তো সুখী হয়েছে—সে তো বুঝ্‌তে পাচ্চে না, তার বাস্তবিক অবস্থা কি—সে এখনও তো সুখের কল্পনা কচ্চে—কিন্তু আমার কি ভয়ানক অবস্থা—আমি সব দেখ্‌চি, সব শুন্‌চি, সব বুঝ্‌চি, বুঝে শুঝেই দগ্ধ হচ্চি!——না—হৃদয়! ও সব

কথা বিস্মৃত হও!—দেখি আর একবার যোগে বসি—এবার রুদ্র মহাদেব ভিন্ন আর কোন মূর্ত্তিকেই হৃদয়ে আস্‌তে দেব না। (ব্যাঘ্র-চর্ম্মে উপবেশন করিয়া ধ্যান)

সেলিমের প্রবেশ।

সেলিম। (স্বগত) আর আমার যুদ্ধবিগ্রহ, রাজকার্য্য কিছুই ভাল লাগে না—নরকাগ্নি যেন আমার হৃদয়ে দিবা নিশি জল্‌চে!—যে আমাকে ভাল বাস্‌ত—আমার এই নিষ্ঠুর হস্ত তার রক্তেই কলঙ্কিত?—সেই নির্দ্দোষী অবলাকে আমিই বধ করেছি!—আমার মত পাষণ্ড নরাধম আর কে আছে!—অশ্রুমতী কি সত্যই আমাকে ভাল বাস্‌ত?—হা! এই চিতাভস্ম হতে যদি অশ্রুমতীর শরীর কোন মন্ত্রবলে পুনর্জ্জীবিত হয়ে উত্থিত হয়—তা হলে আমি তাকে একবার জিজ্ঞাসা করি——আমি কি পাগলের মত বকৃচি—সে দেশে যে একবার যায় সে কি আর ফেরে?—হা! (চিন্তাযুক্ত হইয়া পরিক্রমণ)———

অশ্রুমতী। (স্বগত) আ! একি হল, সে মূর্ত্তি কি কিছুতেই ভুল্‌তে পাচ্চি নে, যতবার মহাদেবের ধ্যান কত্তে চেষ্টা কচ্চি, তত বারই কি সেই মূর্ত্তি আমার মনে আস্‌বে (নেত্র উন্মীলিত করিয়া) এ কি! সত্যই যে সেলিমের মূর্ত্তি দেখ্‌তে পাচ্চি—আমার কল্পনা কি মূর্ত্তিমান হল না কি! যা দেখ্‌ছি এ কি বাস্তবিক, না আমার চোখের ভুল? না, এ তো চোখের ভুল নয়। আর, তাঁর শিবিরও খুব নিকটে এখানে আসাও তো তাঁর অসম্ভব নয়।—আমার যোগ তপস্যা ধ্যান সব রসাতলে যাক্, যাই—আমি সেলিমের কাছে দৌড়ে যাই—এই

ভীষণ শ্মশানেই আমার প্রেমের ফুল ফুটেছে—আবার ভ্রমরের গুঞ্জর যেন শুন্‌তে পাচ্চি, আবার যেন মলয় সমীরণ মৃদু মৃদু বইচে—এ কি হল!—কিন্তু আমি যে পিতার কাছে কথা দিয়েছি, আমি যে গুরুর কাছে প্রতিজ্ঞা ক'রে এই ব্রতে দীক্ষিত হয়েছি, না—তা কি ক'রে হবে? ঐ শোন্ ঐ শোন্ রুদ্র মহাদেব বল্‌চেন—"বৎসে! সাবধান, সাবধান—প্রেমের ছলনায় আর ভুলিস্ নে—তুই যে মহাব্রতে ব্রতী হয়েছিস্, তা স্মরণ কর্—আমার ত্রিশূলের অবমাননা করিস্ নে—সাবধান!" না এখান থেকে পালানোই শ্রেয়, (উঠিয়া) কিন্তু এই বার দেখে নি, জন্মের মত দেখে নি—দেবদেব মহাদেব, অবলার এই দুর্ব্বলতা একটিবার মার্জ্জনা কর, প্রেমের নিকট এই শেষ বিদায় নিচ্চি, যে প্রেমের চিতানল হৃদয়-শ্মশানে এখনও জল্‌চে—এইবার চিরকালের মত নির্ব্বাণ হবে—তার একটি স্ফুলিঙ্গও আর থাক্‌বে না—(সেলিমকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ)

সেলিম। (অশ্রুমতীকে দেখিতে পাইয়া) এ কি! এ কি! অশ্রুমতীর প্রেত আত্মা! আ!—আ! আ!—(দূরে জানু পাতিয়া যোড়হস্তে) তুমি যদি সত্যই অশ্রুমতীর প্রেত-আত্মা হও, তো আমাকে মার্জ্জনা কোরো—আমি অতি নরাধম, অতি পাপিষ্ঠ, আমার নিষ্ঠুর অত্যাচারেই তুমি এই পৃথিবী ছেড়ে পলায়ন করেছ, আমি কখন মনে করি নি যে তুমি আমাকে আবার দেখা দেবে, এই নরাধমের উপর তোমার কি এখনও ভাল বাসা আছে? অশ্রুমতি, তুমি সত্যই আমাকে ভাল বাস্‌তে? বল, একটি বার উত্তর দেও!—

অশ্রু। (সেলিমের দিকে চাহিয়া গান করিতে করিতে ধীরে ধীরে অপসরণ।)

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

(ইটালিয়ন ঝিঁঝিটের গৎভাঙ্গা)

প্রেমের কথা আর বোলো না
আর বোলো না,
আর বোলো না,
ক্ষম গো সখা,
ছেড়েছি সব বাসনা।
ভাল থাক, সুখে থাক হে,—
আরে দেখা দিও না,
দেখা দিও না,
গো অনল জ্বেলো না।
কেন তুমি, এ যে গো শ্মশান-ভূমি,
এতো নয় সে প্রমোদ-উদ্যান হে।
যাও যাও, সখা যাও, কেন পুন দেখা দেও
আর নয়—আর নয়—
মায়া-মোহ অবসান,
মনেরে করেছি পাষাণ হে।

ক্ষম গো সখা ক্ষম গো সখা,

যোগ-ব্রতে বাধা দিও না।

সেলিম। হা! সেই সুধাস্বর!—কি স্বর্গীয় সঙ্গীত!—আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌চি? ঐ পদতলে গিয়ে এখনি এই প্রাণ বিসর্জ্জন করি—কিন্তু আমার এই অপবিত্র দেহ নিয়ে কি ক'রে ঐ স্বর্গ-বাসিনীর সমীপবর্ত্তী হব—(অশ্রুমতীকে অনুসরণ করত সেলিমের ধীরে ধীরে গমন ও অশ্রুমতীর ধীরে ধীরে অপসরণ।) কৈ! আর তো দেখ্‌তে পাচ্চি নে!——অন্তর্হিত হলেন?——কৈ?—কোথায়?—সকলই কি স্বপ্ন?—হা!—কৈ?—অশ্রুমতি!—অশ্রুমতি!—হা! (মূর্চ্ছিত হইয়া পতন।)

যবনিকা পতন।

সমাপ্ত।